সীমিত নগদের অর্থনীতি

অরুণ জেটলি

প্রভাকর সাহু ও অমোঘ অরোরা

বি. এম. মেহত্রে

সমীরা সৌরভ

বিমুদ্রীকরণ : সহায়ক হবে নির্বাচনী সংস্কারে
এস. ওয়াই. কুরেশি

অর্থনীতিতে নগদের চলনে রাশ : আন্তর্জাতিক বনাম ভারতীয় পরিস্থিতি
অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ও তনু এম. গোয়েল

আমার মোবাইল....আমার ব্যাংক....আমার ওয়ালেট....

LED আলোয় সড়ক আলোকিত করতে বিশ্বের বৃহত্তম কর্মসূচি

সম্প্রতি LED আলো লাগিয়ে সড়কপথ আলোকিত করার জাতীয় কর্মসূচি (Street Lighting National Programme—SLNP) দক্ষিণ দিল্লির পৌর নিগম এলাকায় চালু করা হয়েছে। জাতির উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প উৎসর্গ করা হয় গত ৯ জানুয়ারি, ২০১৭-এ। সাবেক আলোর পরিবর্তে LED লাগিয়ে সড়ক আলোকিত করতে এটি হল বিশ্বের বৃহত্তম কর্মসূচি। প্রকল্পটি রূপায়ণ করেছে "Energy Efficiency Services Limited"। এটি ভারত সরকারের শক্তি মন্ত্রকের অধীন এক যৌথ উদ্যোগ।

পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, গোয়া, মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং রাজস্থান—এসব রাজ্যে এই SLNP রূপায়ণ করা হচ্ছে বর্তমানে। দেশে এযাবৎ মোট পনেরো লক্ষ ঊনষাট হাজার সাবেক সড়ক বাতি বদলে ফেলে LED বাল্ব লাগানো হয়েছে। ফলত, ২০.৬৬ কোটি কিলোওয়াট শক্তি সাশ্রয় হয়েছে। ৫১.৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ বাঁচানো যাচ্ছে। প্রতি বছর ১.৭১ লক্ষ টন গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমছে। হিসাব করে দেখা গেছে, ভারতে "Energy Efficiency Market"-এর আয়তন হল টাকার অংকে ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মাধ্যমে দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তার অন্তত ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে, উদ্ভাবনমূলক বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবসা এবং উন্নততর রূপায়ণ মডেলের দৌলতে।

আগামী সাত বছরে উল্লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ১৩৫ কোটি টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। তার পর বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। আশা করা যাচ্ছে, এই টাকা সামাজিক বিকাশমূলক উদ্যোগে বিনিয়োগের কাজে আসবে।❑

অতি-বাম চরমপন্থী কার্যকলাপ পীড়িত এলাকায় সড়ক সংযুক্তি প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি দেশের অতি-বাম চরমপন্থী কার্যকলাপে নাস্তানাবুদ জেলাগুলির গ্রামীণ এলাকায় সড়ক সংযুক্তির কাজে গতি আনতে এক কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পটির নাম "Road Connectivity Project for Left Wing Extremism (LWE) Affected Areas"। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তা বিঘ্নিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে, দেশের এমন জেলা ও তার আশপাশের জেলা মিলিয়ে মোট ৪৪-টি জেলায় চালু করা হবে এই প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় এক সম্প্রসারিত দিক হিসাবে প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হবে, প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট, কালভার্ট, আড়াআড়ি নিকাশি কাঠামো নির্মাণ করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে মজবুত করে তুলতে। নির্মিত রাস্তাঘাট যাতে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার মতো সব ঋতুতেই যাতায়াতের উপযোগী থাকে সেই বিষয়টি বিশেষভাবে মাথায় রাখতে হবে প্রকল্পের কাজ করার সময়।

উল্লিখিত জেলাগুলিতে এই প্রকল্পের আওতায় ৫,৪১১.৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাঘাট নির্মাণ তথা সংস্কারসাধন করা হবে। ১২৬-টি সেতু/রাস্তার আড়াআড়ি নিকাশি বন্দোবস্তের কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১১,৭২৪.৫৩ কোটি টাকা। LWE এলাকায় এই সড়ক প্রকল্পের খরচের সংস্থান হবে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার ধাঁচেই। অর্থাৎ, প্রকল্প ব্যয়ের ৬০ শতাংশ বহন করবে কেন্দ্র এবং ৪০ শতাংশ দেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি এবং হিমালয় অঞ্চলের জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড—এই তিনটি রাজ্যের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৯০ : ১০। প্রকল্প রূপায়ণের সময়সীমা ধরা হয়েছে চার বছর, ২০১৬-'১৭ থেকে ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষ পর্যন্ত।

দেশের আতি-বাম চরমপন্থী কার্যকলাপে নাস্তানাবুদ জেলাগুলির মধ্যে ৩৫-টি LWE জেলাতে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। অতি-বাম চরমপন্থী হিংসার ৯০ শতাংশ ঘটনাই ঘটে ওই সব জেলায়। দেশের জেলাগুলি ও সেখানকার সড়ক যোগাযোগ সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সরবরাহ করা তথ্য ও তালিকা অনুযায়ী, এই ৩৫-টি ও সংলগ্ন ৯-টি মিলিয়ে মোট ৪৪-টি জেলার নিরাপত্তা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। তাই এই ৪৪-টি জেলায় "Road Connectivity Project for LWE Affected Areas" প্রকল্প রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যে সব সড়কের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে পড়ছে অন্যান্য জেলা সড়ক (ODRs), গ্রামীণ সড়ক (VRs) নির্মাণ এবং নিরাপত্তার খামতি থাকা চালু মুখ্য জেলা সড়কগুলির (MDRs) সংস্কারসাধন। এই সব রাস্তার উপর নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন ১০০ মিটার পর্যন্ত লম্বা সেতুগুলির নির্মাণ/সংস্কারও করা হবে এই প্রকল্পের আওতায়।❑

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ফিরে দেখা : বিমুদ্রীকরণের দু' মাস পর — অরুণ জেটলি ৫
- নগদ থেকে সীমিত নগদের অর্থনীতি — প্রভাকর সাহু ও অমোঘ অরোরা ৭
- সীমিত নগদের অর্থনীতি : সাইবার নিরাপত্তার দিক — বি. এম. মেহত্রে ১৪
- নগদহীন গ্রামীণ অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে — সমীরা সৌরভ ১৮
- বিমুদ্রায়ন : সীমিত নগদের অর্থনীতির দিকে এক কদম — ডি. এস. মালিক ২১
- বিমুদ্রীকরণ, নগদহীন অর্থনীতি ও উন্নয়ন — বি. কে. পট্টনায়েক ২৪

বিশেষ নিবন্ধ

- অর্থনীতিতে নগদের চলনে রাশ : আন্তর্জাতিক বনাম ভারতীয় পরিস্থিতি — অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ও তনু এম. গোয়েল ৩০

ফোকাস

- বিমুদ্রীকরণ : সহায়ক হবে নির্বাচনী সংস্কারে — এস. ওয়াই. কুরেশি ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল ৩৯
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৪০
- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা ৪২
- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : রমা মন্ডল ৪৪

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

সীমিত নগদের অর্থনীতি

গত ৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ রাতে প্রধানমন্ত্রী যখন আচমকা পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট বাতিলের কথা ঘোষণা করেন গোটা দেশ জুড়ে মানুষের কাছে তা ছিল এক অবিশ্বাস্য চমক। জনতার তরফে এটাই ছিল প্রথম প্রতিক্রিয়া। এই পদক্ষেপ গ্রহণের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কালো টাকা উদ্ধার, ভ্রষ্টাচার থেকে রেহাই এবং জাল টাকার কারবারকে ধ্বংস করা। মুদ্রাস্ফীতি এবং জিনিসপত্রের দাম প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে, কেনাকাটা করতে বাজারে একশো এবং পঞ্চাশ টাকার নোটের চলন বলা যেতে পারে বিরল। আর মানুষ তো মজা করে এও বলছে, দুনিয়ায় মাত্র দু'জনই চুপচাপ দশ টাকার নোট নিয়ে নেয়; একজন ভগবান, অন্যজন ভিখারি।

ভারতে অতীতে দু'বার বিমুদ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমবার স্বাধীনতার ঠিক আগে, ১৯৪৬ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৮ সালে। তবে তখনকার ভারতীয় অর্থনীতির সাথে এখনকার আকাশ পাতাল তফাৎ। দেশের অর্থনীতি এখন শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে। অতীতে যে বার দুয়েক বিমুদ্রীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার দরুন সাধারণ মানুষকে খুব একটা কষ্টকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। কারণ সে সময় যে সব উচ্চমূল্যের নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয় সমাজের খুব কম সংখ্যক মানুষের হাতেই তা থাকত। কিন্তু এবারের বিমুদ্রীকরণের ঘোষণার ব্যাপকপ্রসারী অভিঘাত চোখে পড়েছে। যেহেতু পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোটই বাজারে বেশি চলে তাই আচমকা তা বন্ধ হওয়ায় মানুষের হাত একেবারে খালি হয়ে যায়। তরিতরকারি, ফলফলাদি, দুধ, রুটি, ডিমের মতো যেসব খাদ্যসামগ্রী পচনশীল বলে নিত্যদিন কেনাকাটার প্রয়োজন, তার জন্যও হাতে পয়সা ছিল না। কিভাবে বাচ্চার স্কুলে ফি বা ইলেকট্রিক/ফোনের বিল জমা করবে; বাড়ির কাজের লোকের মাইনে দেবে—সেটাই রোজকার মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ গৃহস্থের। ব্যাংক এবং ATM-গুলিতে টাকার অভাব মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দেয়। হাতে থাকা বাড়তি নগদ ব্যাংকে জমা করা, পুরোনো পাঁচশো/হাজার টাকার নোট বদলে নতুন নোট তোলা, ATM থেকে বেঁধে দেওয়া সীমিত পরিমাণ টাকা তোলা নিয়ে ধুমধুমার লেগে যায়।

সেসময় যে একটি মাত্র তথ্য প্রকৃত অর্থেই গলদঘর্ম সাধারণ মানুষকে সান্তনা জুগিয়েছিল, তা হল বিমুদ্রীকরণের ঘোষিত উদ্দেশ্য। কালো টাকা উদ্ধার এবং জঙ্গি কার্যকলাপে আর্থিক মদতের জোগানে রাশ টানা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে এই পদক্ষেপ ভ্রষ্টাচার, কালো টাকা এবং জাল নোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ নাগরিকদের হাতকে শক্ত করবে। দেশে কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতির কারণে সাধারণ মানুষকে যেসব সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল তার দরুন তারা যথেষ্ট হতাশাগ্রস্ত। কালো টাকার মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির চরম হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপেও জেরবার। সুতরাং সহজবোধ্য কারণেই তারা উৎফুল্ল—অবশেষে সেই কার্যকলাপ খতম করতে কিছু জোরালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ভেবে।

যোজনা

বিমুদ্রীকরণের পেছনে সরকারের অন্য মনোবাসনাটি হল এক নগদ অর্থের চলনহীন অর্থনীতি গড়ে তোলা। নগদহীন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো যে উপকার হয় তা হল, কারচুপির অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ, সমস্ত লেনদেনের যাবতীয় তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজখবর রাখা/পাওয়া সম্ভব। ফলে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি তথা অন্যান্য রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে মদত দিতে কোন পথে অর্থের জোগান আসছে তা সহজেই সরকারের নজরে চলে আসবে। একই সাথে দেশের নাগরিকদের হাতে যে সাদা টাকা আছে তা ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত থাকায় সে সংক্রান্ত তথ্যও সরকারের নখদর্পণে থাকবে। এই টাকা অর্থনীতির মূল স্রোতে খাটিয়ে মানুষের প্রয়োজনে ঋণের বন্দোবস্ত তথা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ব্যয় করতে পারবে সরকার।

তবে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ভারত এমন একটা দেশ যেখানে জনসংখ্যার একটা বড়োসড়ো আনুপাতিক অংশ অক্ষরজ্ঞানহীন। তথা দেশের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে ডিজিট্যাল আর্থিক লেনদেনের উপযোগী পরিকাঠামো নিতান্তই অপর্যাপ্ত। কাজেই ভারতের পক্ষে এই মুহূর্তে পুরোপুরি নগদহীন অর্থনীতির পথে হাঁটা সম্ভব নয় আদৌ। সুতরাং এখন চেষ্টাটা চালানো হচ্ছে অর্থনীতিতে যথা সম্ভব সীমিত নগদের চলনের মাধ্যমে এক 'Less-cash economy' গড়ে তোলার দিকে। অর্থাৎ, এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে অনিবার্যভাবে কিছু লেনদেন নগদ টাকা পয়সায় হবে ঠিকই; কিন্তু যত বেশি সম্ভব লেনদেন ডিজিট্যাল পেমেন্টের মাধ্যমে করার সংস্থান রাখা হবে। মানুষকে নগদহীন আর্থিক লেনদেনে উৎসাহিত করতে কিছু সুযোগ সুবিধারও (Incentives) প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যারা ডিজিট্যাল মাধ্যমে পেমেন্ট করবেন এবং যারা সেই পেমেন্ট গ্রহণের বন্দোবস্ত করবেন উভয়ের জন্যই এই প্রস্তাব।

সীমিত নগদের চলন বিশিষ্ট এই অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদ্বেগের সবচেয়ে বড়ো কারণ হল সাইবার অপরাধের বিপদ। একদিকে ডিজিট্যাল লেনদেন নগদ টাকা পয়সা আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে যে সব ঝুঁকি থাকে তা কমিয়ে দিচ্ছে; অন্যদিকে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি প্রবণ বলে এর প্রভূত দুর্নাম আছে। তবে, সাইবার অপরাধের মোকাবিলা করার নির্দিষ্ট হাতিয়ারও রয়েছে। মনে রাখতে হবে সব সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যিনি সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন তার অসাবধানতাবশতই সাইবার সুরক্ষা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রয়োজন সাইবার নিরাপত্তার উচ্চমান বজায় রাখার জন্য কঠোরতম নীতি-নির্দেশিকা প্রণয়ন তথা ঝুঁকির পরিমাণ ন্যূনতম রাখতে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার প্রসার।

বিভিন্ন দেশ নানা সময়ে তাদের অর্থনীতিকে ডিজিট্যাল করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। কোনও দেশ সফল হয়েছে, কারও ক্ষেত্রে সাফল্য ততটা আহামরি নয়। সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্যের কাহিনী সুইডেনের। ভারতের ক্ষেত্রে কতখানি সাফল্য আসবে তা একটি বিশেষ বিষয়ের উপরই নির্ভর করছে। এটি হল, দেশের বিপুল পরিমাণ নিরক্ষর তথা আধাসাক্ষর জনসংখ্যা, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে যাদের বাস, ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারের সুযোগ যাদের সীমিত বা আদৌ নেই, তাদের মধ্যে এবিষয়ে কতটা সচেতনতা সৃষ্টি করা যাবে। সাইবার সুরক্ষা ইস্যুগুলির যথাযথ মোকাবিলায় সরকারের তরফে গৃহীত কার্যকরী নীতিসমূহের দৌলতে তথা আমজনতার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বড়ো মাপের সচেতনতা প্রচারাভিযান চালিয়ে ভারত এক সময়ে ডিজিট্যাল অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম সারিতে জায়গা করে নেবে—এমনটা অন্তত আমরা আশা করতেই পারি। ❑

ফিরে দেখা : বিমুদ্রীকরণের দু' মাস পর

*দারিদ্র্য দূরীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বিকাশ—সব খাতেই খরচের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু করদানে মানুষের অনীহার দরুন আমাদের এই সব জরুরি কাজের সঙ্গে আপোষ করতে হচ্ছে। আংশিক নগদে এবং আংশিক চেক-এ পেমেন্ট করা হবে; গত সাত দশক ধরেই ভারতে এ এক অলিখিত 'নিয়ম' বা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'পাকা' এবং 'কাঁচা' হিসাবের খাতা এখন ব্যবসার দুনিয়ার চালু পরিভাষা। করফাঁকি দেওয়ার ঘটনাকে এখন আর অনৈতিক বা অসততার তকমা দেওয়া হয় না। তা এখন জীবনধারণের ফিকির মাত্র। প্রধানমন্ত্রী এক নতুন নিয়ম, এক নতুন প্রথা তৈরির অভিপ্রায়ে মনস্থ করেছেন। ভারত এবং ভারতীয়দের খরচ করার ধরনধারণে পরিবর্তন আনার দিশা খোঁজা হয়েছে। এর ফলে সাময়িকভাবে অবশ্যই এক যতি পড়েছে। সমস্ত সংস্কারের ক্ষেত্রেই এমনটা হয়ে থাকে। লিখেছেন—***অরুণ জেটলি**

প্রধানমন্ত্রী পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোটকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর দু' মাসেও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। বাজার থেকে ওই সব বাতিল নোট ইতোমধ্যেই উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। দেশের কাগজি মুদ্রার ৮৬ শতাংশ, যার পরিমাণ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১২.২ শতাংশ যখন বাজার থেকে উঠিয়ে নেওয়ার এবং তার পরিবর্তে নতুন কাগজি মুদ্রা ছাপানোর প্রয়োজন পড়ে; অবশ্যই সেই সিদ্ধান্তের ফলাফলের এক অন্য তাৎপর্য থাকে। বিমুদ্রীকরণের রাস্তায় আমরা অনেক দূর পেরিয়ে এসেছি ইতোমধ্যে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে কার্যকারণ কী ছিল এবং সেই পদক্ষেপের কত দূর কী প্রভাব পড়েছে, সে সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করাটা এখন কাজের হবে।

কালো টাকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

ক্ষমতায় আসার একদম প্রথম দিনটি থেকেই বর্তমান সরকারের কালো টাকা তথা ছায়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিমত ছিল না। সেই উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রথম সিদ্ধান্তটি হল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'SIT' গঠন। ব্রিসবন-এ G-20-এর মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী করফাঁকি দিয়ে বিদেশে মুনাফা সরিয়ে ফেলার বিষয়ে তথ্য বিনিময়ের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে প্রস্তাব রাখেন। এই লক্ষ্য পূরণে গতি আনতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতায় আসা হয়। সরকার সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যার সুবাদে ২০১৯ সালের পর থেকে সে দেশে ভারতীয়দের গচ্ছিত সম্পত্তির বিশদ তথ্যাদি সুইজারল্যান্ড ভারতকে সরবরাহ করবে; অনুরূপ পদক্ষেপ নিয়ে ভারতও সে দেশের নাগরিকদের এই তথ্য সুইজারল্যান্ডের হাতে তুলে দেবে। ১৯৯৬ সাল থেকে ভারতের সঙ্গে মরিশাসের দ্বৈত কর রেহাই চুক্তি (Double Taxation Avoidance Treaty) বলবৎ আছে। সম্প্রতি এই চুক্তি নতুন করে সংশোধন করা হয়েছে। সাইপ্রাস এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারতের অনুরূপ চুক্তিতেও সংশোধনী এনে রদবদল ঘটানো হয়েছে। ভারতের বাইরে গচ্ছিত অবৈধ সম্পত্তির বিষয়টির মোকাবিলায় লাগু করা 'কালো টাকা আইন' (Black Money Law) কর বাবদ সরকারের ঘরে ৬০ শতাংশ জমা করে অবৈধ আয় ঘোষণার সুযোগ করে দিয়েছে। আইনে দশ বছর কারাদণ্ডের শাস্তিরও সংস্থান রাখা হয়েছে। ৪৫ শতাংশ কর হিসাবে জমা দিয়ে আয় ঘোষণা প্রকল্প, ২০১৬ বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। এক লপ্তে দু' লক্ষের উপর নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে প্যান কার্ড দেখানো বাধ্যতামূলক করার ফলে কালো টাকা খরচ করে কেনাকাটার উপর লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে। বেনামী আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৮৮ সালে; কিন্তু এযাবৎ লাগু করা হয়নি। আইনটি সংশোধন করে কাজে লাগানো হয়েছে। চলতি বছরেই পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করার ব্যাপারে মনস্থির করা হয়েছে। এই কর চালু হওয়ার ফলে অপ্রত্যক্ষ কর প্রশাসনের ক্ষেত্রে ছবিটা একদম বদলে যাবে, সদর্থেই। পাশাপাশি এই আরও কার্যকরী আইনের দৌলতে কর এড়ানোর ঘটনার উপর শক্ত হাতে রাশ টানা সম্ভব হবে। পাঁচশো এবং হাজার টাকার মতো উচ্চমূল্যের কাগজি নোট বাতিলের/বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্ত এই একই দিশায় এক বড়োসড়ো পদক্ষেপ।

নতুন নিয়ম

দেশের মোট জনসংখ্যার, অর্থাৎ ১২৫ কোটিরও বেশি মানুষের মধ্যে ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে ৩.৭ কোটি করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। এর মধ্যে ৯৯ লক্ষ করদাতা তাদের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম বলে ঘোষণা করেন এবং কোনও আয়কর দেননি। ১৯৫ লক্ষ মানুষের ঘোষিত আয় ছিল বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫২ লক্ষ মানুষ ঘোষণা করেন যে তাদের আয় ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে। আর মাত্র ২৪ লক্ষের ঘোষণা যে তাদের আয় ১০ লক্ষ টাকার উপর। কর প্রদানে অনিচ্ছুক এক বিপুলায়তন সমাজের দৌলতে ভারতে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কর; উভয় ক্ষেত্রেই যে দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে; সেই অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করার এর থেকে আর ভালো কোনও উদাহরণ হতে পারে না।

দারিদ্র্য দূরীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বিকাশ—সব খাতেই খরচের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু করদানে মানুষের অনীহার দরুন আমাদের এই সব জরুরি

কাজের সঙ্গে আপোষ করতে হচ্ছে। আংশিক নগদে এবং আংশিক চেক-এ পেমেন্ট করা হবে; গত সাত দশক ধরেই ভারতে এ এক অলিখিত 'নিয়ম' বা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'পাকা' এবং 'কাঁচা' হিসাবের খাতা এখন ব্যবসার দুনিয়ায় চালু পরিভাষা। কর ফাঁকি দেওয়ার ঘটনাকে এখন আর অনৈতিক বা অসততার তকমা দেওয়া হয় না। তা এখন জীবনধারণের ফিকির মাত্র। প্রধানমন্ত্রী এক নতুন নিয়ম, এক নতুন প্রথা তৈরির অভিপ্রায়ে মনস্থ করেছেন। ভারত এবং ভারতীয়দের খরচ করার ধরনধারণে পরিবর্তন আনার দিশা খোঁজা হয়েছে। এর ফলে সাময়িকভাবে অবশ্যই এক যতি পড়েছে। সমস্ত সংস্কারের ক্ষেত্রেই এমনটা হয়ে থাকে। আমাদের পিছিয়ে পড়া সাবেক অবস্থানে বদল আনতে হবে। বিমুদ্রীকরণের পদক্ষেপ সততাকে উৎসাহিত করেছে; অনৈতিক আচরণকে শাস্তি প্রদান।

নগদের কুফল

কাগজি টাকা এক নামগোত্রহীন বিনিময় মাধ্যম; যা হাতে জমিয়ে রাখলে তা থেকে মেলে শূন্য সুদ। আলাদা কোনও বিশেষ নাম বা ইতিহাস জড়িত নেই এর সঙ্গে। নগদ টাকার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকলে বা তা না থাকলেও অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে অতিরিক্ত নগদের ব্যবহার গোপন অর্থনীতির বিশেষ পছন্দসই। ফলস্বরূপ কর প্রদানে অনীহার মতো ব্যাপার ঘটে এবং সেই সূত্রে কর ফাঁকিবাজরা অন্যায্যভাবে বিপুল বিত্তশালী হয়ে ওঠেন; গরিব এবং বঞ্চিত শ্রেণির মানুষজনের সাপেক্ষে। নগদ টাকার পাহাড় হাওলার পথ ঘুরে কর-স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে যায়, আদতে তার উৎস সেই কাগজি মুদ্রাই। নগদ টাকায় লেনদেন হলে তার সুলুকসন্ধান মেলা কার্যত অসম্ভব। কাগজি মুদ্রা সেই সুবিধাই করে দেয়। উৎকোচ, দুর্নীতি, জাল টাকার কারবার এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ব্যবহার করা অর্থের জোগান আসে নগদ টাকার মাধ্যমেই। নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত সমাজ প্রযুক্তির হাত ধরে অতিরিক্ত নগদের ব্যবহার এড়িয়ে একাগ্রভাবে ব্যাংক ও ডিজিট্যাল মাধ্যমে লেনদেনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কাগজি মুদ্রা বহু ধরনের অবৈধ দরজা খুলে দেয়। সরকার যদি কর ফাঁকিবাজদের কাছ থেকে আরও বেশি বেশি পরিমাণ কর আদায় করতে পারে, তাহলে প্রত্যেক করদাতার উপর থেকে করের বোঝা হ্রাস করার মতো জায়গায় পৌঁছানো যাবে। নগদের চলন কমানো মানে এই নয় যে তার ফলে অপরাধ এবং সন্ত্রাবাদী কার্যকলাপ নির্মূল হয়ে যাবে। তবে এই পদক্ষেপ তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কার্যকর হাতিয়ার হবে। রাষ্ট্র আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে মজুত নগদ টাকা নিজে থেকে উবে যাবে না; যতক্ষণ না সরকার কাগজি মুদ্রার বিপুলায়তন কমাতে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব

পাঁচশো এবং হাজার টাকার মতো বড়ো নোট বাতিল করে বিমুদ্রীকরণের যে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নিয়েছিলেন তার জন্য একাধারে সাহস এবং স্ট্যামিনা থাকা দরকার। সিদ্ধান্ত রূপায়ণের পর্ব ছিল যন্ত্রণাদায়ক। সাময়িক সমালোচনা এবং অসুবিধার মুখে ঠেলে দিয়েছিল তা। বাজার থেকে বাতিল নোট তুলে নিয়ে পরিবর্তে নতুন নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ার সময়পর্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভাঁটা পড়ে। এর স্বল্পস্থায়ী প্রভাব অবশ্যই অর্থনীতির উপর পড়েছে। বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত ছিল চরম গোপনীয়তা রক্ষা এবং যথেষ্ট নতুন কাগজি মুদ্রা ছাপানো; নতুন নোট ব্যাংক ডাকঘর, ব্যাংক মিত্র, এটিএম-এর মাধ্যমে বিলিবণ্টন ইত্যাদি বিষয়ও।

ঘটনা হল, পাঁচশো-হাজারের নোটের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংকের ঘরে জমা পড়েছে, তার একটা বেশ বড়ো অংশই কিন্তু বৈধ নগদ হিসাবে ফিরে আসবে না। ব্যাংকে জমা করা হয়েছে—শুধুমাত্র এই কারণেই কালো টাকা রঙ বদলে সাদা হয়ে যেতে পারে না। বিপরীতে বরং গোপনীয়তার পর্দা সরে গিয়ে এই কালো টাকা প্রকাশ্যে এসেছে। এবার মালিক সমেত তা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। রাজস্ব বিভাগকে তার ফলে এবার এই অর্থের উপর কর বসাতে অনুমোদন দেওয়া হবে। যাই হোক, আয়কর আইনে যে সংশোধনী আনা হয়েছে তাতে, উল্লেখিত এই টাকা, তা স্বেচ্ছায় ঘোষিত হোক বা মালিকের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তা চিহ্নিত করা হোক, কোনও বৈষম্য না করে সে বিষয়ে জবাবদিহি চাওয়ার, চড়া হারে কর আরোপ তথ্য জরিমানা ধার্য করার সংস্থান রয়েছে।

আজকের পরিস্থিতি

অসুবিধা এবং দুর্দশার সেই পর্বটা আমরা ইতোমধ্যেই পেরিয়ে এসেছি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নতুন করে গতি পেয়েছে। ব্যাংকগুলির হাতে বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খাতে ঋণ দেওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে অনেক বেশি অর্থের জোগান রয়েছে। এই টাকা ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত থাকাকালীন তার উপর ব্যাংকগুলিকে যেহেতু কম হারে সুদ দিতে হচ্ছে তাই বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার কমানোর বিষয়ে নিশ্চয়তা থাকছে। দু'টি জিনিসই ইতোমধ্যেই ঘটেছে। লক্ষ কোটি টাকা, যা এত দিন বাজারে হারিয়ে যাওয়া মুদ্রা হিসেবে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তা এখন ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় ঢুকেছে। এভাবে না শুধু এই টাকা অর্থনীতির মূলস্রোতে ঢুকেছে, উপরন্তু তার মালিক এবার ধার্য কর মিটিয়ে দিলেই সেই টাকা আরও কার্যকর উপায়ে কাজে খাটাতে অনুমতি মিলবে। ব্যাংকিং লেনদেনের আয়তন বৃদ্ধির এবং সেই সূত্রে অর্থনীতির আয়তন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা থাকছে। মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদে বাড়বে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং তা হবে পরিচ্ছন্ন। টাকা যখন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঢুকবে এবং তার অফিসিয়াল লেনদেন হবে, তখন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ে ক্ষেত্রেই উচ্চ হারে করারোপের যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি উভয়েকেই সুফল পাওয়ার জন্য অবস্থান নিতে হবে। অর্থনীতিও সীমিত নগদ এবং ব্যাপক আকারে ডিজিট্যাল লেনদেন-এর উপর ভর করে এগোবে।❑

(লেখক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।)

নগদ থেকে সীমিত নগদের অর্থনীতি

*সরকার বরাবরই যুক্তি দেখিয়ে এসেছে যে বিমুদ্রীকরণের মূল লক্ষ্য হল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। গণতন্ত্রে দুর্নীতির প্রধান উৎস হল রাজনৈতিক দলগুলিতে অর্থের জোগান। বাস্তবে উচ্চস্তরের দুর্নীতিতে নগদ থাকে না। সুতরাং, প্রথমে রাজনৈতিক দলগুলিতে অর্থ জোগানের বিষয়টিতে স্বচ্ছতা না এনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনও নীতিই সফল হতে পারে না। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা থেকে পরিবহণ ও অন্যান্য পরিকাঠামো বিকাশ করা পর্যন্ত, সরকারকে উপরোক্ত ত্রুটি দূর করতে অনেকটাই সময় ব্যয় করতে হবে এবং উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করতে হবে। ভারত রাতারাতি নগদবিহীন হয়ে যাবে না; সরকারকে ভাবতে হবে জনসাধারণের সমস্যাগুলির কথা এবং তা সমাধানের উপায়। লিখেছেন—***প্রভাকর সাহু** *এবং* **অমোঘ অরোরা**

গত ২০১৬-র ৮ নভেম্বর পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিল ঘোষণার মাধ্যমে সরকার বিমুদ্রীকরণ (demonitisation) করে। দেশে চালু থাকা মোট মুদ্রা (নোট এবং কয়েন)-এর পঁচাশি শতাংশেরও বেশি ছিল এই দুই অংকমূল্যের নোটে। বিমুদ্রীকরণের ফলে উদ্ভূত নগদের হঠাৎ ঘাটতি সরকারকে বাধ্য করে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট এবং ট্রান্সফারে জোর দিতে। যদিও ঘোষণা করার সময় এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অর্থের জোগান বন্ধ করা এবং কালো টাকা উদ্ধার। বাস্তবের প্রয়োজনেই উদ্দেশ্যটা বদলে যায় নগদবিহীন অর্থনীতির দিকে উদ্বর্তন। ২৭ নভেম্বর ২০১৬-তে প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'মন কি বাত' নামাঙ্কিত জাতির প্রতি বার্তায় ঘোষণা করেন, "আমাদের স্বপ্ন হল সমাজ নগদবিহীন হবে। এটা ঠিক যে একশো শতাংশ নগদবিহীন সমাজ কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা একটা সীমিত-নগদের সমাজের লক্ষ্য নিয়ে শুরু করতে পারি। আর তা হলে নগদবিহীন সমাজের গন্তব্যটা খুব বেশি দূর হবে না।"

যদিও বিমুদ্রীকরণের ঘোষিত উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু সরকার নগদবিহীন সমাজের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করার বীজ বপণের কাজটা আগে থেকেই করে আসছিল। প্রথমত, ২০১৪ সালে 'জনধন যোজনা' চালু করা হয়। যাতে এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় বাইশ লক্ষ খাতা খোলা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকে। দ্বিতীয়ত, ফেব্রুয়ারি ২০১৬-তে ভারত সরকার কার্ডের মাধ্যমে এবং ডিজিট্যাল পেমেন্টের নির্দেশিকায় সম্মতি দিয়েছে। নগদভিত্তিক অসংগঠিত ব্যবস্থা থেকে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংগঠিত মূল্যপ্রদান ব্যবস্থা (Formal Payment System)-য় উত্তরণের ফলে দেশের মূলপ্রদান এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় (Payment and Settlement System) প্রভূত উন্নতি হবে। কালো টাকা কমানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হল দেশের অর্থনীতিকে মূলত নগদভিত্তিক মূল্যপ্রদান ব্যবস্থা থেকে মূলত ইলেকট্রনিক মূল্য প্রদান ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া। যার জন্য জরুরি হল ব্যাংকিং পরিষেবায় সর্বজনীন অংশগ্রহণ।

একটি নগদহীন অর্থনীতিতে মূল্যপ্রদান ব্যবস্থা (Payment System) নির্ভর করে নগদের বদলে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এবং অনলাইন বেচাকেনার ওপর। নগদবিহীন অর্থনীতির ধারণাটা একটা বিপ্লবের সূচক—রিজার্ভ ব্যাংকের বা ভারত সরকারের আদেশ-নির্ভর বা প্রত্যায়িত মুদ্রা (Fiat Money) থেকে ডিজিট্যাল মুদ্রায় উত্তরণ—যে নীতিটি গ্রহণ করা হয় কালো টাকা কমাতে এবং মূল্যপ্রদান ব্যবস্থার এবং মুদ্রার সংবহণে স্বচ্ছতা বাড়াতে। এক্ষেত্রে সমস্ত বেচাকেনাতেই মূল্যপ্রদান করা হয় কার্ড বা ডিজিট্যাল মাধ্যমের সাহায্যে—তা কোনও বিল পেমেন্ট করার জন্যই হোক, বা সবজি-ফল কেনার জন্যই হোক, বা বাস-ট্যাক্সির ভাড়া দেওয়ার জন্যই হোক। পকেটে থাকা সাবেক মানিব্যাগে যেমন কারেন্সি নোটের উপস্থিতি থাকে, ই-ওয়ালেটের ক্ষেত্রে তা হয় না। ই-ওয়ালেটগুলি অর্থমূল্য প্রদানকারীর এবং প্রাপকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে অর্থমূল্য প্রদান করলে তা প্রদানকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি কেটে যায়। ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং সদ্য চালু হওয়া ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস্ (UPI) হল আরও দু'টি প্রযুক্তি যা নগদহীন হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তবে ই-ওয়ালেটের ব্যবহারই সব থেকে বেশি প্রচলিত। এমনকি এরকম মতামতও শোনা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডেরও প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কারণ সমস্ত বেচা-কেনাই করা যাবে একটি স্মার্টফোনের সাহায্যে। আর একটি মোবাইল ফোন সংকেত (Code) যথেষ্ট হবে এটিএম থেকে নগদ তোলার জন্য।

নগদবিহীন অর্থনীতির সুবিধা

ভারতের অর্থনীতি পৃথিবীতে সব থেকে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলা অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি; কিন্তু কালো টাকা, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, বেআইনি সম্পদ ইত্যাদি দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। দুর্নীতি ও কালো টাকার ফাঁস আলগা করার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি (যথা, অডিট করানো,

প্রয়োগকারী সংস্থানাদি বা Enforcement agencies) বরাবরই ছিল, কিন্তু নগদহীন বেচাকেনা ভিত্তিক অর্থনীতির ধারণাটা আরও বেশি আকর্ষক কারণ সেক্ষেত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক লেনদেনই সংগঠিত আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে হবে এবং সেই জন্যই সেগুলিকে সরকারি প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি যদি প্রয়োজন পড়ে ধরে ফেলতে পারবে। এযাবৎকালে অন্তত একবারও নগদহীন লেনদেন ব্যবস্থা ব্যবহার করে বেচাকেনা করেছে এমন ভারতবাসীর সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র দশ থেকে পনেরো শতাংশ, যা ব্রাজিল বা চিনের মতো বড়ো দু'টি দেশে প্রায় চল্লিশ শতাংশ। ভারতবর্ষে ২০১৪ সালের হিসেবে অর্থনীতিতে সংবহিত জনগণের হাতে (এবং ব্যাংকগুলির বাইরে) থাকা মুদ্রার মূল্যমানের সঙ্গে দেশের জিডিপি (GDP)-র অনুপাত ছিল ১১.১ শতাংশ; যা রাশিয়া, মেক্সিকো এবং ব্রাজিলের মত অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় অনেকটাই বেশি। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে নগদবিহীন অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যবস্থার বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। নগদহীন লেনদেন ব্যবস্থার ব্যাপ্তি বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটি সহজ, নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ এবং সস্তার মূল্যপ্রদান ব্যবস্থা তৈরি করলে তার সুদূরপ্রসারী সুফল ফলবে—অন্যান্য আর্থিক পরিষেবায় (যথা, ঋণ এবং বিমা) গরিব ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে থাকা জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়বে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ (Financial Inclusion) প্রচেষ্টার সাথে সাথে। কিন্তু সব থেকে বড়ো সমস্যা হল ব্যাংকগুলির তথ্য-প্রযুক্তি এবং ডিজিট্যাল পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং বৈদ্যুতিন লেনদেন নিরাপদ করা।

সরকার এবং জনসাধারণ উভয়ই নগদবিহীন সমাজ ব্যবস্থায় উপকৃত হয়।

- **লেনদেনের সুবিধা** : একটা সমাজ কতটা নগদবিহীন অর্থনীতির দিকে এগোবে সেটা নির্ভর করে প্রতিটি (নগদহীন) লেনদেন কতটা সহজে করা যায় তার ওপর। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী বাদ দিলে নগদবিহীন অর্থনীতি সকলের জন্য সুবিধাজনক যেমন তা ব্যবসা-বাণিজ্যে লেনদেনের জটিলতা ও খরচ কমায়।
- **কম ঝুঁকি** : নগদ টাকা-পয়সা বহন ও তা ব্যবহার করে লেনদেন করার একটা ঝুঁকি সব সময়েই থাকে, কিন্তু যথোপযুক্ত সাইবার নিরাপত্তা (Cyber Security) থাকলে অনলাইন মূল্যপ্রদান প্রায় পুরোটাই ঝুঁকিমুক্ত।
- **নগদ টাকা ছাপানোর খরচ কম** : রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI), ২০১৫ সালে কারেন্সি নোট ছাপানোর জন্য দুশো সত্তর কোটি টাকা খরচ করেছিল। এর কারণ হল অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক লেনদেনও বাড়ে এবং একটি নগদভিত্তিক অর্থনীতিতে সেই সঙ্গে নতুন টাকার (কারেন্সি নোটের) সরবরাহ বাড়াতে হয়। এছাড়া ছিঁড়ে যাওয়া এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া টাকা বদলানো তো আছেই। আমাদের অর্থনীতি যত নগদবিহীন সমাজের দিকে এগোবে ততই নোট ছাপানোর খরচ কমবে।
- **অপরাধের হার কম** : অধিকাংশ সমাজবিরোধী এবং বেআইনি কাজ কারবার (যথা, মাদক পাচার, দেহ ব্যবসা, সন্ত্রাসে আর্থিক মদত দান, টাকা তছরূপ করা বা Money Laundering) কেবলমাত্র নগদ টাকাতেই সম্ভব। নগদবিহীন অর্থনীতির ফলে এই কাজকারবার চালানো অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়বে।
- **ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধা** : জনসাধারণের একটা বড়ো অংশ নগদবিহীন লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ঘরে নগদ টাকা জমা করে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমবে। এর ফলে ব্যাংকে নগদের পরিমাণ এবং জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে, যা ব্যাংকগুলিকে কিছুটা হলেও বেশি ঋণ দিতে সাহায্য করবে।
- **স্বচ্ছতা ও পর্যবেক্ষণের সুবিধা** : সরকার খুব সহজেই নগদবিহীন লেনদেনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। ফলে করফাঁকি দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে উঠবে এবং রাজস্ব আদায় বাড়বে।

গত দু'মাসে ভারত নগদবিহীন লেনদেনের পথে দ্রুত অনেকটা এগিয়ে গেছে। কার্ড ঘষা যন্ত্র বসানোর হারে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে এই দুই মাসে। এমনকি অনেক ছোটোখাটো দোকানে এবং রাস্তার বিক্রেতাদের কাছেও পৌঁছে গেছে এই যন্ত্র। বৈদ্যুতিন লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে বিশাল অঙ্কে, যার ফলে বেড়েছে মূল্যপ্রদান করার গতি, যা অবশ্যই অর্থনীতির কাছে একটা সুসংবাদ। মোবাইল ওয়ালেটের ব্যবহারও বেড়েছে তীব্র গতিতে এবং এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, এক বিরাট সংখ্যক ভারতবাসী নগদ থেকে সরাসরি মোবাইল ওয়ালেটে চলে যাবে। Mobikwik নামক মোবাইল ওয়ালেট প্রদানকারী একটি সংস্থা দাবি করেছে যে ২০১৭ সালে তারা খুব সহজেই দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (বা প্রায় আটষট্টি হাজার কোটি টাকার) লেনদেন করে ফেলবে, আর এই সংস্থার মোবাইল ওয়ালেট ব্যবহার করে দশ লক্ষেরও বেশি ব্যবসায়ীর কাছে মূল্য প্রদান করা যাবে।

নগদবিহীন অর্থনীতির দিকে অগ্রগতির ফলে হয় তো কালো টাকা কমবে, কারণ স্বচ্ছতার ফলে করফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কমবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে এবং ঋণের সুযোগ বৃদ্ধির আরও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। স্বচ্ছতা এবং রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকারের বরাদ্দও বাড়বে।

কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের পক্ষে নগদবিহীন সমাজের দিকে এগোনোর একটা ক্ষতিকর দিকও আছে, সেটা হল সমাজের দরিদ্রতম মানুষগুলির পক্ষে নগদবিহীন লেনদেন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রকে এবং ব্যাংকিং পরিষেবার আওতার বাইরে থাকা মানুষদের বিমুদ্রীকরণ তীব্রভাবে আঘাত করেছে। সমাজের এই অংশের মানুষগুলির নগদবিহীন লেনদেনে উত্তরণে অনেক বেশি সময় লাগবে। এদের কাছে নগদবিহীন লেনদেন করতে শেখা বেশ কঠিন হলেও তা ধীরে ধীরে দেশকে এক স্বচ্ছতর অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করবে। সম্পূর্ণ নগদবিহীন ব্যবস্থা একটা আজব কল্পনার মতো শোনালেও এটা নিশ্চিত যে নগদের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমবে।

নগদবিহীন সমাজে উত্তরণের জন্য সরকারি পদক্ষেপ

বিমুদ্রীকরণের ঠিক পরেই সরকার নগদবিহীন লেনদেনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির

দিকে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ ও সেগুলি ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাতে নগদের অভাবের সময় জনসাধারণকে ব্যাংক ও এটিএম-এর লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে না হয়।

● **উপভোক্তাদের জন্য লাকি গ্রাহক যোজনা এবং ব্যবসায়ীদের জন্য ডিজি ধন ব্যাপার যোজনা** : নগদবিহীন আর্থিক লেনদেনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬-তে এই যোজনা দু'টি ঘোষণা করে। এই ধরনের উৎসাহ প্রদান প্রকল্পের ফলে ডিজিট্যাল ভারত আন্দোলন অবশ্যই দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদকে দৃঢ় করে তুলবে। কেবলমাত্র রুপে (RuPay) কার্ড, USSD (Unstructured Supplementary Service Data), UPI এবং আধার-সংযোজিত ব্যবস্থার মাধ্যমে করা নগদবিহীন আর্থিক লেনদেনই এই প্রকল্পগুলির আওতায় আসবে।

● **বিত্তীয় সাক্ষরতা অভিযান** : এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে জনসাধারণকে ডিজিট্যাল অর্থনীতি ও নগদবিহীন আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য। এর মূল উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে ডিজিট্যাল পথে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা। ডিজিট্যাল ব্যবস্থা ব্যবহার করে নগদবিহীন অর্থ আদান-প্রদান করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন রেখেছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। এই মন্ত্রক সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আবেদন রেখেছে যে কোনও আর্থিক আদান বা প্রদান যেন নগদে না হয় এবং নগদবিহীন ক্যাম্পাস (দোকান, ক্যান্টিন, বিভিন্ন পরিষেবা) গড়ে তোলা হয়। এর ফলে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারীরা এই কঠিন কাজ করতে উৎসাহিত হয়েছেন। এছাড়াও, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে অসংখ্য মানুষ নাম লিখিয়েছেন তাদের মতামত ও পরামর্শ জানিয়েছেন। এর থেকেও বোঝা যায় জনগণের উৎসাহ কতটা।

● **ভিম (BHIM বা Bharat Interface for Money)** : প্রধানমন্ত্রী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬-তে ভিম নামের ই-ওয়ালেটটি চালু করেন, যার সাহায্যে সহজেই অনলাইন বেচাকেনা করা যায়। এই আধারভিত্তিক মোবাইল পেমেন্ট অ্যাপটি ব্যবহার করে ক্রেতা সরাসরি তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মূল্য চোকাতে পারবেন। গ্রাহকের মোবাইল নাম্বারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মোবাইলের বোতাম টিপে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো যাবে। অ্যাপটি UPI-সংযোজিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গেও যুক্ত করা যাবে, তবে কেবলমাত্র একটি UPI-সংযোজিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টই ভিমের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে। কারও যদি দু'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে দু'টি অ্যাকাউন্ট থেকে UPI-ভিত্তিক লেনদেন করতে গেলে আলাদা আলাদা দু'টি অ্যাপের মাধ্যমে তা করতে হবে।

● **রুপে (RuPay)** : এটি হল ভিসা বা মাস্টার কার্ডের মতো ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের ভারতীয় সংস্করণ। জনধন প্রকল্পের অংশ হিসেবে ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (NPCI) এটি চালু করে। ব্যাংকগুলি প্রত্যেক গ্রাহককে (Account Holder) একটি রুপে কার্ড প্রদান করে যার সাথে এক লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা যোগ করা হয়। রুপে কাজ করে তিনটি পথে : এটিএম, পয়েন্ট অব সেল (PoS) বা কার্ড ঘষা যন্ত্র এবং অনলাইন কেনাকাটা। এটি পৃথিবীর সপ্তম পেমেন্ট গেটওয়ে। যেহেতু (জনধন যোজনার দৌলতে) কোটি কোটি গরিব ভারতবাসীর হাতে রুপে ডেবিট কার্ড আছে, তাই নগদিবহীন অর্থনীতিতে নিম্ন আয়ের মানুষদের সামিল করার জন্য রুপে একটি সার্থক প্রচেষ্টা। অবশ্য রুপে-র প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, তবে বিশ্ব মানের আর্থিক পণ্য হিসেবে পরিণত হতে গেলে তাকে অন্যান্য ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের তুল্যমূল্য মান অর্জন করতে হবে তথা নীতিসমূহের বাস্তবায়ন দরকার।

● **আধার পেমেন্ট অ্যাপ** : এই অ্যাপটি সরকার চালু করে ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬-তে। এটি একজনের আধার কার্ডকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করে। এই অ্যাপটি একটি বায়োমেট্রিক রিডার (যাতে হাতের আঙুলের ছাপ, কর্ণিয়া বা চোখের তারার ছাপ পড়া যায়)-এর সঙ্গেও যুক্ত হবে। গ্রাহক আধার নাম্বার ব্যবহার করে (এবং হাতের ছাপ দিয়ে) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি মূল্য প্রদান করতে পারবেন। এই অ্যাপটির বিশেষত্ব হল যে এটি ব্যবহার করে লেনদেন করার জন্য মোবাইল ফোনের দরকার পড়ে না।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা : সুইডেন

পৃথিবীর পাঁচটি সর্বাধিক নগদবিহীন অর্থনীতির একটি হল সুইডেন। দেশটি ইতোমধ্যেই ডিজিট্যাল পরিকাঠামো ব্যবহার করে মোবাইল বা কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন সহজতর করার জন্য কার্যকর নীতি অবলম্বন করেছে। সুইডেনই প্রথম দেশ যে ২০২০ সালের মধ্যে একশো শতাংশ নগদবিহীন হতে মনস্থির করেছে। এই দেশটি, যেখানে ব্যাংক, বাস, রাস্তার দোকান, এমনকি চার্চেও কার্ডভিত্তিক বা ভার্চুয়াল পেমেন্ট আশা করা হয়; নগদবিহীন সমাজের দৌড়ে একদম প্রথম সারিতে আছে। এ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Riskbank)-এর মতে, ২০১৬ সালে নগদে লেনদেনের মূল্য ছিল সমস্ত লেনদেনের মূল্যের মাত্র দুই শতাংশ, আর ২০২০ সাল নাগাদ এটা আরও কমে দাঁড়াবে ০.৫ শতাংশে। এই দেশের ১৬০০ ব্যাংক শাখার প্রায় ৯০০-টিতে না নগদ থাকে, না নগদ জমা করা যায়। আর অনেকগুলিতে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, আর এটিএম-ই নেই। প্রচলিত সুইডিশ ক্রোনার-এর মূল্য ২০০৯ সালে ১০,৬০০ কোটি থেকে ২০১৬ সালে নেমে এসেছে ৮০০০ কোটিতে।

নগদভিত্তিক অর্থনীতি থেকে নগদবিহীন অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে প্রযুক্তি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Swish (সুইডেনের ছয়টি ব্যাংকের মালিকানাধীন একটি অ্যাপ, যা সুইডেন এবং ডেনমার্কের অনেকগুলি ব্যাংকের সহযোগিতায় তৈরি) সুইডেনে সাংঘাতিক জনপ্রিয়। এই অ্যাপ ব্যবহারকারীরা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি রিয়াল-টাইম (Real Time) লেনদেন করতে পারেন, তা রেস্টুরেন্টেই হোন বা ট্যাক্সিতে বা ফুলের দোকানে। প্রতি মাসে Swish-এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে ১,২০,০০০ করে। শুধু ডিসেম্বর

২০১৪-তেই এই অ্যাপ ব্যবহার করে ১৬৯ কোটি ক্রোনার এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০১৭ সালের শেষে এই অ্যাপটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়াবে তিরিশ লক্ষ।

অবশ্য জনসংখ্যা এবং অন্যান্য ব্যাপারে ভারত ও সুইডেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে সুইডেনের আনুমানিক জনসংখ্যা হল ৯৮.৫ লক্ষ; সাক্ষরতার হার প্রায় একশো শতাংশ। যেখানে ভারতের জনসংখ্যা ১২৮ কোটি, আর সাক্ষরতার হার পঁচাত্তর শতাংশ। ভারতের কেবল নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা সুইডেনের মোট জনসংখ্যার তিরিশ গুণ। সুইডেনের মাথাপিছু আয় সমস্ত দেশের গড় মানের থেকে ৪.৩৫ গুণ বেশি। আর ভারতের মাথাপিছু আয় সমস্ত দেশের গড় মানের মাত্র ১৪ শতাংশ। ভারতবর্ষে জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করে, সুইডেনের জনসংখ্যার ৮৫.৫ শতাংশ শহরে বাস করে। ফলত, ভারতের পক্ষে সুইডেনের পথে এগোনো খুবই কঠিন। তা সত্ত্বেও, ভারত ভিম (BHIM)-এর মতো একটি অ্যাপ চালু করে ফেলেছে, যদিও এর ব্যবহার তেমন ব্যাপক কিছু হারে বাড়েনি এবং জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এই প্রযুক্তির সঙ্গে সড়গড় নয়। সহজে এবং নিরাপদে নগদবিহীন লেনদেন করার ব্যবস্থাটির উন্নতি করতে গেলে রিজার্ভ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির তরফে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

ভারতে সব ধরনের গ্রাহকই বেশি করে রিয়াল টাইম গ্রস সেট্‌লমেন্ট (RTGS) এবং ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (NEFT) ব্যবহার করার ফলে ২০১৩ থেকে ২০১৬-র মধ্যে লেনদেন মূল্য বেড়েছে তিন গুণ, আর মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেন মূল্য বেড়েছে প্রায় সাত গুণ। এটিএম এবং কার্ড-ঘষা যন্ত্রে (PoS) ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে করা লেনদেনের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা পরিষ্কার যে ব্যাংকগুলি নগদবিহীন লেনদেন ব্যবস্থা ব্যবহার করে দ্রুততর এবং দক্ষ মূল্য আদান-প্রদান (নগদ ব্যবহার না করে) ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, আর বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের সরকারি প্রকল্পগুলির চাপ ও (এলপিজি গ্রাহকদের সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভরতুকি জমা করা, MNREGA প্রকল্পের মজুরি দান) বহন করে আসছে। এতদ্‌সত্ত্বেও, ভারতে ইলেকট্রনিক লেনদেন মূল্য পাঁচ শতাংশেরও কম; এদেশে নগদই প্রধান।

নগদবিহীন অর্থনীতির ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

বিমুদ্রীকরণ গোটা অর্থনীতিকে কম নগদ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে, কিন্তু জনসাধারণ এবং সরকারের সামনে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। ডিজিট্যাল পথে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও মতবিরোধ নেই। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া কি তা অর্জন করা যায়? সরকারি ব্যাংকগুলির (স্টেট ব্যাংক গ্রুপ ধরে) কেবল ২০.৮ শতাংশ এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলির ৮.৫ শতাংশ এটিএম গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। গ্রামে-গঞ্জে একটি এটিএম খুঁজে বার করাই দুঃসাধ্য। ই-ওয়ালেট আর মোবাইল পেমেন্ট-এর জন্য দরকার একটি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ; কিন্তু স্মার্টফোন আছে এমন মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম, আর দ্রুত গতির এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ আর তার নাগাল পাওয়াও দুষ্কর। অবারিত (Public) ওয়াই-ফাই হটস্পট এবং মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ করার সুবিধাযুক্ত জায়গার সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। সাইবার নিরাপত্তার ব্যাপারটাও রয়েছে। কী করে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে একটি ছোটো দোকানে বা বিক্রেতার কাছে কার্ডে মূল্য প্রদান করলে তা ঝুঁকিবিহীন এবং কার্ড ব্যবহারকারীর তথ্যগুলি গোপনীয় থাকবে? একটা কার্ড যদি নকল (Clone) করা হয়, কার্ড মালিকের বেশ কয়েক বছরের কষ্টোপার্জিত অর্থ জালিয়াতের খপ্পরে চলে যেতে পারে। আশঙ্কাজনকভাবে তিরিশ লক্ষেরও বেশি ডেবিট কার্ড এটিএম-এ তাদের গোপনীয়তা হারিয়েছে এবং গ্রাহকদের পিন পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে। এর এক মাস পরে, বিমুদ্রীকরণের ফলে যখন কার্ডভিত্তিক লেনদেন হঠাৎ করে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়, পরিকাঠামো (Network)-র ওপর ক্ষমতাতিরিক্ত চাপ পড়ে। ফলে কার্ড-ঘষা যন্ত্রগুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, আর ক্রেতাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়।

সরকার বরাবরই যুক্তি দেখিয়ে এসেছে যে বিমুদ্রীকরণের মূল লক্ষ্য হল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। গণতন্ত্রে দুর্নীতির প্রধান উৎস হল রাজনৈতিক দলগুলিতে অর্থের জোগান। বাস্তবে উচ্চস্তরের দুর্নীতিতে নগদ থাকে না। সুতরাং, প্রথমে রাজনৈতিক দলগুলিতে অর্থ জোগানের বিষয়টিতে স্বচ্ছতা না এনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনও নীতিই সফল হতে পারে না। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা থেকে পরিবহণ ও অন্যান্য পরিকাঠামো বিকাশ করা পর্যন্ত, সরকারকে উপরোক্ত ত্রুটি দূর করতে অনেকটাই সময় ব্যয় করতে হবে এবং উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করতে হবে। ভারত রাতারাতি নগদবিহীন হয়ে যাবে না; সরকারকে ভাবতে হবে জনসাধারণের সমস্যাগুলির কথা এবং তা সমাধানের উপায়।

উপসংহার

একশো শতাংশ নগদবিহীন সমাজ কখনোই অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে কম-নগদের সমাজ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে প্রায় নগদবিহীন সমাজের দিকে এগোনো যেতেই পারে। তবে তা রাতারাতি সম্ভব নয়, একান্তভাবেই ছোটো ছোটো পদক্ষেপের মাধ্যমে যেতে হবে। ছোটো ছোটো লেনদেনগুলির জন্য নগদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যদিও এই লেনদেনগুলিকেও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে টেনে আনা যায়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন অ্যাপ তৈরি করা যায়, যাতে সব থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কেনাকাটার জন্যও ক্রেতার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি মূল্য প্রদানের সংস্থান করা যায়। এছাড়া, নগদের ব্যবহার কমলে লোকে ঘরে নগদ মজুত রাখাও কমাবে (ব্যাংক রাখবে), যার ফলে নগদজনিত সুদের (নগদে সুদ নেই) ক্ষতি কমবে। আর্থিক লেনদেন ডিজিটাইজ করে ফেলতে পারলে

বৃহৎ সমান্তরাল অর্থনীতির রমরমাও কমবে। এর ফলে ব্যবসার খাতাপত্র রাখাটা সহজতর হবে, নগদ বহন করার ঝুঁকি (চুরি, রাহাজানি) অনেকটাই কমাবে। জাল নোট ও তার ব্যবহার কমবে, আর্থিক তছরূপ (Money Laundering)-ও কমবে। ডিজিট্যাল পথে গেলে আর্থিক লেনদেনগুলি যেমন সরকারের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, এর ফলে খরচও কিছুটা বাড়বে। বিশাল বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত পরিকাঠামোর, যা স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও প্রায় নেই বললেই চলে। কম নগদের অর্থনীতির দিকে অগ্রগতি নির্ভর করবে কত কার্যকরীভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলির—যথা, সাইবার নিরাপত্তা, অনলাইন জালিয়াতি, সংগঠিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সচেতনতা প্রচার, যথোপযুক্ত গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা—মোকাবিলা করা হয়, তার উপর।❑

(লেখক শ্রী সাহু দিল্লিস্থিত 'Institute of Economic Growth (IEG)-এর অধ্যাপক। ইমেল : pravakarfirst@gmail.com
শ্রী অরোরা একই প্রতিষ্ঠানের গবেষক। ইমেল : amogh.aroraon@yahoo.com)

JUST LAUNCHED

COLLECT YOUR COPY FROM OUR SALES COUNTER

or

Place your order through the online portal of BHARATKOSH

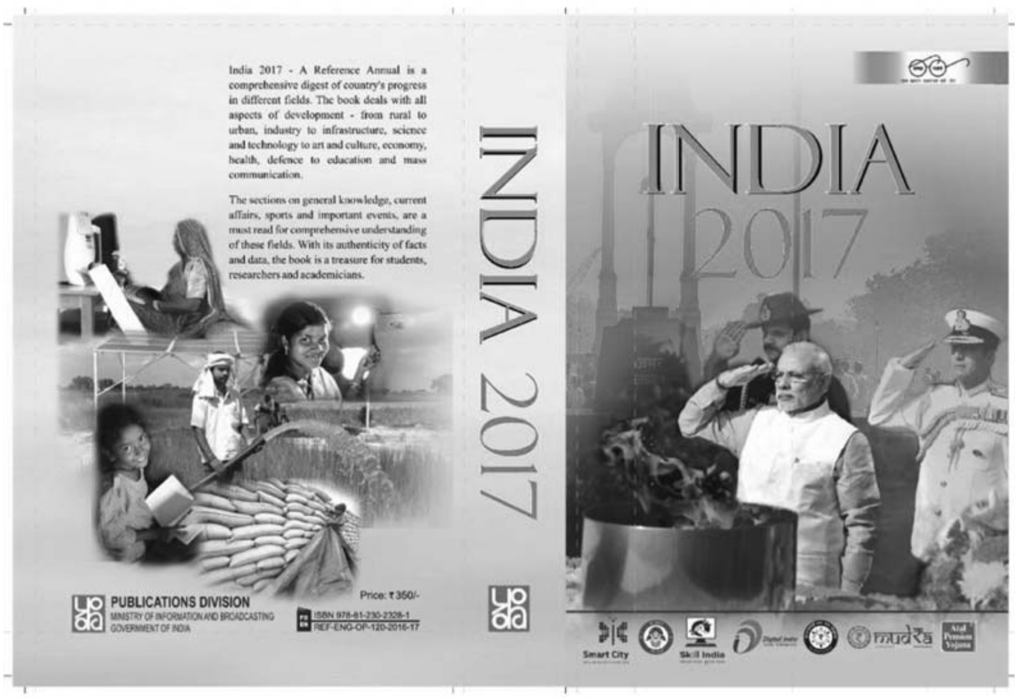

FOR TRADE ENQUIRIES PLEASE CONTACT

Business Manager, I/c
Sales Emporium, Publications Division,
8, Esplanade East, Kolkata-700069
Phone: (033)22488030, 22482576
kolkatase.dpd@gmail.com

বিশ্ব বইমেলা, ২০১৭-এ প্রকাশন বিভাগ

বিশ্ব বইমেলা, ২০১৭-এ প্রকাশন বিভাগের স্টল।

বিশ্ব বইমেল, ২০১৭-এ প্রকাশন বিভাগের স্টলে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী অজয় মিত্তাল এবং প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক সাধনা রাউত।

প্রকাশন বিভাগ প্রতি বছরের মতো চলতি ২০১৭-র বিশ্ব বইমেলায়ও সাড়ম্বর অংশগ্রহণ করে। নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে গত ৭ থেকে ১৫ জানুয়ারি এই মেলার আসর বসে। শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ঐতিহ্য বিষয়ক বইয়ের প্রকাশনার দুনিয়ায় এক অগ্রণী নাম হিসাবে প্রকাশনা বিভাগ মেলায় আগত দর্শকদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পায়। আমাদের সদ্য প্রকাশিত 'Courts of India : Past to Present' এবং সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত "রাষ্ট্রপতি ভবন" সিরিজের বইগুলি ক্রেতাদের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করে। মেলায় আগত দর্শকরা বিভাগের ই-কিয়স্কে বিপুল ভিড় জমান, প্রকাশিন বিভাগের ই-বুক সম্ভার বিষয়ে জানতে। শিশুদের বই-সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই মেলায় বিভাগ মোট ১৪-টি নতুন বই প্রকাশ করে। মেলা চলাকালীন বইয়ের উপর তিনটি আলোচনাসভারও আয়োজন করা হয়। ভারত সরকারের নগদবিহীন অর্থনীতির ভাবনার শরিক প্রকাশন বিভাগ এবারের মেলায় বিশেষ জোর দেয় কেনাকাটায় ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড এবং "ভারতকোষ" পোর্টাল ব্যবহার করে নগদবিহীন লেনদেনের উপর। মেলায় বিভাগের ২০ শতাংশের মতো বিক্রিবাটা হয় নগদবিহীন লেনদেনের মাধ্যমে।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, ২০১৭-এ প্রকাশন বিভাগ

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, ২০১৭-এ প্রকাশন বিভাগের স্টল।

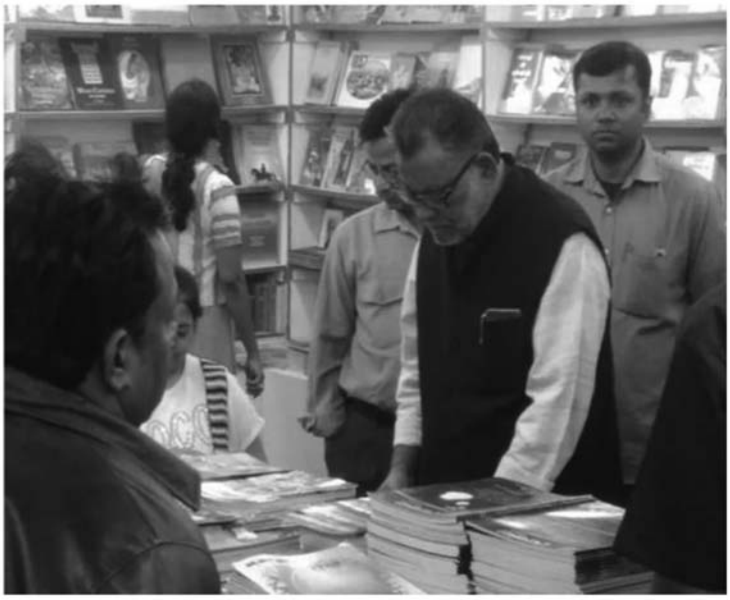

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, ২০১৭-এ প্রকাশন বিভাগের স্টলে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা এবার ৪১ বছরে পা রাখল। প্রকাশন বিভাগ প্রতি বছরের মতো এবারও আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, ২০১৭-এ উপস্থিত ছিল তাদের বইয়ের সম্ভার নিয়ে। মিলন মেলা প্রাঙ্গণে গত ২৬ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি এই মেলার আসরে শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ঐতিহ্য বিষয়ক বইয়ের প্রকাশনার দুনিয়ায় এক অগ্রণী নাম প্রকাশনা বিভাগ আগত দর্শকদের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করে। আমাদের সদ্য প্রকাশিত 'Courts of India : Past to Present' এবং সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত "রাষ্ট্রপতি ভবন" সিরিজের বইগুলি ক্রেতাদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলে। এছাড়াও মেলার মাঠে বহু মানুষ গ্রাহক হন আমাদের বিভিন্ন পত্রিকা ও বিশেষ করে সদ্য প্রকাশিত "INDIA, 2017"-এর, যার জন্য চাকরির পরীক্ষায় বসতে চলেছেন এমন তরুণ-তরুণীরা সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন। ভারত সরকারের নগদবিহীন অর্থনীতির ভাবনার শরিক প্রকাশন বিভাগ এবারের মেলায় ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড এবং "ভারতকোষ" পোর্টাল ব্যবহার করে নগদবিহীন লেনদেনের ব্যবস্থা রেখেছিল। আমাদের ৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতার সেলস্ কাউন্টারেও এখন থেকে এই ব্যবস্থা চালু থাকছে।

সীমিত নগদের অর্থনীতি : সাইবার নিরাপত্তার দিক

কম নগদের অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে বৈদ্যুতিন লেনদেনের হাত ধরে চলতে হবে। আর এখানেই আসে সাইবার নিরাপত্তার ইসুটি। এই সাইবার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কিছু সুলুকসন্ধান মিলবে নতিদীর্ঘ এই নিবন্ধটিতে। মানুষ, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি—এই ত্রয়ীর মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়টির দেখভাল করা হয়। প্রযুক্তির ভূমিকা ততটা নয়, নিরাপত্তার দিকটি বেশিরভাগ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট লোকজনের উপর—সুচিন্তিত অভিমত। লেখক—**ড. বি এম মেহত্রে**

প্রযুক্তিগত উন্নতি বহু সুবিধা করে দিয়েছে আধুনিক সমাজকে। "সব জায়গায় সব সময়" ধারণাটি এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। এর অর্থ, সাইবার দুনিয়ায় যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও সময় একজন তার কাজ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অনলাইন টিকিট কাটা, বিল মেটানো, জিনিস কেনার বরাত-এর মতো কাজকর্ম। এহেন যাবতীয় ব্যবসায়িক লেনদেন যে কোনও স্থানে যে কোনও সময় করা যায়। ভারতে এ ধরনের বৈদ্যুতিন লেনদেনের প্রথম মহড়া হয় ২০০১-এ হায়দরাবাদে। পুরোপুরি বৈদ্যুতিন পরিবেশ ব্যবস্থা গড়ে তুলে বাড়ির জলের বিল মেটানো হয় বৈদ্যুতিন উপায়ে। এই পরিবেশ ব্যবস্থায় সামিল ছিল অন্ধ্র ব্যাংক, হায়দরাবাদ মেট্রোপলিটন ওয়াটার সাপ্লাই, আই ডি আর বি টি এবং কমপিউটার মেনটেন্যান্স কর্পোরেশন লি.। স্টেট বোর্ড (জল পর্ষৎ)-এর অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে অন্ধ্র ব্যাংকের ইসু করা ই-চেকের মাধ্যমে বিল মেটানো হয়। অন্ধ্র ব্যাংকের সহযোগিতায় জল পর্ষৎ বিল দেওয়া ও পেমেন্ট-এর কাজ সেরে নিয়েছিল।

তথ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্যের গোপনীয়তা, সততা ও প্রাপ্যতার সংস্থান করা। এই তিন মাপকাঠিকে নিরাপত্তার লক্ষ বা নিরাপত্তা পরিষেবাও বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য নিরাপত্তা উদ্দেশ্যের মাপকাঠির মধ্যে এছাড়াও আছে প্রামাণিকতা, অনুমোদন, অ্যাকাউন্টিং এবং প্রত্যাখ্যান না করা। চিত্র-১-এ এর ব্যাখ্যা আছে।

সাইবার সিকিউরিটি হল তথ্য নিরাপত্তার লক্ষ সুনিশ্চিত করার এক প্রক্রিয়া, কৌশল বা পদ্ধতি। তথ্য নিরাপত্তা বা সাইবার নিরাপত্তার অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার হয়, যেমন—তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপত্তা, ডিজিটাল নিরাপত্তা, বৈদ্যুতিন নিরাপত্তা, ইনটারনেট।

অনলাইন ব্যাংকিং-এর উদাহরণ দেওয়া যাক। ব্যাংক ও তার গ্রাহকের জন্য গ্রাহক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত বিবরণ (যেমন—নামধাম, ব্যাংক ব্যালান্স) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই তথ্য অন্যান্যদের কাজ থেকে গোপন রাখা দরকার এবং তা জানবে শুধুমাত্র গ্রাহক নিজে ও ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত/অনুমোদিত কর্মী। এই তথ্য ফাঁস (অন্য কেউ জেনে যাওয়া) হওয়াকে নিরাপত্তা ভঙ্গ বলে। অনুরূপভাবে, গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যেকার খবরাখবর সুরক্ষিত থাকা জরুরি। উভয়ের মধ্যে কথা চালাচালির সময় কোনভাবেই তা বিকৃত বা রকমফের হওয়া অনুচিত। একে বলা হয় তথ্য বা খবরের সততা (বা গুণমান)। এই সততা ও গোপনীয়তা অর্জন করার এক পদ্ধতি হচ্ছে এনক্রিপটন, এটা এক ক্রিপটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া যা কিনা গাণিতিকভাবে তথ্য বা খবরকে সংকেতের ভোল দেয়। প্রাপক আবার এই সংকেতের অর্থ ক্রিপটোগ্রাফিকভাবে উদ্ধার করে। "প্রাপ্যতা" পরিষেবা যে কোনও মুহূর্তে ও যে কোনও জায়গায় গ্রাহকের কাছে তথ্যের নাগাল পাওয়া ও তা কাজে লাগানোর সুযোগ এনে দেয়। সুরক্ষিত ব্যবস্থাবলির এটা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সাইবার স্পেস, ইন্টারনেটে কমপিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্রপাতি খুলে কাজ করতে হলে একটা উপায় হচ্ছে এক বৈধ ব্যবহারকারীর নাম (কাস্টমার আইডি) ও এক বৈধ পাসওয়ার্ড বসানো। এটা সাধারণত প্রথম ইস্যু করা হয় নিবন্ধীকরণ বা গ্রাহক হওয়ার জন্য নথিভুক্তির সময়। একবার নথিভুক্ত হলে, কাস্টমার আই ডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তথ্যাদি পাওয়া যায়। ইন্টারনেটে এখন প্রাপ্তব্য অধিকাংশ অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ওয়েব। একটা সুরক্ষিত (এনক্রিপটেড) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ধরনের ব্যবস্থায় লগ ইন করতে হয়। চিত্র-২-এ নকশায় এক সুরক্ষিত লগ ইন সাইট দেখানো হয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে ব্যাংক নামের পাশাপাশি সবুজ রংয়ের লক সাইনটি। এ থেকে বোঝা যায় এক সুরক্ষিত ব্যবস্থায় লগ ইন করা হচ্ছে।

কোনও সিস্টেমে লগ ইনের জন্য দরকার কাস্টমার আইডি ও পাসওয়ার্ড। এই পাসওয়ার্ড যেন এক তালা ও চাবি। এটা গোপন রাখা দরকার। অন্য কেউ যেন তা জানতে না পারে। কেননা কমপিউটার ব্যবস্থায়, ব্যবহারকারীর প্রতিনিধিত্ব করে এই কাস্টমার আইডি এবং পাসওয়ার্ড। যার এগুলি আছে সেই এ সিস্টেমের আসল অধিকারী। সাইবার অপরাধী বা হ্যাকাররা এগুলি হাতিয়ে নেওয়ার

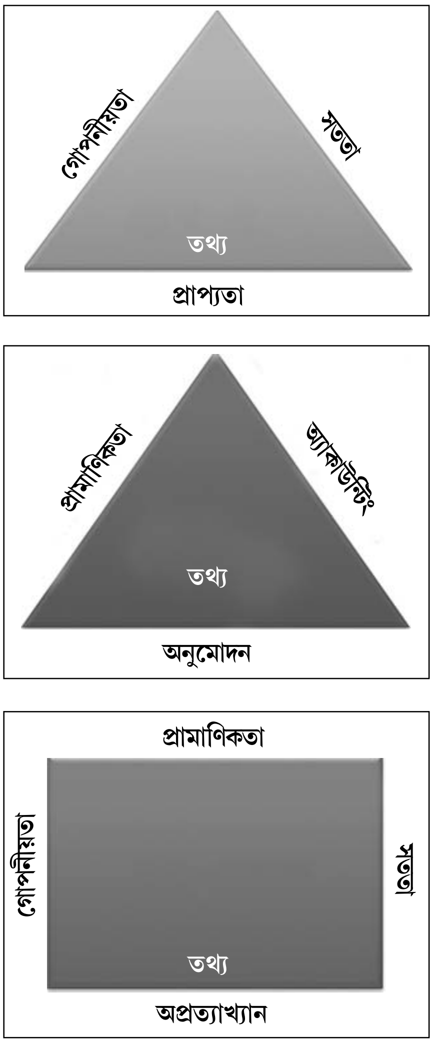

চিত্র ১ : তথ্য বিভিন্নভাবে দেখা

চেষ্টায় থাকে। একটা বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে অসন্দিগ্ধ ব্যবহারকারীর কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা লটারি জেতার (বা এহেন প্রলোভন) খবর দিয়ে ইমেল পাঠানো। এই মেলে একবার সাড়া দিলে, সাইবার দুর্বৃত্তরা পাসওয়ার্ড জানানোর জন্য টোপ ফেলে বা রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফি ইত্যাদি পাঠাতে বলে। এই ধরনের অপচেষ্টাকে বলে ফিশিং। পাসওয়ার্ড হাতানোর জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে আছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্ক্যানিং, সিস্টেমের ফাঁকফোকরের সুযোগ হাসিল করা। এসবকে বলে সাইবার হামলা।

সাইবার হানা রুখতে নেওয়া হয় বেশ কিছু ব্যবস্থা। বড় বড় সংস্থা সাইবার সিকিউরিটি অপারেটিং সেন্টার খোলে। এই

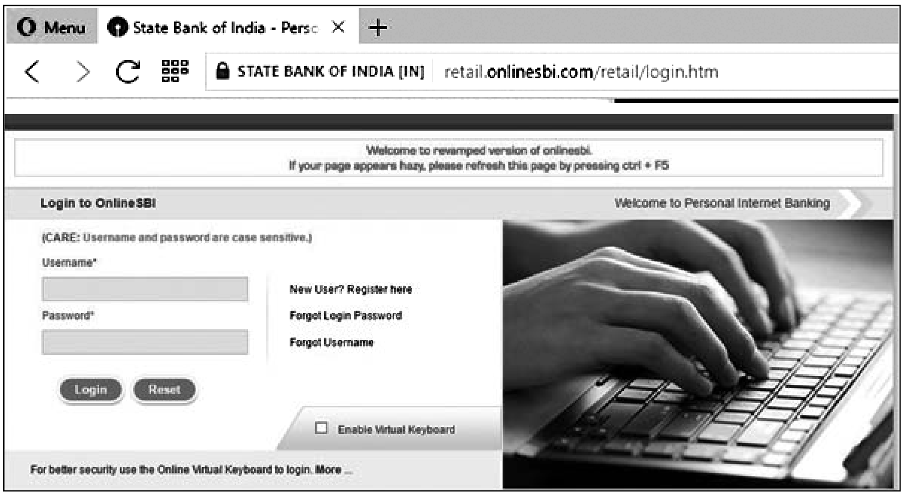

চিত্র ২ : সুরক্ষিত লগ ইন—সবুজ রংয়ের লক প্রতীক

- ***পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য পরামর্শ***

- ৮ থেকে ১০ বা তার বেশি ক্যারাকটার থাকতে, বর্ণ ও সংখ্যার মিশেল থাকা বাঞ্ছনীয়
- লোয়ার কেস ও আপার কেস মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিত
- পাসওয়ার্ডে বিশেষ ক্যারাকটার মিশ্রণ (অনুমোদনযোগ্য)
- নিজের পছন্দসই একাধিক ভাষার পাসওয়ার্ড ব্যবহার, যা আঁচ করা কঠিন
- পাসওয়ার্ড ঘনঘন পালটানো
- নামধাম, জন্মতারিখ ইত্যাদি পাসওয়ার্ড হিসেবে
- ব্যবহার না করা কারণ এগুলো সহজে আন্দাজ করা সম্ভব
- অভিধানের শব্দ ব্যবহার না করা
- সলিউশান

- **ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা টিপস (ডেক্সটপ, ল্যাপটপ, ইনটারনেট ব্যবহারকারী)**

- বারবার আপডেট করা
- পাসওয়ার্ড
- অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা
- অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
- টার্ন অফ বা বন্ধ করা
- এনক্রিপ্ট
- ইউ এস বি ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকা
- অনলাইন ব্যাংকিং এর মতো সেনসিটিভ ব্রাউজিং কেবলমাত্র নিজের কমপিউটার থেকে করা
- বারংবার ব্যাক আপ নেওয়া

- **সোস্যাল নেটওয়ার্ক/মিডিয়ায় শেয়ার করার আগে ভাবনাচিন্তা করা**

- সংস্থা/সিস্টেম, নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য নিরাপত্তা টিপস
- শীর্ষ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া এক নিরাপত্তা নীতি থাকা চাই
- প্রত্যেক কর্মী যেন নিরাপত্তা নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে
- নির্দিষ্ট সময় অন্তর কনট্রোল/কাউন্টার লেজার খতিয়ে দেখা
- নিয়মিত সিকিউরিটি প্যাচ লাগানো
- ডেটা সেন্টার ও ডিজাস্টার সাইট পরিবেশে বৈচিত্র্যের পরিকল্পনা
- নিয়মিত সিস্টেম ব্যাকআপ নেওয়া ও ব্যাকআপ পরীক্ষা করা
- বিভিন্ন শিফটে কাজ করা প্রশাসন কর্মীদের জন্য এক যথোপযুক্ত পাসওয়ার্ড নীতি থাকা উচিত

চিত্র ৩ : জোরদার প্রতিরোধ—বহুস্তরীয় সাইবার নিরাপত্তা গঠন-পরিকল্পনা

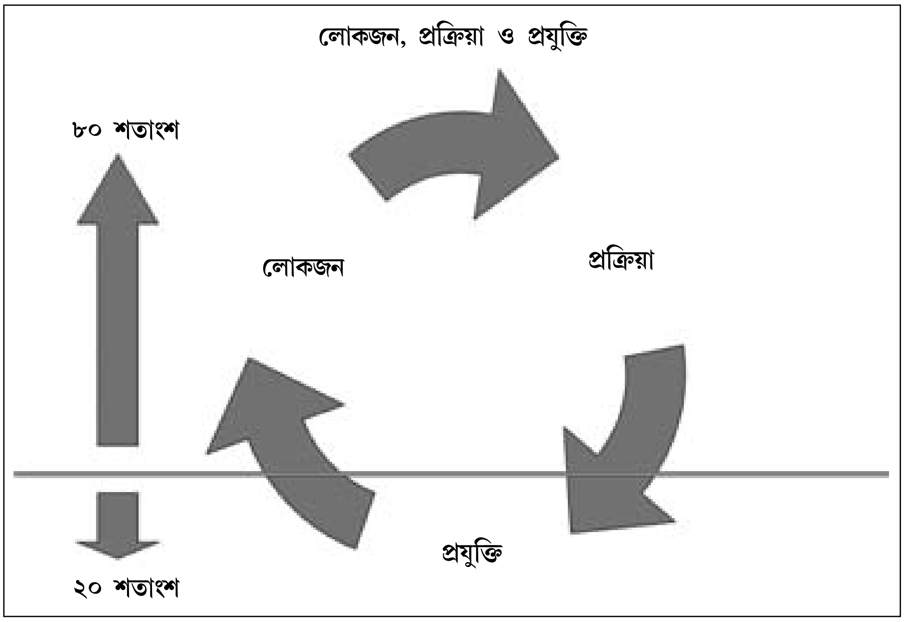

চিত্র ৪ : লোকজন-প্রক্রিয়া-প্রযুক্তি মারফত নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

[সাইবার নিরাপত্তার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পাশাপাশি এর সুবিধা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদির কথা বলা হল। অনলাইন ব্যাংকিং ও এযুগের কম নগদ অর্থনীতির জন্য এটা বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ। সাইবার দুনিয়ায় কর্মজীবনে সফল হতে আমাদের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এটাও এক ক্ষেত্র।]

সেন্টার নিরাপত্তার ঘটনাদির দিকে নজরদারি চালায় এবং হুঁশিয়ারি জানায়। হুঁশিয়ারি পেলে সিস্টেম প্রশাসকরা ব্যাপারটি খতিয়ে দেখে; কেননা এই সতর্কতা সূচক সংকেত অনেক সময় বেঠিক হয়। সাইবার হামলা প্রতিরোধের জন্য সাধারণত বেশ কয়েকটি স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়—ডেটা, অ্যাপলিকেশন, হোস্ট, নেটওয়ার্ক বা পেরিসিটার অ্যাসেট এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার। ৩নং নকশায় এটা দেখানো হয়েছে।

মানুষ, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি এই তিনের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়টির দেখভাল করা হয়। ৪নং নকশায় দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তার দিকটি বেশিরভাগ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট লোকজনের উপর। প্রযুক্তির ভূমিকা ততটা নয়। প্রযুক্তি তার ডিজাইন মোতাবেক কাজ করে যাবে। কিন্তু মানুষের কাজকর্ম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের। এজন্য দরকার উল্লেখযোগ্য কৃষ্টিগত পরিবর্তন এবং প্রক্রিয়া ও রীতিপদ্ধতি মেনে চলা। এটা নির্ভর করে মানুষের উপর।

সাইবার নিরাপত্তা হচ্ছে এক দক্ষতা নির্ভর প্রযুক্তি এবং প্রোগামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে তৈরি এর পরিকাঠামো, অপারেটিং সিস্টেম, কমপিউটার নেটওয়ার্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনে তাদের উপর নির্ভর করে এর সাফল্য বা বাড়বৃদ্ধি। আগামী দিনে এক্ষেত্রে আমাদের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের সামনে কাজ করার সুযোগ আছে অঢেল। সাইবার নিরাপত্তাকে তারা পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারবেন। বস্তুত, এ সুযোগ থাকছে দুনিয়া জুড়ে, কেননা গোটা জগৎ সাইবার বিশ্বের উপর নির্ভরশীল এবং সাইবার নিরাপত্তার সঙ্গে সবার সম্পর্ক আছে। ❑

তথ্য :
১। এন এন মূর্তি, বি এম মেহত্রে, কে পি আর রাও, জি এস আর রমণ, পি কে বি হরিগোপাল ও কে এস বাবু : টেকনলজিস ফর ই-কমার্স; অ্যান ওভারভিউ, ইনফরমেটিকা ২০০১
২। সাইবার সিকিউরিটি চেক লিস্ট, আইডিআরবিটি ডক্যুমেন্ট জুলাই ২০১৬
https://idrbt.ac.in/assets/publications Best%20Practices/CSCL_Final.pdf

(লেখক রিজার্ভ ব্যাংকের 'Institute for development and Research in Banking Technology'-এর 'Center for Cyber Security'-এর অধ্যাপক। ইমেল : bmmehtre@idrbt.ac.in)

WBCS প্রস্তুতির ১ নম্বর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

1st Executive
WBCS - 2015

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত। এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ।

সৌভিক ঘোষ, Executive (Rank-1), WBCS - 2015

1st CTO
WBCS - 2015

ACADEMIC's hand of co-operation helped me to achieve the ultimate goal.

This long journey was quite difficult without the help of Academic Association which is the pioneer Institution for many WBCS aspirants like me. Their valuable study materials, Mock Interview classes, guidance and hand of Co-operation helped me to overcome the hurdles & to achieve the ultimate goal.

-Moumita Sengupta, CTO (Rank-1), WBCS - 2015

Association helped me immensely in shaping my views

Every exam requires certain orientation that sailed us towards it and for WBCS it is proper strategy and dedication with adequate amount of perseverance. To complete the journey you need to pass through an interview process and this was where I was very much tensed. Academic Association helped me immensely in shaping my views and guide me in the right direction to achieve my goal.

– Suraiya Gaffar, CTO (Rank-1) WBCS-2014

Academic Association helped me immensely

I was completely unaware about the interview process. Academic Association helped me immensely to overcome my ignorance about the interview process. Mock interviews followed by regular analysis assisted me to overcome my short comings.

-Abhishek Basu, WBFS - 2013 (Rank-1)
Executive (Rank-4), WBCS-2014
CO-OPT. Service (Gr.A) WBCS-2015

?
আপনি কি বার বার মেনস দিয়েও ইন্টারভিউয়ে ডাক পাচ্ছেন না?
আপনি কি বার বার ইন্টারভিউ দিয়েও একটি চাকরিও পাচ্ছেন না?
আপনি কি বার বার ইন্টারভিউ দিয়েও A/B গ্রুপে চাকরি পাচ্ছেন না?

এ সকল সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাকে মেনস পরীক্ষাটিকে খুব ভালোভাবে দিতে হবে, তুলে নিতে হবে সর্বোচ্চ নম্বর। কিন্তু ২০১৬ মেনস কম্পালসরিতে যে ধরনের প্রশ্ন এসেছে তাতে খুব ভালো স্কোর তো দূর-অস্তু, ভদ্রস্থ স্কোর করাই দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য সঠিক গেমপ্ল্যান সবার আগে নির্ণয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রশ্ন যতই কঠিন হোক না কেন, কোথাও না কোথাও সেই সব প্রশ্নের যোগসূত্র থাকবেই। সেই যোগসূত্রটিকে খুহজে বার করতে পারলেই করা যাবে বাজিমাত। কিন্তু এটি খুব একটা সহজ কাজ নয়। যারা নোটসের ওপর নির্ভর করে প্রস্তুতি চালায় বা যাদের বুকসেল্ফে কোয়ালিটি বইয়ের অভাব তাদের বছরের পর বছর ব্যর্থতা তাড়া করে বেড়াবে। মেনসে ভালো পারফর্ম করার জন্য ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ক্লাশ করা নিতান্তই জরুরি, দরকার ভালো ভালো বই পড়ার আর প্রয়োজন ভালো বন্ধু বান্ধবদের সহচর্য। সেই সঙ্গে দেওয়া চাই উন্নত গুণমানের প্রচুর মকটেস্ট। বিগত দু বছরের মেনসের প্রশ্নগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের ধরনকে বুঝে নিতে হবে। উন্নতমানের বইকে নিয়ে চালাতে হবে মেনসে আগত প্রশ্নের অনুসন্ধান। এরূপ পন্থায় নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা চালাতে পারলে বোঝা যাবে প্রশ্নগুলি কোথা থেকে আসছে। এই ভঙ্গীতে মেনসকে অবলোকন করতে পারলে প্রস্তুতিটি পাবে অন্য এক মাত্রা, আসবে সাফল্য। এহেন কঠিন এবং শ্রমসাধ্য কাজটির দায়িত্ব অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নিজের কহাধে তুলে নিয়েছে। আমরা প্রতিটি মেনস পরীক্ষার্থীকেই ২০১৭-তে চূড়ান্ত লক্ষ্যপূরণের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

WBCS-2017 মেনস ব্যাচের ক্লাশরুম এবং পোস্টাল কোর্সে ভর্তি চলছে

WBCS - 2017 মেনস্ মকটেস্ট

কোর্সটিতে আছে — ● প্রতিটি বিষয়ের ১০০ নম্বরের ৩০ টি মকটেস্ট ● ৪০-৫০ টি ক্লাস টেস্ট ● সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নোটস্ ● S & T এবং EVS এর নোটস্ ● সামিম স্যারের স্ট্র্যাটেজী ক্লাস

মকটেস্ট শুরু হবে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

ADVANCED MAINS BATCH - 2017

যারা প্রিলি পাশের ব্যাপারে নিশ্চিত, তাদের জন্য শুরু হচ্ছে 'অ্যাডভান্সড় মেনস ব্যাচ'। WBCS-2017তেই আপনার প্রথম পছন্দের চাকরিটি পেতে সত্বর যোগদান করুন আমাদের এই বিশেষ ব্যাচে।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

9038786000
9674478644

Website : www.academicassociation.in ✹ Uluberia-9051392240 ✹ Barasat-9800946498
✹ Berhampur-9474582569 ✹ Birati-9674447451 ✹ Siliguri-9474764635 ✹ Medinipur Town-9474736230

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

নগদহীন গ্রামীণ অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে

ভারতে কালো টাকা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডিজিট্যাল লেনদেন সম্ভবত সবচেয়ে সরাসরি পথ। পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলও নগদবিহীন অর্থনীতির প্রসারে সাহায্য করার কথা। দুনিয়া জুড়ে ইদানীং নগদবিহীন অর্থনীতি নিয়ে নীতিপ্রণেতাদের মধ্যে জোর মাতামাতি। আমাদের দেশে সমস্যা হচ্ছে অর্থনীতির বেশিরভাগ জুড়ে আছে অসংগঠিত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে ডিজিট্যাল লেনদেন নেই বললে চলে। নগদবিহীন অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের দিকে নজর দেওয়া যারপরনাই জরুরি। এক্ষেত্রে এযাবৎ কী করা হয়েছে এবং আরও কী করা দরকার, তার কিছু কথা এই লেখায় পেশ করেছেন—**সমীরা সৌরভ**

নগদহীন অর্থনীতির দিকে এগোনোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে দুনিয়া জুড়ে নীতিপ্রণেতাদের মধ্যে ইদানীং জোর মাতামাতি। তবে কিনা, লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ টাকা এখনও বড়ো জায়গা জুড়ে আছে। আর্থিক আদান-প্রদানের বিবরণ রাখার সুবিধা বিস্তর। এক, এটা সরকারকে উপযুক্ত কর আদায়ে সাহায্য করে। দুই, বেআইনি লেনদেনের হদিশ ও তা আটকাতে কাজে লাগে। তিন, এর দ্বারা ভারতের বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রকে আরও ভালোভাবে বোঝা ও তার মূল্যায়ন করা সম্ভব। সবশেষে, বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে টাকা নয়ছয় রুখতে এর ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নগদ ছাড়া লেনদেনে, প্রায় সব আদান-প্রদান হবে ডিজিট্যাল উপায়ে। এই ব্যবস্থা নগদহীন (ব্যাংক থেকে ব্যাংকে লেনদেন) আদানপ্রদানে 'ক্রেতাকে' উৎসাহ ও প্রণোদনা জোগাবে। এর ফলে বাড়বে আর্থিক স্বচ্ছতা। ভারতে কালো টাকা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে সরাসরি পথ। ডিজিট্যাল লেনদেনে আরও কিছু বড়োসড়ো সুবিধা আছে। তা সরকারি বিলিবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও বেশি দক্ষ করে তোলার এলেম রাখে। ২০০৯ সালে যোজনা আয়োগ হিসেব করেছিল যে গণবণ্টন ব্যবস্থার (পিডিএস) মাত্র ২৭ শতাংশ পৌঁছায় উদ্দীষ্ট কম-আয় গোষ্ঠীর লোকজনের কাছে। নগদবিহীন অর্থনীতির দিকে চলার সবচেয়ে সেরা পথ ডিজিট্যাল লেনদেন। লোকজনের মধ্যে ডিজিট্যাল আদান-প্রদানের অভ্যেস ছড়ানো, আর্থিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং বৈদ্যুতিন অর্থ দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে এই নগদের চলন ছাড়া অর্থনীতিতে উত্তরণ সম্ভব। সরকারের পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলও নগদহীন অর্থনীতির প্রসারে সাহায্য করার কথা। সম্ভাবনার পাশাপাশি নগদবিহীন অর্থনীতির যাত্রাপথে এখনও বেশ কিছু বাধাবিঘ্ন আছে।

ইদানীং, আমাদের দেশ বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় অর্থনীতি হয়ে ওঠার মুখে। ভারত অনেকটা কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি। অর্থনীতির বেশিরভাগ জুড়ে আছে অসংগঠিত ক্ষেত্র। ভারতে লোকজনের ৬৮.৮৪ শতাংশের বাস গ্রামাঞ্চলে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২০ শতাংশ আসে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে এবং এতে রুজিরোজগার হয় ৮০ শতাংশ কর্মীর। দেশে জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৮৭ কোটির মতো গ্রামবাসী মানুষের কাছে এই দশকের বাদবাকি সময়ে নগদহীন লেনদেনের সুযোগ পৌঁছে দেওয়াটা এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। হিসেব করা হচ্ছে ২০২০ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের অর্ধেক হবে গ্রামের লোকজন। ২০১৫-তে গ্রামীণ ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ১২ কোটি। ২০২০-তে তা হবে প্রায় ৩১.৫ কোটি। এখন ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি ১৬ কোটি মানুষ ইন্টারনেট কাজে লাগায়। এরা মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ৩০ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি শহরকে ছাড়িয়ে যাবে।

গ্রামীণ ভারতে ৯৩ শতাংশের বেশি মানুষ কোনও ডিজিট্যাল লেনদেন করেনি। সম্ভাবনা তাই সেখানেই বেশি। সরকার গরিবদের জন্য শূন্য ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট খোলা-সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাভের অংক তেমন না থাকায় ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধির হার কম। ২০০১-এ গ্রামাঞ্চলে এক লক্ষ মানুষ পিছু ব্যাংক শাখার সংখ্যা ছিল ৫.৩। রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে অধুনা তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭.৮ শতাংশ।

পরোক্ষ সুযোগ

ভারতে নগদহীন আদান-প্রদানের বিকাশ হলে তিনটি উল্লেখযোগ্য পরোক্ষ সুযোগ তৈরি হবে। তা হল :

(ক) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়বে।

(খ) আর্থিক লেনদেনের রেকর্ড থাকবে।

(গ) কমবে আর্থিক লেনদেন জনিত খরচ।

শেষের কথাটি যে কোনও অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাটলেও, প্রথম দু'টি বিষয় ভারতের জন্য বিশেষ প্রাসঙ্গিক। গঙ্গোপাধ্যায় (২০০৯) দেখিয়েছেন যে এ দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় পড়ে না। এক লক্ষ মানুষপিছু ভারতে ব্যাংকের সংখ্যা ৭.৮ শতাংশ, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩-এর কম। ভারতে গ্রামের ৪৫ শতাংশ, শহরের ২৮ শতাংশ এবং সব মিলিয়ে ৩৮ শতাংশ মানুষ স্বীকার করে যে একটা বিশেষ ব্যাংক বেছে নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে প্রাপ্যতা ও সুযোগ মেলার অধিকার। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রত্যেকের পক্ষে ব্যাংকের সুযোগ থাকাটা অপরিহার্য হলেও সেটাই যথেষ্ট নয়। ভারতে ৯০ শতাংশের বেশি কর্মী অসংগঠিত ক্ষেত্রের হওয়ার প্রেক্ষিতে একথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাংকে হাজির হয়ে কাজকর্ম মেটানোটা

তাদের কাছে এক বিপুল সুযোগ ব্যয় (দিন মজুরির হিসেবে)।

ভারতে সবচেয়ে বেশি কর্মী নিযুক্ত হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে কাজকারবার চলে মূলত নগদানগদি। নগদবিহীন লেনদেন ব্যবস্থার বিকাশ তাই স্বভাবতই হবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বর্তমান নীতির প্রসারণ। সরকার ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড মারফৎ আদান-প্রদানের ওপর সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য লেভি কমানোর কথা ঘোষণা করেছে। গত বছরখানেক সরকার ই-পেমেন্ট, প্লাস্টিক লেনদেন, নগদহীন পেমেন্টের দিকে জোর দিয়েছে। বস্তুত, এটাই ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ। এখন অবশ্য প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে দেশ, বিশেষত গ্রামাঞ্চল নগদচালিত অর্থনীতির এহেন ঢেলে সাজার জন্য তৈরি কিনা। রিজার্ভ ব্যাংকের ২০১৬-র জুলাই হিসেব মোতাবেক ব্যাংকগুলি ৬৯ কোটি ৭২ লক্ষ ডেবিট কার্ড ও ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করেছে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে এত কোটি কার্ড মানে এই নয় যে তত কোটি মানুষ তা নিয়েছে। শহরের অনেক লোকের কাছে থাকে দু'-তিনটি কার্ড। এই প্রবণতা এখন দেখা যাচ্ছে গ্রামেও। প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্যে কার্ড ব্যবহৃত হয়—এটিএম থেকে টাকা তোলা, অনলাইন পাওনা মেটানো এবং দোকানপাট, তেলের পাম্প ইত্যাদির পয়েন্ট অব সেল-এ দাম চোকাতে। ইন্টারনেটের সুযোগ পায় ভারতের মাত্র ২৬ শতাংশ। ডিজিট্যাল পেমেন্ট পরিষেবা কাজে লাগায় সাকুল্যে ২০ কোটি খানেক মানুষ। গ্রামে আছে মাত্র ১৮ শতাংশ এটিএম। রিজার্ভ ব্যাংকের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে তুলনামূলকভাবে মেয়ে ও গ্রামবাসীর সংখ্যা বেশি এমন রাজ্যগুলিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার কম।

গুগুল ইন্ডিয়া ও বস্টন কনসালটিং গ্রুপের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছর ভারতে প্রায় ৭৫ শতাংশ লেনদেন ছিল নগদে। আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো উন্নত দেশে তা ২৪-২৫ শতাংশ। নোট নাকচের দরুন মোবাইল ও ই-ওয়ালেট সংস্থাগুলির কারবার বেড়েছে চারগুণ। আমাদের দেশে খুচরোখাচরা জিনিস বা পরিষেবার জন্য নগদের চল বেশি এবং পয়েন্ট অব সেলও পর্যাপ্ত নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের এখনও নেই কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। পয়েন্ট অব সেল ও ইন্টারনেটের সুযোগ তাদের কাছে অধরা। অনলাইন পেমেন্টের পদ্ধতি বোঝা ও তা ব্যবহার করার পরিকাঠামোও নেই তেমন একটা। গাঁ-গঞ্জে ডিজিট্যাল লেনদেনের সুযোগ করে দিতে ডিজিট্যাল পরিষেবা ও পয়েন্ট অব সেল টার্মিন্যাল ব্যাপক বাড়ানো দরকার। এ বছর জুলাইয়ে ডেবিট কার্ড ও পয়েন্ট অব সেল মারফৎ সম্পন্ন হয়েছিল ৮৮ কোটি ১০ লক্ষ লেনদেন। এর ৯২ শতাংশ হয় এটিএম থেকে টাকা তুলে। ভারতে তাই দেখা যাচ্ছে যে কার্ড ব্যবহার হচ্ছে প্রধানত টাকা তুলতে।

ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির টার্গেট অপূরণ থাকাটাও এক মস্ত বড়ো বাধা। পয়েন্ট অব সেল ইন্টারনেট মোবাইল সংযোগের মাধ্যমে কাজ করে বলে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মোবাইল ইন্টারনেটের প্রসার জরুরি। কার্ড ব্যবহারের জন্য আগে ব্যাংক টাকা কাটতো যা এখন এক প্রতিবন্ধক হিসেবে ধরা হয়। গ্রামে কম সাক্ষরতা হারের পাশাপাশি ইন্টারনেটের সুযোগের অভাব এমনকি নিয়মিত বিদ্যুৎ জোগানের অনিশ্চয়তা থাকায় মানুষের পক্ষে ডিজিট্যাল লেনদেনে ঝোঁকটা বেশ ঝক্কিঝামেলার।

নগদহীন গ্রামীণ অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ

● **অর্থনীতিতে নগদের রমরমা :** এ দেশে নগদের প্রচলন বড়ো বেশি। বাজারে নগদ টাকা-পয়সার পরিমাণ ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ১৩ শতাংশ।

● **লেনদেনের প্রায় সবটাই নগদে :** ৯৫ শতাংশের মতো কারবার চলে নগদে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের বেশিরভাগ এবং তার কর্মীদের ঝোঁক নগদ টাকায়। তাদের না আছে প্রয়োজনীয় ডিজিট্যাল সাক্ষরতা।

● **অনলাইন লেনদেন সম্পন্ন করা নয়, এটিএম-এর ব্যবহার প্রধানত টাকা তুলতে :** এটিএম কার্ড আছে বহু। এক রুপে কার্ডের সংখ্যাই ২১ কোটি খানেক। কিন্তু ৯২ শতাংশ কার্ড ব্যবহার হয় টাকা তুলতে। শহর ও আধা-শহরে অনেকের হাতে থাকে দু'-তিনটি কার্ড। এ থেকে স্পষ্ট যে গ্রামের দিকে মানুষের কাছে এই কার্ড আছে তুলনায় ঢের কম।

● **পয়েন্ট অব সেল টার্মিনাল প্রয়োজনের তুলনায় কম :** রিজার্ভ ব্যাংকের হিসেব মাফিক ২০১৬-র জুলাইয়ে টার্মিনালের সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার। এর অধিকাংশ আবার শহর ও আধা-শহরাঞ্চলে।

● **গ্রামে ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা :** লেনদেন ডিজিট্যাল উপায়ে নিষ্পত্তি করতে চাই ইন্টারনেট সংযোগ। ভারতের গ্রামে কিন্তু এর নিদারুণ খামতি। এছাড়া, গরিব ও গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার কম থাকায় প্লাস্টিক টাকার চল বাড়ানো দস্তুরমতো কঠিন।

বেসরকারি ব্যাংকগুলি গ্রামাঞ্চলে তাদের কাজকর্ম ক্রমশ বাড়াচ্ছে। তারা নতুন শাখার ৫০-৬০ শতাংশ খুলছে এখন গ্রামে। গত ৫ বছর ধরে আইসিআইসিআই, অ্যাক্সিস, এইচডিএফসি ও ইয়েস ব্যাংক-এর মতো অগ্রণী বেসরকারি ব্যাংক তাদের শাখা বাড়াচ্ছে ব্যাংকবিহীন ও কম ব্যাংক থাকা এলাকায়। রিজার্ভ ব্যাংক ২০১৩ থেকে ২০১৬—এই তিন বছর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ব্যাংকহীন গ্রামীণ কেন্দ্রে শাখা খুলতে নির্দেশ দিয়েছে ব্যাংকগুলিকে। নতুন শাখার নিদেনপক্ষে ২৫ শতাংশ এসব জায়গার জন্য বরাদ্দ করতে হবে। কোনও বছরে ২৫ শতাংশের বেশি হলে পরের বছরে তার জন্য মিলবে ক্রেডিট।

বড়ো বড়ো শহরের চেয়ে গ্রাম ও আধা-শহরে বাজার বাড়ছে দ্রুতগতিতে। এর ফলে, ইদানীং এসব এলাকায় বাড়ছে ব্যাংকের শাখা। এসব শাখায় যাবতীয় ধরনের পরিষেবা দেওয়ার দিকটি গুরুত্ব পাচ্ছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রযুক্তি এক বড়ো হাতিয়ার। এসবের মধ্যে পড়ে ব্রাঞ্চ অন হুইলস, মোবাইল-ভ্যানভিত্তিক শাখা। প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাংকবিহীন একগোছা গ্রামে ব্যংকিং পরিষেবার জোগান দেওয়া এর লক্ষ্য। গ্রামীণ শাখার পক্ষে অবশ্য এক বড়ো সমস্যা হচ্ছে তেমন একটা ব্যবসা জমে না ওঠা। ফলে খরচ পোষাণোর মতো জায়গায় পৌঁছতেও সময় লাগে অনেকটা। গ্রামে একটা শাখা চালাতে

খরচ পড়ে মাসে ৪ লক্ষ টাকার মতো। প্রথম শ্রেণির শহরে এই ব্যয় ৯ লক্ষ টাকা। গ্রামে শাখা বিস্তারে পিছিয়ে নেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও। ২০১৪-'১৫-এ অর্থ বছর ভারতীয় স্টেট ব্যাংক নতুন শাখা খোলে ১০৫৩-টি। এর ৫৭ শতাংশ গ্রাম ও আধা-শহরে। নতুন শাখার ২৫ শতাংশ গ্রামে খোলার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ ইস্তক, ব্যাংকগুলি এ ব্যাপারে খুব তৎপর হয়েছে।

সম্ভাবনা

১৩০ কোটি লোকের দেশে আচমকা ৮৬ শতাংশ মূল্যের নোট বাতিল হলে রোজকার জীবনে স্বল্পমেয়াদে কিছু ছন্দপতন হতে বাধ্য। বিশেষত ভারতের মতো দেশে, যেখানে অর্থনৈতিক কাজকর্মের বেশিরভাগটা হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে চেক-এ পেমেন্ট, কোটিতে গুটিক না হলেও খুবই গৌণ। ফলে করফাঁকি চলে রমরমিয়ে। শুধু কি তাই, অর্থনীতির সত্যিকারের হালহকিকতের সুলুকসন্ধানও দুরুহ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষি আয়ে কর দিতে হয় না। অধিকাংশ চাষির কাছে এখন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আছে। এই কার্ড চালু হয় ১৯৯৮-এ এবং নো-ফ্রিল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা বেড়েছে বর্তমান সরকারের জমানায়। কৃষি-অর্থনীতি কিন্তু এখনও ফড়ে ও ব্যবসায়ীদের কব্জায়। এরা একমাত্র নগদ টাকায় চাষিকে ফসলের দাম মেটায়। সেই ফসল চড়া দামে বাজারে বেচে লাভের কড়ি গোঁজে নিজের ট্যাঁকে। দেয় না কোনও কর।

জনধন-আধার-মোবাইল-ডিজিট্যাল লেনদেন কৃষ্টি উৎসাহিত করতে পারে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও এসব পৌঁছে যাচ্ছে। আধারের সূচনা ২০০৯ সালে। সাত বছরের মধ্যে ১০০ কোটির বেশি মানুষ, অর্থাৎ জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ এই কার্ড হাতে পেয়েছে। সরকারের সরাসরি উপকার হস্তান্তর (ডিবিটি) কর্মসূচিতে বহুসংখ্যক হস্তান্তর হচ্ছে জনধন-আধার-মোবাইল মারফৎ। এটা ডিজিট্যাল লেনদেন সম্পর্কে মানুষকে

সারণি-১
গ্রামে ব্যাংকের সংখ্যা বাড়ছে

	আইসিআইসিআই	এইচডিএফসি	অ্যাক্সিস
মোট শাখা	৩৭৫৩	৩০৬২	২৪০২
ব্যাংকবিহীন এলাকায়	৪৪৮	৩১৮	৪৩৮
শাখার শতাংশ	১১.৯	১০.৪	১৮.২
অর্থবছর ২০১৪-'১৫-এ মোট শাখা	৬৫৩	৩৪১	৪৫৫
অর্থবছর ২০১৪-'১৫-তে ব্যাংকহীন এলাকায় খোলা শাখা	৩১৭	২৩০	২৯৮
মোট শাখার শতাংশ	৪৮.৫	৬৭.৪	৬৫.৫
গ্রামীণ শাখার সংখ্যা	৮৪১	৬৭৪	৫৭৬
ব্যাংক না থাকা এলাকায় শতাংশ	৫৩.৩	৪৭.২	৭৬

সচেতন করতে সাহায্য করবে।

বহু ক্ষেত্রে সরকার ও নাগরিকের মধ্যে যোগাযোগ হয়। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হবে কিছু লেনদেনে পেমেন্ট আবশ্যিকভাবে নগদহীন করা। এবং কিছু পরিষেবায় একটা নির্দিষ্ট অংক ছাড়িয়ে গেলে দাম নগদে মেটানো চলবে না। এ কাজে হাতও পড়েছে। নজির হিসেবে উল্লেখ করা যায় পাসপোর্টের কথা। পাসপোর্টের জন্য নগদের বদলে অনলাইন পেমেন্ট বা ব্যাংক ড্রাফট মারফৎ প্রাপ্য মেটাতে হবে। আয়কর, বিক্রয় কর বা উৎপাদন শুল্কের মতো বিভিন্ন কর দিতে হবে নগদবিহীনভাবে। এছাড়া অসংগঠিত ক্ষেত্রে (বাড়ির কাজের লোক, ঝাড়ুদার ইত্যাদি) করে রিবেট (ধরা যাক ১ বা ২ শতাংশ) দিলে বেতনবাবদ পেমেন্ট নগদহীন করতে উৎসাহ আসবে। এতে দুটো জিনিস হবে। এক, পরিবারগুলি নগদ ছাড়া লেনদেনে উৎসাহ পাবে। দুই, অসংগঠিত ক্ষেত্রের এক বড়ো অংশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হবে। উপরে উল্লিখিত উৎসাহমূলক ও আবশ্যিক নিদান ছাড়াও, কিছু সরকারি কর্মসূচি ও উদ্যোগ নগদবিহীন লেনদেনের জন্য এক বড়ো মঞ্চ গড়ে দিতে পারে।

নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে, গ্রহণযোগ্যতার অভাব এবং চড়া লেনদেন ব্যয়ের মতো প্রতিবন্ধকের কথা খেয়াল রাখা দরকার। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে এই দুই বাধা দূর করা গেলেও, নগদহীন লেনদেন কিন্তু আপনাআপনি হবে না। নগদবিহীন পেমেন্টের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিকাশের জন্য চাই প্রাপ্যতা, সুযোগ, গ্রহণযোগ্যতা, সাধ্য এবং সচেতনতা।

সরকারকে গ্রামাঞ্চলে মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং নজর দিতে হবে পরিকাঠামো উন্নয়নে। স্কুল, কলেজ, পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ প্রচারাভিযান চালালে নগদহীন/ব্যাংকিং লেনদেন নিয়ে সচেতনতা বাড়বে। আরও বেশি বেশি মানুষকে ডিজিট্যাল মঞ্চে সামিল করার জন্য আর্থিক সাক্ষরতা একমেবাদ্বিতীয়ম্। নগদ দাম মেটানোর পরিবর্তে ডিজিট্যাল বা ব্যাংক মারফত পেমেন্টে উৎসাহ দেওয়া উচিত। সব কল্যাণ কর্মসূচির সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংযুক্তি এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নগদহীন অর্থনীতির জন্য মৌলিক প্রাক্শর্ত হচ্ছে শক্তপোক্ত এক ব্যাংক ভিত্তি। সামনের পথ স্পষ্ট, বৈদ্যুতিন লেনদেনের বিষয়ে সচেতনতা ও তার সুযোগ মেলা বাড়াতে এক মাঝারি মেয়াদি কর্মকৌশলকে জুড়ি করে দেশজোড়া আর্থিক সাক্ষরতা অভিযান। উদ্দিষ্ট আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি আর্থিক দক্ষতা ও ঋণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং গ্রামীণ ভারতে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টধারীদের সংখ্যা বাড়াতে পারে।❑

(লেখক ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশক (পরিকল্পনা ও নীতি)। ইমেল : sameera.saurabh@gmail.com)

বিমুদ্রায়ন : সীমিত নগদের অর্থনীতির দিকে এক কদম

পুরনো বড়ো অঙ্কের নোট সরকার কেন তুলে নিল। আর্থিক লেনদেনে নগদের ব্যবহার কমানো কেন সরকারের উদ্দেশ্য। নগদহীন লেনদেনের প্রসার বাড়াতে সরকারের পদক্ষেপ। এসব নিয়ে কলম ধরেছেন—**ডি. এস. মালিক**

২০১৬-র ৮ নভেম্বর। মাঝরাতে ভারত সরকার দুর্নীতি, কালো টাকা, নীতিহীনভাবে অর্জিত অর্থ বৈধ করা, সন্ত্রাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে শুরু করে এক জোরদার অভিযান। বাতিল হয়ে যায় পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট। জাল ভারতীয় নোট ছেড়ে জঙ্গিদের টাকা জোগানোর উৎস ও গুপ্তচরবৃত্তি; অস্ত্র, মাদক এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিস ভারতে পাচার এবং কালো টাকা রোখাও এর লক্ষ্য। এসব কার্যকলাপ এক সমান্তরাল অর্থনীতির জন্ম দেয়।

নতুন দু' হাজার ও পাঁচশো টাকার নোট ছাড়ার জন্য ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের সুপারিশেও সরকারের সায় মেলে। চেক, ডিমান্ড ড্রাফট, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ও ইলেকট্রনিক ফাণ্ড-এর মতো নগদহীন লেনদেনে কোনও বাধানিষেধ চাপানো হয়নি।

চাষির মুখ চেয়ে রবি শস্য চাষের জন্য বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি কিনতে যথেষ্ট অর্থ জোগানোর দিকে পদক্ষেপ করা হয়। সেভাবেই, মজুরদের রোজ, অন্যান্য খরচপাতি মেটাতে ব্যবসায়ীদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সপ্তাহে টাকা তোলার ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে করা হয় পঞ্চাশ হাজার।

এই সরকার কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল সেই ২০১৪-র মে মাসে। তখন কালো টাকার ব্যাপারে গড়া হয় এক বিশেষ তদন্তকারী দল।

বিদেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমানো টাকা ঘোষণা নিয়ে এক আইন তৈরি হয় ২০১৫-তে। বেনামি লেনদেন রুখতে কড়া বিধি চালু হয় ২০১৬-র আগস্টে। প্রায় সে সময়, ২০১৬-র জুন থেকে সেপ্টেম্বর, কালো টাকা ঘোষণার সুযোগ দিতে আয় ঘোষণা প্রকল্প (আইডিএস) ২০১৬-র সূচনা হয়। এই প্রকল্পে ঘোষণা করা হয় ৬৭ হাজার কোটি টাকার বেশি।

এসব তৎপরতায় ফল মিলেছে বৈকি! ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি কালো টাকা এসেছে প্রকাশ্যে।

সরকার একদিকে কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। সেই সঙ্গে, জোর দিয়েছে ডিজিট্যাল ব্যাংকিং ও ই-পেমেন্ট-এর প্রসারে।

সরকার এক্ষেত্রে "আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়" এ বিশ্বাস রেখে ডিজিট্যাল পেমেন্ট নিজের বেলাতেও চালু করে দেয়। সরকারি খরচ মেটানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ১০ হাজার টাকার বেশি হলে ই-পেমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে। এই সীমা এখন ৫ হাজার টাকায় আনা হয়েছে। এব্যাপারে সর্বশেষ পর্যালোচনাটি হয় সবে গত আগস্টে। কেন্দ্রের সব মন্ত্রক/দপ্তরকে এখন ৫ হাজারের বেশি টাকা ডিজিট্যালি মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক।

বৈদ্যুতিন পেমেন্টের দিকে এগোনোর প্রচেষ্টায় কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর তাদের কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্যের অধিকাংশটাই কর্মচারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দিচ্ছে। ব্যাংকিং প্রযুক্তির অগ্রগতি হওয়ায়, ধরেই নেওয়া যায় যে প্রত্যেক কর্মীর এটিএম বা ডেবিট কার্ড আছে। সরকারি কর্মীদের ব্যক্তিগত লেনদেনে ডেবিট কার্ড ব্যবহার যতটা সম্ভব বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। নগদের বদলে ডিজিট্যাল লেনদেনে অগ্রগতি আনতে সরকারি কর্মীদের "দূত বা অ্যাম্বাসাডর" হিসেবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তা এক বড়সড় ভূমিকা নেবে। সরকারি কর্মচারীদের দেখে এব্যাপারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাবে সাধারণ মানুষও। সরকারি মন্ত্রক ও দপ্তরগুলিকে বলা হয়েছে তাদের কর্মীদের জন্য ডেবিট কার্ডের ব্যবস্থা করতে ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। দরকার হলে এব্যাপারে বিশেষ শিবির খুলে সব কর্মীকে ডেবিট কার্ড পেতে সাহায্য করতে হবে। মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির অধীন কার্যালয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেও অনুরূপ পরামর্শ পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নগদ টাকার চলন কমানোর দিকে গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ডিজিট্যাল লেনদেনের দিকে ক্রমশ বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে। ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের অন্যতম বড়ো উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় অর্থনীতিকে আরও বেশি ডিজিট্যাল লেনদেনমুখী করে তোলা। এক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অধিকাংশ ব্যাংক ডেবিট কার্ডে মিনিমাম ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস (এমডিআর), অর্থাৎ লেনদেন চার্জে ছাড় দিয়েছে ২০১৬-র ডিসেম্বর ইস্তক। ন্যাচারাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (এনইএফটি), মোবাইল ওয়ালেট, প্রিপেড কার্ড, কিউ আর কোড, পে রোল কার্ড, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড এবং ইউনিফায়েড পেমেন্টটস ইন্টারফেস-এর মতো পরিবর্ত ব্যাংকিং চ্যানেল মারফত লেনদেন যথেষ্ট বাড়ানোর জন্য ব্যাংকগুলি এখন গা লাগিয়েছে। শহর তো বটেই, ব্যাংক তাদের মনোযোগ বাড়াচ্ছে আধা শহর এবং গ্রামাঞ্চলেও। নগদের বদলে ই-লেনদেনের সুবিধা মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য

প্রচারাভিযানে নামবে ইন্ডিয়ান ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন। নগদহীন লেনদেনে মানুষকে সড়গড় করতে কার্ড ও অন্যান্য পদ্ধতি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তার ভিডিও দেখানো হবে।

ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে অন্যান্য কিছু ব্যবস্থা; এসবের দরুন সব নাগরিকের জন্য আরও বেশি ডিজিট্যাল লেনদেনের পথ গেছে খুলে। ব্যাংকিং কাজকর্ম আরও সহজ এবং সরকারের অঙ্গীকার করা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য অর্জন করতেও তা সাহায্য করবে।

নগদহীন লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে পয়েন্ট অব সেলস যন্ত্র। এই যন্ত্রের জন্য কোনও সীমা শুল্ক লাগে না। দাম আরও কমিয়ে ডিজিট্যাল পেমেন্টকে উৎসাহ দিতে এই যন্ত্রকে সরকার কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক থেকে রেহাই দিয়েছে। ফলে, এতে অতিরিক্ত সীমা শুল্ক এবং অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্কও বসবে না। এই যন্ত্র দেশে তৈরির জন্য উৎসাহ জোগাতে তার সাজসরঞ্জামকে উৎপাদন শুল্ক, অতিরিক্ত সীমা শুল্ক ও অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্কের আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই রেয়াত মিলবে ২০১৭-র মার্চ অবধি।

সরকার আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে আরও ১০ লক্ষ পয়েন্ট অব সেলস টার্মিনাল বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিজিট্যাল লেনদেনের আবহ বিকাশ এবং নগদহীন লেনদেনে সহায়তা করার পরিকল্পনার এক অঙ্গ হিসেবেই সরকারের এই পদক্ষেপ। এজন্য বিভিন্ন ব্যাংক ইতোমধ্যে ৬ লক্ষ যন্ত্রের বরাত দিয়েছে। আর কয়েক দিনের মধ্যে বরাত দেবে আরও ৪ লক্ষের। কার্ডে লেনদেনের জন্য এখন দেশে আছে প্রায় ১৫ লক্ষ পয়েন্ট অব সেলস টার্মিনাল।

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এবং রাজ্য প্রশাসনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে এক বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯১৯-টি শিবির বসিয়ে খোলা হয়েছে ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার অ্যাকাউন্ট।

৩০ কোটি রুপে ডেবিট কার্ড ছাড়া হয়েছে। জনধন অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য ইস্যু করা কার্ডও আছে এর মধ্যে। ১২ দিনে রুপে কার্ডের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ৩০০ শতাংশ। এই ডেবিট কার্ড ব্যবহার বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দিতে ব্যাংকগুলি ২০১৬-র ৩১ ডিসেম্বর ইস্তক লেনদেন চার্জ মকুব করে দেয়। ন্যাশনাল পেমেন্টস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ইতোমধ্যে রুপে কার্ডের জন্য সুইচিং চার্জ না বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এই দু'টি পদক্ষেপের ফলে ডেবিট কার্ডের চল বাড়বে।

"বৈদ্যুতিন পেমেন্টের দিকে এগোনোর প্রচেষ্টায় কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর তাদের কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্যের অধিকাংশটাই কর্মচারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দিচ্ছে। ব্যাংকিং প্রযুক্তির অগ্রগতি হওয়ায়, ধরেই নেওয়া যায় যে প্রত্যেক কর্মীর এটিএম বা ডেবিট কার্ড আছে। সরকারি কর্মীদের ব্যক্তিগত লেনদেনে ডেবিট কার্ড ব্যবহার যতটা সম্ভব বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। নগদের বদলে ডিজিট্যাল লেনদেনে অগ্রগতি আনতে সরকারি কর্মীদের "দূত বা অ্যাম্বাসাডর" হিসেবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তা এক বড়সড় ভূমিকা নেবে। সরকারি কর্মচারীদের দেখে এব্যাপারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাবে সাধারণ মানুষও।"

ই-ওয়ালেট মারফত লেনদেন বাড়াতে, রিজার্ভ ব্যাংক ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মাসিক লেনদেনের সীমা ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্যও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য, রেল ২০১৬-র ৩১ ডিসেম্বর ইস্তক সংরক্ষিত ই-টিকিট কিনতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ২০ টাকা এবং তার উঁচু শ্রেণিগুলিতে ৪০ টাকা সার্ভিস চার্জ মকুব করে দেয়। নগদে কাউন্টার থেকে টিকিটের পরিবর্তে ই-টিকিট খরিদে উৎসাহ দেওয়া ছিল এর লক্ষ্য।

দৈনিক গড় অনলাইন ই-টিকিট বিক্রি হচ্ছে ৫৮ শতাংশ। কাউন্টার থেকে নগদে টিকিট কাটছেন ৪২ শতাংশ রেলযাত্রী। এখন চেষ্টা চলছে ই-টিকিট বিক্রির হার বাড়ানো। যাত্রীদের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ায় তারা নগদহীন টিকিট কেনায় বেশি ঝুঁকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতের দূরসঞ্চার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ (টিআরএআই—ট্রাই) ব্যাংকিং ও পেমেন্ট সংক্রান্ত লেনদেনের জন্য আনস্ট্রাকচারড সাপ্লিমেন্টারি সার্ভিস ডেটা (ইউএসএসডি) চার্জ সেশনপিছু এখনকার ১.৫০ টাকা থেকে ৫০ পয়সায় নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে তারা বর্তমানের ৫-টি ধাপ থেকে বাড়িয়ে করেছে ৮-টি। টেলিকম বা দূরসঞ্চার সংস্থাগুলি ২০১৬-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই ৫০ পয়সা চার্জও মকুব করে দিয়েছিল। ডিজিট্যাল আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশেষত ফিচার বা সাধারণ ফোন ব্যবহারকারী গরিবের খরচ কমেছিল। এখন আমাদের দেশে এই ফোন হচ্ছে মোট ফোনের ৬৫ শতাংশ।

চেকপোস্ট ও টোল প্লাজায় যানবাহনের সময় নষ্ট হয় অনেকখানি। প্রস্তাবিত পণ্য ও পরিষেবা আইন (জিএসটি) চেক পোস্টের এই ঝামেলা থেকে রেহাই দেবে। জাতীয় সড়কে টোল প্লাজায় টাকাকড়ি মেটানোর ঝক্কি দূর করতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক তাই যান নির্মাণ কারখানাগুলিকে সব নতুন গাড়িতে ইলেকট্রনিক টোল কালেক্টর (ইটিসি) কমপ্লায়ান্ট রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) লাগানোর পরামর্শ দিচ্ছে।

সব সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস, আধারযুক্ত পেমেন্ট ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো ডিজিট্যাল পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্য মেটানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস, আধারযুক্ত পেমেন্ট ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার।

ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এবং মোবাইল ফোন/ই-ওয়ালেট ইত্যাদির মাধ্যমে ডিজিট্যাল লেনদেনের এই প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার উৎসাহদানের এক প্যাকেজ ও দেশে ডিজিট্যাল এবং নগদহীন অর্থনীতির বিকাশের জন্য কিছু ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হল :

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি পেট্রল/ডিজেল-এর দাম ডিজিট্যালি মেটালে গ্রাহককে ০.৭৫ ছাড় দেবে।

পেট্রল পাম্পে প্রতিদিন সাড়ে চার কোটি গ্রাহক পেট্রল বা ডিজেল কেনে। তারা এই ডিসকাউন্টের সুযোগ নিতে পারবে। হিসেবে দেখা গেছে যে ফি দিন ১৮০০ কোটি টাকার তেল বিক্রি হয়। এর মধ্যে ডিজিট্যাল পেমেন্টের অংশভাক ২০ শতাংশের মতো। গত নভেম্বরে এটা বেড়ে হয় ৪০ শতাংশ এবং দিনে ৩৬০ কোটি টাকার নগদ লেনদেন গেছে ডিজিট্যাল লেনদেনে। উৎসাহদান প্রকল্পের দরুন অন্তত আরও ৩০ শতাংশ গ্রাহক ঝুঁকবে ডিজিট্যাল লেনদেনের দিকে। এর ফলে পেট্রল পাম্পে প্রতি বছর নগদের দরকার কম হবে ২ লক্ষ কোটি টাকার মতো।

(২) গ্রামাঞ্চলে ডিজিট্যাল লেনদেনের পরিকাঠামো প্রসারে, ১০ হাজারের কম মানুষের বসতি এমন ১ লক্ষ গ্রামের প্রতিটিতে ২-টি পয়েন্ট অব সেলস যন্ত্র বসানোর জন্য বাছাই করা ব্যাংককে নাবার্ডের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। ডিজিট্যাল পদ্ধতি মারফত কৃষি-সম্পর্কিত লেনদেনে সহায়তা করতে এসব যন্ত্র বসবে প্রাথমিক সমবায় সমিতি/দুগ্ধ সমিতি/কৃষি উপকরণের দোকানপাটে।

এর ফলে ১ লক্ষ গ্রামের চাষি উপকার পাবে এবং কৃষির প্রয়োজনীয় লেনদেন নগদ টাকা ছাড়াই সারতে পারবে ৭৫ কোটির মতো লোক।

(৩) ৪ কোটি ৩২ লক্ষ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারীকে "রুপে কিষাণ কার্ড" ইস্যু করার জন্য গ্রামীণ আঞ্চলিক ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকগুলিকেও নাবার্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করবে। এই কার্ড মারফত পয়েন্ট অব সেলস যন্ত্র/মাইক্রো এটিএম/এটিএম-এ ডিজিট্যাল লেনদেন করা যাবে।

(৪) গত পয়লা জানুয়ারি থেকে ডিজিট্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে মাসিক বা সিজন টিকিট কাটলে যাত্রীকে রেল ০.৫ শতাংশ ছাড় দেবে।

শহরতলি ট্রেনে মান্থলি বা সিজন টিকিট কাটে ৮০ লক্ষের মতো যাত্রী। বছরে প্রায় ২০০০ কোটি টাকার। এর অধিকাংশটা নগদে। যাত্রীরা আরও বেশি করে ডিজিট্যাল পদ্ধতির দিকে ঝুঁকলে অদূর ভবিষ্যতে নগদের দরকার বছরে ১০০০ কোটি টাকা কমবে।

(৫) অনলাইন টিকিট কাটা সব রেলযাত্রী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বিমার সুযোগ পাবে বিনামূল্যে, অর্থাৎ কোনও প্রিমিয়াম না দিয়েই।

গড়ে রোজ টিকিট কাটে ১৪ লক্ষ রেলযাত্রী। এর ৫৮ শতাংশ ডিজিট্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে অনলাইন টিকিট। আশা করা যায় আরও ২০ শতাংশ যাত্রী ডিজিট্যাল উপায়ে টিকিট কাটবে। তাহলে প্রতিদিন দুর্ঘটনা বিমার আওতায় এসে যাবে ১১ লক্ষের মতো যাত্রী।

(৬) ক্যাটারিং, যাত্রীনিবাস, রিটায়ারিং রুম ইত্যাদি পরিষেবা বাবদ ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে টাকা মেটালে মিলবে ৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট।

এসব পরিষেবা নেওয়া সব যাত্রী এই সুযোগ নিতে পারে।

(৭) ডিজিট্যাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থাগুলি সাধারণ বিমাপত্রের প্রিমিয়াম বা কিস্তিতে ১০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেবে। গ্রাহক পোর্টাল মারফত বিক্রি হওয়া নতুন জীবনবিমা পত্রের কিস্তিতে ৮ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেবে ভারতের জীবনবিমা নিগম।

(৮) কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি ডিজিট্যাল উপায়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে ফি/এমডিআর চার্জ গ্রাহকের ঘাড়ে চাপাবে না; এ বাবদ ব্যয় তারা নিজেরা মেটাবে। রাজ্য সরকারগুলিকেও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এ খরচ গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় না করে নিজেরা বহন করতে। রাজ্যের অধীন সংস্থাগুলিতেও কেন্দ্র একই ব্যবস্থা চালু করতে বলেছে।

(৯) পয়েন্ট অব সেলস টার্মিনাল/মাইক্রো এটিএম/মোবাইল পয়েন্ট অব সেলস টার্মিনাল বাবদ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাসিক ভাড়া ১০০ টাকার বেশি না নেওয়ার জন্য সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে পরামর্শ দিয়েছে। ছোটোখাটো ব্যবসায়ীদেরও ডিজিট্যাল লেনদেনে সামিল করা এর উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার যন্ত্র দিয়েছে ব্যবসায়ীদের। এত কম ভাড়ার দরুন ব্যবসায়ীদের বেশ উপকার হবে। এর পাশাপাশি ডিজিট্যাল লেনদেনও বাড়বে। ভাড়া কম থাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও এই যন্ত্র বসাবে।

(১০) ২০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনপিছু ট্র্যানজ্যাকশন চার্জ/এমডিআর বাবদ কোনও পরিষেবা কর দিতে হবে না।

(১১) জাতীয় সড়কে টোল প্লাজায় টোল দেওয়ার জন্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন কার্ড (আরএফআইডি)/ফার্স্ট ট্যাগ ব্যবহার করলে ২০১৬-'১৭-য় ছাড় মিলবে ১০ শতাংশ।

এসব ব্যবস্থার দরুন, ৫০০ ও ১০০০ টাকার পুরনো নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মারফত ডিজিট্যাল ব্যাংকিং-এর দ্রুত প্রসারে অনেক সহায়তা করবে এবং আর্থিক সাক্ষরতা বাড়বে।❑

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

বিমুদ্রীকরণ, নগদহীন অর্থনীতি ও উন্নয়ন

*ভারত একটি মহান গণতন্ত্রের দেশে যেখানে মানুষ অসুবিধা সত্ত্বেও সরকারের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। উল্টোদিকে জনগণের অসমর্থনের কারণেই ভেনেজুয়েলায় এই পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে তার সমৃদ্ধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রের সঠিক সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভারতের মিশ্র আর্থনীতিক কাঠামো তাকে ক্রমশ উঁচু বৃদ্ধির হার অর্জনে সমর্থন জুটিয়েছে। উদ্যমী বেসরকারি ক্ষেত্রের সহায়তায় একটি শক্তপোক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতিকে নতুন উচ্চতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নগদবিহীন অর্থনীতি গড়ে তোলের কাজে সরকারের চাই বেসরকারি ক্ষেত্রের সহযোগিতা। বিমুদ্রীকরণ ও নগদবিহীন অর্থনীতি চূড়ান্ত বিচারে কালো টাকাকে হতোদ্যোম করবে, চাঙ্গা করবে অর্থনীতির বৃদ্ধিকে। এই বৃদ্ধি হবে আরও স্বচ্ছ, আরও পরিচ্ছন্ন। লিখেছেন—***বি. কে. পট্টনায়েক**

ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাসে ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বরের বিমুদ্রীকরণের ঘোষণাটি একটি জলবিভাজিকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই পদক্ষেপ কালো টাকা, জাল টাকা, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদীদের অর্থের জোগান এবং দেশের বৃদ্ধির হারের উপর কী প্রভাব ফেলবে সে ব্যাপারে অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, সাধারণ মানুষ—সবার মধ্যেই একটি দ্বিধার জন্ম দিয়েছে। বিমুদ্রীকরণ এমন একটি পদক্ষেপ যার মাধ্যমে দেশের এক বা একাধিক বিহিত অর্থের আইনগত বিধানকে বাতিল করে দেওয়া হয়। বাতিল করে দেওয়া মানে পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া হতে পারে, পুরোনো নোটগুলি বাতিল করে কম মানের নতুন নোট চালু করা হতে পারে, অথবা যে মূল্যমানের নোট বাতিল করা হল তার পরিবর্তে অন্য মূল্যমানের নোট চালু করা হতে পারে। বিমুদ্রীকরণের এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় মূলত দুর্নীতির মাধ্যমে সঞ্চিত কালো টাকাকে উদ্ধারের জন্য। জন এটওয়েল পালগ্রেভ'স ডিকশ্নারি অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী বিমুদ্রীকরণ হল সরকার কর্তৃক কোনও মুদ্রার ব্যবহারকে বাতিল ঘোষণা করা এবং অর্থের সরকারি জোগান-প্রবাহ থেকে সেই মুদ্রাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। এন. বি. ঘোড়কে এনসাইক্লোপেডিক ডিকশনারি অফ ইকোন্‌মিক প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী বিমুদ্রীকরণ হল কাগজি মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রচলিত মুদ্রার সর্বাত্মক প্রত্যাহার। থর্পে ও থর্পে (২০১০)-এর অভিমত অনুযায়ী বিমুদ্রীকরণ মানে কোনও দেশের কালো বাজারের মুদ্রা এবং হিসেব-বহির্ভূত মুদ্রাসমূহকে আচমকা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রচলিত মুদ্রাগুলির প্রত্যাহার। ভারত ছাড়া আর যে সমস্ত দেশ বিমুদ্রীকরণের রাস্তায় হেঁটেছে তাদের মধ্যে আছে আমেরিকা (১৯৬৯), জাইরে (১৯৯০), অস্ট্রেলিয়া (১৯৯৬), জিম্বাবোয়ে (২০১০) এবং উত্তর কোরিয়া (২০১০)। এদের মধ্যে আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত, উদার অর্থনীতির দেশে বিমুদ্রীকরণ সাফল্য লাভ করলেও, অনুন্নত, আফ্রিকান দেশগুলিতে করেনি। ভারতে বিমুদ্রীকরণের প্রথম উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল ১৯৪৬ সালে, তারপর ১৯৭৮ সালে। সেই সময় অধিক মূল্যমানযুক্ত নোটের পরিমাণ ছিল মোট অর্থের জোগানের তিন শতাংশ মাত্র। ১৯৪৬ সালে মোট অর্থের জোগানের পরিমাণ ছিল ১২৩৫৯৩ কোটি টাকা। নোট বাতিল করা হয়েছিল ১৪৩.৯৭ কোটি টাকা মূল্যের। ১৯৪৬ সালে ১০০০, ৫০০০ ও ১০০০০ টাকা মূল্যের যে নোটগুলি বাতিল করা হয়েছিল সেগুলি পুনরায় চালু করা হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। এই নোটগুলিই আবার বাতিল করা হয় ১৯৭৮ সালে। বাতিল করা নোটের মূল্য ছিল মাত্র ১৪৬ কোটি টাকা। ফলে মানুষের হয়রানির মাত্রাটি ছিল নগণ্য। দ্য ডাইরেক্ট ট্যাক্স এনকোয়ারি কমিটি তার অন্তর্বর্তী রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল, 'সেই সময় বিমুদ্রীকরণ সাফল্য লাভ করেনি কারণ বাতিল করা নোটের পরিমাণ মোট অর্থের জোগানের সাপেক্ষে খুবই কম ছিল।' অন্যদিকে ২০১৬-র নভেম্বরে ৫০০ এবং ১০০০-এর যে নোটগুলি বাতিল করা হল তার পরিমাণ মোট অর্থের জোগানের ৮৬ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালের মার্চ মাসে অর্থের জোগান ছিল ১৬৪.১৫ হাজার কোটি টাকা, যার ৪৭.৮ শতাংশ ছিল ৫০০ টাকার নোটে এবং ৩৮.৬ শতাংশ ১০০০ টাকার নোটে। অর্থাৎ দু' রকমের নোট মিলিয়ে ৮৬ শতাংশেরও বেশি। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির সামগ্রিক আয়তন, তার বৃদ্ধির হার, বৃদ্ধিতে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য পরিষেবা ক্ষেত্রের ভূমিকা—সব দিক দিয়েই ২০১৬ সালের তুলনায় পিছিয়ে ছিল ১৯৫৬ এবং ১৯৭৮ সালের হিসেবগুলি। তৃতীয়ত, ১৯৪৬ বা ১৯৭৮ সালে আয়করের আওতায় এত মানুষ ছিল না, যা ছিল ২০১৬-তে। বর্তমানে প্যান কার্ড আছে এমন মানুষের সংখ্যাই ১১ কোটিরও বেশি এবং সংখ্যাটি প্রতিদিনই বাড়ছে। চতুর্থত, ১৯৪৬ এবং ১৯৭৮, দু'টি বছরেই সাধারণ মানুষ আগাম জানতেন যে সরকার এমন একটি পদক্ষেপ নিতে চলেছে। ফলে বিমুদ্রীকরণের সুফলটা সেভাবে পাওয়া যায়নি। যেটা এবারে হয়েছে তা হল পুরো ব্যাপারটা এতটাই গোপন রাখা হয়েছিল যে কালো টাকার কারবারীরা তাদের কালো টাকা সাদা করে নেবার সময়ই পায়নি।

এবারের বিমুদ্রীকরণের প্রধান লক্ষ্যগুলি হল—(১) কালো টাকার উদ্ধার, (২) দুর্নীতিকে প্রতিহত করা এবং (৩) দেশের মধ্যে এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে সন্ত্রাসবাদী

সারণি-১
নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশে নগদবিহীন এবং দুর্নীতির অবস্থা

দেশ	নগদহীন প্রদান* (শতাংশে)	দুর্নীতি উপলব্ধি সূচক (২০১৫)**	দুর্নীতি উপলব্ধি সূচক-এ অবসস্থান (২০১৫)**
বেলজিয়াম	৯৩	৭৭	১৫তম
ফ্রান্স	৯২	৭০	২৩তম
কানাডা	৯০	৮৩	৯ম
যুক্তরাষ্ট্র	৮৯	৮১	১০ম
সুইডেন	৮৯	৮৯	৩য়
অস্ট্রেলিয়া	৮৬	৭৯	১৩তম
নেদারল্যান্ড	৮৫	৮৭	৫ম
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮০	৭৬	১৬তম
জার্মানি	৭৬	৮১	১০ম
দক্ষিণ কোরিয়া	৭০	৫৬	৩৭তম
ভারত	২২***	৩৮	৭৬তম

*http://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-world-s-most-cashless-countries.html (accesed on 15/12/2016)
**https://www.iaca.int/images/news/2016/Corruption_Perceptions_Index_2015_report.pdf (accessed on 20/12/2016)
***https://www.equitymaster.com/5minWrapUp/charts/index.asp?date=11/14/2016&story=1&title=Just-22-of-Indias-transactions-Are-Non-Cash(accessed on 20/12/2016)

সংগঠনগুলিকে অর্থ সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত জাল টাকাকে ধ্বংস করা। বিমুদ্রীকরণের ঘোষণা করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতি, কালো টাকা, সন্ত্রাসবাদ আমাদের দেশে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছে, উন্নয়নের দৌড়ে আমাদের পিছু টেনে ধরছে। দুর্নীতি ও কালো টাকার এই দৃঢ়বন্ধন ভেঙে ফেলতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৮ নভেম্বর, ২০১৬ সালের ঠিক মধ্যরাত্রির পর থেকে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোটগুলি আর বিহিত মুদ্রা হিসেবে পরিগণিত হবে না।' এছাড়াও এই পদক্ষেপের আরেকটি লক্ষ্য হল, করযোগ্য আয় হিসেবে যে টাকাটা উপার্জিত হবে সে টাকাকে অর্থনীতির উন্নয়নমূলক কাজে এবং গরিবদের আর্থনীতিক উন্নতি বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হবে। সর্বোপরি বিমুদ্রীকরণের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য আরও পরিচ্ছন্ন এবং আরও সমতাযুক্ত উন্নয়ন।

কালো টাকা; যা কিনা আবার কালো আয়, নোংরা টাকা, হিসেব বহির্ভূত আয়, জাল টাকা, এবংবিধ বিবিধ নামে পরিচিত; উপার্জিত হয় দুর্নীতি, ঘুষ, কালো বাজারি, অস্ত্র পাচার, সন্ত্রাসবাদ, চোরাচালান, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের বেআইনি বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে। এই অনৈতিক আয় ও সম্পদ, যেগুলি কর আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে এবং যেগুলি জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধী মানুষজনের হাতে, সেই আয় ও সম্পদ ভারতের আর্থনীতিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক কথায়, কালো টাকা হচ্ছে হিসেব-বহির্ভূত টাকা, যে টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছে এবং যা নগদ অর্থের আকারে সঞ্চিত হচ্ছে তথা জমি, বাড়ি, সোনা, অলংকার বা এই রকম মূল্যবান ও স্থায়ী কোনও সম্পদের পিছনে বিনিয়োজিত হচ্ছে। দেশে কালো টাকার অস্তিত্বই আর্থনীতিক অসাম্য, দারিদ্র্য এবং কর্মহীনতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এনআইপিএফপি-র মতে কালো উপার্জন হচ্ছে সেগুলিই, যা করযোগ্য অথচ যা কর-কর্তৃপক্ষের অগোচরে রাখা হয়েছে। ওয়াঞ্চু কমিটি ১৯৭১ সালে তার কালো টাকা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে কালো টাকাকে 'দেশের অর্থনীতির ক্যানসারমূলক বৃদ্ধি' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যা সময়মতো আটকাতে না পারলে কিনা শেষপর্যন্ত অর্থনীতির ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবে। কমিটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল, কালো টাকা শুধু যে বাড়িতে নগদে জমিয়ে রাখা বা গোপন, অনৈতিক ব্যবসায় ব্যবহার করা টাকা হিসেবে জমিয়ে রাখা হয় তাই-ই নয়, এই টাকা জমানো থাকে সোনা, গয়না, মূল্যবান পাথর, জমি, বাড়ি বা নানান ব্যবসায়িক সম্পদের আকারেও। কমিটিই বেশি মূল্যের নোট বাতিলের প্রস্তাব দিয়েছিল। ২০১২ সালে অর্থমন্ত্রক, রাজস্ব দপ্তর এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস-এর যৌথ উদ্যোগে কালো টাকার ওপর যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, 'কালো টাকা আমাদের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠছে এবং আমাদের প্রশাসনকে দুর্বল করে দিচ্ছে, সরকারি নীতি রূপায়ণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে।' এই রিপোর্ট তাই বলেছিল, সকলের জন্য উন্নয়নের কৌশল তখনই সফল হয়ে উঠবে যখন আমাদের সমাজব্যবস্থা দুর্নীতি ও কালো টাকার মূলোচ্ছেদে সক্ষম হয়ে উঠবে।

নগদবিহীন অর্থনীতি

নগদবিহীন অর্থনীতির অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে ডিজিট্যাল মাধ্যমে বেশি বেশি ব্যবহার। ডিজিট্যাল মাধ্যম বলতে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট-ব্যাংকিং ও ই-ওয়ালেট। বিকাশশীল দেশগুলিতে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে নগদের ব্যবহারই বেশি হলেও ইউরোপ ও আমেরিকার মতো অধিকাংশ উন্নত দেশে লেনদেন হয় মূলত ডিজিট্যাল মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে। বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৬ অনুযায়ী, বহু ক্ষেত্রেই ডিজিট্যাল প্রযুক্তি বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে, পরিষেবাকে উন্নত করেছে। ডিজিট্যাল অর্থনীতির প্রসারের কারণেই এই সব দেশে দুর্নীতির মাত্রা বিকাশশীল দেশগুলির চেয়ে কম। অন্যদিকে বিকাশশীল দেশগুলিতে প্রথা-বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলির অধিকতর রমরমা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি, কর ফাঁকি, ইত্যাদি

কালো টাকার অন্যতম প্রধান উৎস। এই কারণেই দুর্নীতি ও কালো টাকার বিরূপ প্রভাবগুলি এড়িয়ে স্বচ্ছতা ও সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধির পথে হাঁটতে চাইলে নগদের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে। নগদ ব্যবহার কমালে এরই সঙ্গে কমবে সরকারের নোট ছাপানোর খরচও। একটি হিসেব বলছে নোট ব্যবহারের দরুন রিজার্ভ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির খরচ হয় বছরে ২১ হাজার কোটি টাকা। নগদের ব্যবহার কালো টাকার উদ্ভব ঘটায়, কারণ এক্ষেত্রে লেনদেনের কোনও নথি থাকে না, ডিজিট্যাল লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সুযোগটা থাকে না। সুইডেনে লেনদেনের ৮৯ শতাংশই নগদবিহীন। কোরাপশন পারসেপশন ইনডেক্সের তালিকায় সুইডেনের স্থান তিনে। অন্যদিকে ভারতের অবস্থান এই তালিকার ৭৬-তম স্থানে। ভারতে নগদবিহীন লেনদেনের পরিমাণ মোট লেনদেনের মাত্র ২২ শতাংশ। অর্থাৎ, নগদ ব্যবহার যত কমছে ততই কমছে দুর্নীতির মাত্রাও।

নগদবিহীন অর্থনীতির আরেকটি সূচক নগদের ও জিডিপি-র পরিমাণের অনুপাত। সুইডেনে এই অনুপাতটি ১.৭৩ শতাংশ, ভারতে ১০.৮৬ শতাংশ। আশা করা হচ্ছে, বিমুদ্রীকরণের ফলে ভারতেও এই অনুপাতটি কমে আসবে। নোট বাতিলের পর নতুন টাকা অর্থনীতিতে ফিরিয়ে দিলেও এই অনুপাতটি ১০ শতাংশের নিচেই থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

নগদবিহীন অর্থনীতির একটি অন্যতম প্রধান শর্ত দেশের সমস্ত মানুষকে আর্থিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা। বাতিল টাকা ব্যাংকে জমা করার তাগিদে নতুন নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার ফলে সে কাজটা অনেকটা এগিয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের একটি হিসেব অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের মাত্র ৫২.৮ শতাংশের অ্যাকাউন্ট ছিল, কোনও ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে ১০.৭ শতাংশ অ্যাকাউন্টের মালিক ডেবিট কার্ড, ৩.৪ শতাংশের মালিক ক্রেডিট কার্ড এবং ১.২ শতাংশের মালিক ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এ অভ্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ, এ দেশে ডিজিট্যাল লেনদেনের পরিমাণ নগণ্য। হিসেবগুলির দ্রুত উন্নতি দরকার।

বিমুদ্রীকরণ ও নগদবিহীন অর্থনীতির সম্ভাব্য সুবিধা

বিমুদ্রীকরণের ফলে যে সুবিধাগুলি হতে পারে সেগুলি হল—

১. হাতে বা বাড়িতে গোপনভাবে নগদ রাখার প্রবণতা কমবে। যার ফলে বেশি বেশি টাকা ব্যাংকগুলির সেভিংস বা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হবে, বাড়বে দেশের মূলধন ভিত্তি।

২. বাতিল টাকা ব্যাংকে জমা করার তাগিদে যাদের এতদিন কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না, তারাও অ্যাকাউন্ট খুলতে বাধ্য হয়েছে। ব্যাংকের সঙ্গে এই পরিচিতি দেশে ব্যাংকিং অভ্যেস বাড়িয়ে তুলবে।

৩. অসংখ্য জনধন আমানত খোলা এবং সেই সব আমানতে প্রচুর পরিমাণ টাকা জমা পড়ার ঘটনা প্রমাণ দিচ্ছে সাধারণ মানুষ ব্যাংক সম্বন্ধে ভয়ভীতি কাটিয়ে ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। তথ্য বলছে, নভেম্বরের ৮ তারিখে দেশের সমস্ত জনধন আমানতে মোট জমার পরিমাণ যেখানে ছিল ৪৫,৬৩৬ কোটি টাকা, নভেম্বরের ২৩ তারিখে সেখানে অংকটি পৌঁছে যায় ৭২,৮৫৩ কোটি টাকায়।

৪. ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ টাকা জমার ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি, যে ব্যবস্থাটি এ দেশে অকার্যকরী সম্পদের সমস্যার জর্জরিত হয়ে পড়েছিল, সেই ব্যবস্থাটি কিছুটা হলেও শক্তি ফিরে পেয়েছে। ব্যাংকগুলির ঋণদান ক্ষমতা এর ফলে বেড়েছে, যা প্রকারান্তরে বাড়িয়েছে দেশের বিনিয়োগ ক্ষমতা।

৫. ব্যাংকে হিসেব-বহির্ভূত টাকা জমা পড়ার ফলে সরকারের করবাবদ আয় বাড়বে, যা বিভিন্ন দরিদ্র-কল্যাণ কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যাবে।

৬. বাতিল হওয়া টাকার পরিবর্ত হিসেবে নতুন টাকা যতদিন পর্যন্ত না অর্থনীতিতে আসছে ততদিন অর্থের জোগান কম থাকায় দামস্ফীতিও নাগালের মধ্যে থাকবে।

৭. বিমুদ্রীকরণের ফলে যে পরিমাণ টাকা উদ্ধার হল তা যদি সৎভাবে, বিচার-বিবেচনা করে দরিদ্র-কল্যাণ কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং অর্থনীতিতে বৈষম্য দূর করতে সাহায্য করবে।

সারণি-২
কয়েকটি নির্দিষ্ট দেশে জিডিপি-তে নগদের অংশভাক
(শতাংশে)

দেশ	শতাংশ
সুইডেন	১.৭৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	২.৩৯
যুক্তরাষ্ট্র	৩.৭২
ব্রাজিল	৩.৮২
কানাডা	৪.০৮
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭.৯
সিঙ্গাপুর	৯.৫৫
রাশিয়া	১০.৫৬
ভারত	১০.৮৬

সূত্র : Ehttp://byjus.com/free-jas-prep/demonetization-of-rs-500-and-rs-1000(accessed on 19/12/2016)

৮. কালো টাকা যারা উপার্জন করেছিল তাদের গোপন আয় উন্মোচিত হয়ে যাবার ফলে যদি তাদের শাস্তি দেওয়া যায়, তাহলে একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার পথটি সুগম হবে। ফলস্বরূপ সুগম হবে একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো ও একটি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা।

৯. কালো টাকার উৎস উন্মোচন এবং অতঃপর দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যবসাদার, রাজনীতিবিদ ও সরকারি আমলাদের বাড়িতে অতর্কিতে হানা দিয়ে সেই টাকা উদ্ধার করা গেলে তা সরকারের ফিসক্যাল ঘাটতি কমাবে। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগোড়িয়ার প্রত্যাশা বিমুদ্রীকরণের ফলে এরপর থেকে কর সংগ্রহ বাড়বে যা ভবিষ্যৎ বছরগুলিতে অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করবে।

১০. এই পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াবে; কারণ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা একটি দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ প্রত্যাশা করে।

১১. বিমুদ্রীকরণের ফলে কালো টাকার উদ্ভব বন্ধ হলে বন্ধ হবে বিদেশি আর্থিক

প্রতিষ্ঠানসমূহে টাকা পাচারের ঘটনাও। বন্ধ হবে অর্থ পাচার বা হাওলা লেনদেনের মতো ঘটনাগুলিও।

১২. বিমুদ্রীকরণ সন্ত্রাসবাদী ও নকশালদের কাছে একটা বড়ো ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদী ও নকশালরা তাদের অস্ত্র কেনা, ক্যাম্প চালানো বা অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করে বেশি মূল্যের জাল টাকাকে। অর্থনীতিকে নগদবিহীন করতে পারলে এই সব কার্যকলাপ ধাক্কা খাবে।

১৩. বিমুদ্রীকরণের কাজটি যদি নিয়মিতভাবে চালানো হয় তাহলে তা অন্তত ভোটের কাজে কালো টাকা ও জাল টাকার উপদ্রব কমাবে।

১৪. বিমুদ্রীকরণ এবং নগদহীন অর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের আয়তনটি সঙ্কুচিত হবে।

১৫. দুর্নীতি ও ফলস্বরূপ কালো টাকার উপদ্রব বাড়ার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাটির যে অবক্ষয় ঘটছিল, বিমুদ্রীকরণের ফলে তার থেকে মুক্তি ঘটবে। বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ টাকার খরচ, জাঁকজমক করে ধর্মীয় উৎসব পালন করার মধ্যে দিয়ে যে বিকৃত ও অনৈতিক সামাজিক বিকাশ ঘটেছিল তা বন্ধ হবে।

১৬. বিমুদ্রীকরণের ফলে কৃত্রিম ও নোংরা আর্থনীতিক বিকাশের পরিবর্তে দেশের আর্থনীতির উন্নয়নটি অতঃপর হবে প্রকৃত ও পরিচ্ছন্ন।

এটি সত্য কথা যে ১৯৯১ সালের পর থেকে ভারত একটি উচ্চ বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে। কিন্তু উন্নয়ন কোথায়? বৃদ্ধির হার উঁচু কিন্তু উন্নতি শ্লথ। বৃদ্ধির হার উঁচু হওয়া সত্ত্বেও তা যদি উন্নতিকে বা উন্নতির গতিকে প্রণোদিত করতে না পারে, তাহলে যেটা হয় তা হল, গরিবদের জীবনযাত্রার কোনও মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে না। ভারতের মতো বিকাশশীল দেশের কাছে সেটিই প্রকৃত উন্নয়ন, যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বণ্টনের সাম্য, যা কিনা আর্থনীতিক বৈষম্য দূর করে। সুখী হবার যে সূচক, সেটি বলে কম আয় বা কম দারিদ্র্য-সহ কম বৃদ্ধির হার বরং সেই উঁচু বৃদ্ধির হারের থেকে ভালো, যেখানে বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকছে বা যেখানে আয় বৈষম্য বাড়ছে। স্বাধীনতার পর সাত দশক কেটে গেছে। এভাবে আর চলতে পারে না যে উন্নয়নের মধু খেয়ে যাবে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আর গরিষ্ঠাংশ মানুষ আঙুল চুষবে। উন্নয়নের কৌশল পরিবর্তনের সময় এসে গেছে।

প্রস্তাবসমূহ

১. নগদ অর্থের আকারে কালো টাকার সঞ্চয়কে নিরুৎসাহিত করার কাজটিকে সরকারকে নিরবচ্ছিন্নভাবে, নিয়মিত ব্যবধানে করে যেতে হবে। এই পদক্ষেপ মানুষের মধ্যে ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তুলবে এবং তাকে ডিজিট্যাল লেনদেনে অভ্যস্থ করে তুলবে।

২. কর-জালকে বিস্তৃত করার প্রয়োজন আছে। দরকার প্রগতিশীল কর কাঠামোর। পাশাপাশি দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত, যাদের বার্ষিক আয় পাঁচ লক্ষ টাকার নিচে, তাদের কর জালের বাইরে রাখতে হবে, যাতে তারা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা করতে পারে প্রয়োজনীয় গৃহস্থালির সরঞ্জামাদি কিনে। এই কাজের ফলে স্বনিযুক্তি এবং ছোটোখাটো ব্যবসায়িক উদ্যোগের সংখ্যাও বাড়বে। কর আদায়ের নিয়ম-কানুনকে সহজ-সরল করার জন্য উৎসমূলে কর কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য জানানোর পদ্ধতিকেও সরল করে তুলতে হবে।

৩. প্রথা বহির্ভূত ক্ষেত্রের আয়তন সঙ্কুচিত করতে হবে। প্রথা বহির্ভূত ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তাদের মজুরি ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে দেওয়া চালু করতে হবে। এই কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলাতে হবে এবং মজুরি দিতে হবে চেক বা নেট-ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে।

৪. ডিজিট্যাল লেনদেনকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারকে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, বিশেষত ক্রেডিট কার্ডের উপর ধার্য সুদের হার কমাতে হবে। যারা দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থান করছে, বিপিএল বা আধার কার্ডের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করে, তাদের জন্য কম সুদের হারের ব্যবস্থা করলে তারা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার বা ছোটো গুমটির দোকানদার, চা বা পান বিক্রেতাদের জন্যও বিশেষ ছাড়ের বন্দোবস্ত করতে হবে।

৫. গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাংকের শাখা খুলতে হবে। ভারতে প্রতি এক লক্ষ মানুষপিছু ব্যাংকের সংখ্যা মাত্র ০.০১-টি। জার্মানির ক্ষেত্রে সংখ্যাটি সেখানে ২.৩, মানে ২৩০ গুণ! এছাড়া লাইফ ইনস্যুরেন্স করপোরেশন এবং জেনারেল ও হেল্থ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলিকে পুনর্মুদ্রাকরণের প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই কোম্পানিগুলিকেও গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার এবং ডেবিট কার্ড ব্যবহারে উৎসাহিত করার কাজে ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি কো-অপারেটিভ ব্যাংক, চিট ফান্ড বা এই ধরনের সংস্থাকে কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে হবে, যাতে তারা কালো টাকা বৃদ্ধির পথে সহায়ক হয়ে উঠতে না পারে।

৬. ডিজিট্যাল অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রথম শর্ত সুরক্ষিত ডিজিট্যাল লেনদেনকে সুনিশ্চিত করা। এর জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যে কোনও ধরনের ডিজিট্যাল অপরাধ হলেই কড়া পদক্ষেপ করা দরকার। দরকার সাধারণ মানুষ এই অপরাধের শিকার হলে তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। ডিজিট্যাল অপরাধের বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যবস্থা এবং ডিজিট্যাল বিমার ব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার।

৭. গ্রামাঞ্চলে ডিজিট্যাল ব্যাংকিং-কে পুরোমাত্রায় চালু করতে স্বনির্ভর গ্রুপগুলি খুব কাজের হয়ে উঠতে পারে। অধিক সংখ্যায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে 'ব্যাংক-মিত্র'-র দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে ইয়ুথ ক্লাব, মহিলামণ্ডল এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও। পঞ্চায়েতগুলিতে গ্রাম সভাকে এবং পুরসভাগুলিতে ওয়ার্ড সভা-কে এই দায়িত্ব নিতে হবে। এরা ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারগুলি মানুষকে শেখাবে।

৮. ডিজিট্যাল লেনদেনকে উৎসাহিত করার কাজে দায়িত্ব নিতে হবে স্কুল শিক্ষক,

স্বাস্থ্যকর্মী, গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরও।

৯. পালস পোলিও প্রচারের ধাঁচে বছরে দুই কি তিনবার ডিজিট্যাল ইন্ডিয়ার প্রচার শুরু করতে হবে। পাশাপাশি ডিজিট্যাল অর্থনীতির উপযুক্ত পরিকাঠামোও গড়ে তুলতে হবে।

১০. ভারত যেহেতু এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে একটি উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, সেহেতু তার বৃদ্ধির হারটি শুধু উঁচু হলেই চলবে না, তাকে স্বচ্ছ এবং সমতাযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ, তার উন্নয়নকে হতে হবে দরিদ্র্যবান্ধব এবং ডিজিট্যাল লেনদেনের উপর নির্ভরশীল, স্বচ্ছ। যে উন্নয়ন কালো টাকার উপর নির্ভরশীল হয়, তা কখনও দারিদ্র্যকে দূর করতে পারে না, পারে না আর্থনীতিক বৈষম্য দূর করতে।

১১. বিমুদ্রীকরণই বলা হোক বা নগদবিহীন অর্থনীতির প্রবর্তন, কোনও আর্থনীতিক সংস্কারই কিন্তু শক্তপোক্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছা ব্যতিরেকে সফলভাবে রূপায়ণ করা যায় না।

উপসংহার

ক্রিসিল রিপোর্ট বলছে, বিমুদ্রীকরণ ভারতীয় অর্থনীতির রূপ বদলে দেবে। মৌরো এফ. গিলেন-এর মতে, "এই পদক্ষেপ কিছু ব্যবসার, যেগুলি বৈধ এবং পরিচ্ছন্ন, তাদের নাভিশ্বাস তুলে দেবে যদি তারা নগদের ব্যবহার করে। কিন্তু অন্যরা মানিয়ে নেবে। কিছু মানুষের এবং কিছু ছোটো ব্যবসায়ীর অসুবিধা করলেও একেবারে না নেওয়ার চেয়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া ভালো।" আইএমএফ-এর মতে, "দুর্নীতি ও বেআইনি আর্থিক লেনদেনের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপকে আমরা সমর্থন করি।" ভারত একটি মহান গণতন্ত্রের দেশে যেখানে মানুষ অসুবিধা সত্ত্বেও সরকারের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। উল্টোদিকে জনগণের অসমর্থনের কারণেই ভেনেজুয়েলায় এই পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে তার সমৃদ্ধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রের সঠিক সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভারতের মিশ্র আর্থনীতিক কাঠামো তাকে ক্রমশ উঁচু বৃদ্ধির হার অর্জনে সমর্থন জুটিয়েছে। উদ্যমী বেসরকারি ক্ষেত্রের সহায়তায় একটি শক্তপোক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতিকে নতুন উচ্চতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নগদবিহীন অর্থনীতি গড়ে তোলের কাজে সরকারের চাই বেসরকারি ক্ষেত্রের সহযোগিতা।

বিমুদ্রীকরণ ও নগদবিহীন অর্থনীতি চূড়ান্ত বিচারে কালো টাকাকে হতোদ্যোম করবে, চাঙ্গা করবে অর্থনীতির বৃদ্ধিকে। এই বৃদ্ধি হবে আরও স্বচ্ছ, আরও পরিচ্ছন্ন। বিমুদ্রীকরণের মাধ্যমে যা আয় হবে, তা যদি রাস্তাঘাট তৈরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান বা অন্যান্য জীবিকা নির্বাহ সম্পর্কিত প্রকল্পের পিছনে খরচ করা হয়, তাহলে তা উন্নয়নের হারকে বাড়িয়ে তুলবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাবে।❑

সারণি-৩
ভারতে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি (শতকরা প্রাপ্তবয়স্ক ১৫ বছরের উর্ধ্বে), ২০১৪

ক্রম	শতকরা
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সহ অ্যাকাউন্ট	৫২.৮
ডেবিট কার্ড আছে	২২.১
টাকা তোলার একমাত্র উপায় এটিএম	৩৩.১
টাকা প্রদান করা হয় ডেবিট কার্ড মারফৎ	১০.৭
টাকা প্রদান করা হয় ক্রেডিট কার্ড মারফৎ	৩.৪
ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয় বিল মেটানো অথবা ক্রয় করা জন্য	১.২
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সঞ্চিত	১৪.৪
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ	৬.৪

সূত্র : Ehttp://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/india(accessed on 20/12/2016)

উল্লেখপঞ্জি :

Daniel D, Swartz GRW and Fermar A L (2004): Economic of Cashless Society: An Analysis of Costs and Benefits of Payment Instruments, AEI-Brooks Joint Centre.

Humphery D B (2004): "Replacement of cash by cards in U S, consumer payments, Journal of Economics and Business, 56, pp 211-225.

Patra S (2016): "Estimate, impact and control of black money in India" *Asian Resonance*, Vol.V, Issue-III, pp 60-66.

Ramesh Thakur "Economic and political risks of India's demonetization" see http://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/11/27/commentary/world/economic-political-risks-indias-demonetization/#.WEpN12UmnIU.

Singh P N and Singh J K and Ratnesh K (eds.) (2008): *Encyclopedia of Indian Economy,* Deep & Deep Publications, New Delhi.

Thrope E and Thorpe S (2010): *The Person General Knowledge Manual 2010,* Dorling Kindersley (India), New Delhi.

http://gurumavin.com/black-money-still-unresolved-mystery/

https://www.quora.com/Has-any-country-other-than-India-ever-had-Demonetization-of-theeir-currency-notes-1.

https://www.linkedin.com/pulse/demonetization-delhi-disguised-devil-deliberative-dawn-vinnakota.

http://www.ucnews.in/news/2101-1042412054690856/demonetization-in-india—who-will-pay-the-price-.html

http://www.aamaadmiparty.org/india%E2%80%99s-black-economy-causes-implications-and-remedies

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/cash-to-gdp-ratio-now-on-par-with-us/articleshow/56009744.cms

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Indias-love-for-cash-costs-3-5bn-a-year/articleshow/45934597.cms

(লেখক নয়াদিল্লিস্থিত 'School of Extension and Development Studies'-এর অধ্যাপক। ইমেল : bkpattanaik@ignou.ac.in)

ডব্লুবিসিএস এবার ছত্রিশেও

দীর্ঘ জল্পনার হল অবসান। বহুদিনের কানা ঘুষো বাস্তবের রূপ পেল। ডব্লুবিসিএসের বয়স বেড়ে হল ৩৬। রাজ্য সরকার প্রেস কনফারেন্স করে জানাল বয়স বাড়ার কথা। যদিও বর্ধিত বয়স নিয়ে মতান্তর রয়েছে, তথাপি বলা যায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আরও চার বছর অতিরিক্ত সময় পাচ্ছে WBCS এ বসার জন্য। বেশী বয়সী পরীক্ষার্থীদের কাছে বিশেষত যারা বর্তমানে WBCS-C ও D গ্রুপে কিংবা মিসলেনিয়াস বা ক্লার্কের চাকরিতে কর্মরত রয়েছে, তাদের কাছে এক সূবর্ণ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। এই সুযোগকে তাদের কাজে লাগাতেই হবে, হতে হবে ডাইরেক্ট WBCS গ্রুপ - A/B অফিসার। প্রোমোশন পেয়ে তো গ্রুপ- A/B অফিসার হওয়া যায়, তবে তার জন্য সময় লেগে যায় পদভেদে প্রায় ৮ থেকে ১২-১৪ বছর। চার বছরের অতিরিক্ত সুযোগ যখন পাওয়া যাচ্ছে, তবে কেন আর প্রোমোশনের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। মনে রাখতে হবে সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। এই সুযোগকে সদ্ব্যবহার করতেই হবে। যারা WBCS গ্রুপ -C/D তে বর্তমানে কর্মরত, তারা জানে গ্রুপ-A কিংবা B চাকরি না করার জ্বালা। নব্বই শতাংশ গ্রুপ - C/D অফিসার ভাগ্যের বিড়ম্বনায় A কিংবা B গ্রুপের চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর হয়তো গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে কিংবা ইন্টারভিউয়ে অল্প কিছু নম্বর বেশী পেলে তারা গ্রুপ- A/B এর চেয়ারে বসতে পারতো। বহু পরীক্ষার্থী আবার অপশনালের চক্করে ডুবেছে। ব্যর্থতার কারণ যাই হোক, সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে তাকে কাজে লাগাতেই হবে। আদা জল খেয়ে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করতে হবে। অনেকে হয়তো অজুহাত দেবে, অফিসের কাজের চাপে পড়াশুনার সময় পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের যে কোন উপায়ে সময় করে নিতে হবে। রাজ্য সরকারের চাকরিতে গভর্নমেন্ট হলিডে ছাড়াও যথেষ্ট CL, EL, ML পাওয়া যায়। সেগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে না রেখে, প্রস্তুতি ও সাফল্যের জন্য উৎসর্গ করা যেতে পারে। তাছাড়া অফিসের কাছাকাছি প্রয়োজনে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে পারলে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যেতে পারে। এর সাথে দরকার সঠিক গাইডেন্স, কোয়ালিটি নোটস এবং মকটেস্ট। এই তিনটি মহামূল্যবান জিনিস অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে উপলব্ধ। **শুধুমাত্র WBCS গ্রুপ -C/D, মিসলেনিয়াস এবং অন্যান্য পদে চাকরিরতদের জন্য নতুন ব্যাচ শুরু করতে চলেছে এই সংস্থা। ক্লাশ হবে শুধুমাত্র রবিবার।** পড়ানোর পাশাপাশি জোর দেওয়া হবে WBCS পরীক্ষার স্ট্র্যাটেজিক দিকগুলির ওপর। একথা সবাই জানে কেবলমাত্র চোখ কান বন্ধ রেখে পড়াশুনা করলে আর যাই হোক WBCS অফিসার হওয়া যায় না। WBCS এ সাফল্যের জন্য আরো কিছু বিশেষ প্রস্তুতি দরকার যা কোন বই বা নোটসে লেখা থাকে না। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে সেই সব অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক দিকগুলির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। ব্যাচের ক্লাস নেবেন মূলতঃ WBCS Gr. A এবং B এর টপাররা।

এবার তোমাদের ভেবে দেখার পালা, আত্মসমীক্ষা করার পালা। তুমি নিজেও ভাল রকম জানো, একটু পরিশ্রম করলে তুমিও তোমার স্যারের চেয়ারটিতে বসতে পারো। তবে কেন তোমার নিজের প্রতি অবহেলা, নিজের সামর্থ্যের প্রতি অবিচার করা। যা তোমার সামর্থের মধ্যে কেন তাকে হাতছাড়া করবে। আজকেই নিয়ে নাও সিদ্ধান্ত, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ো প্রস্তুতির কর্মযজ্ঞে। শুরু হোক সাফল্যের লক্ষ্যে তোমার সর্বাত্মক সার্জিকাল স্ট্রাইক। একমাত্র তোমার স্বপ্ন পূরণের পরই শেষ হতে পারে তোমার যুদ্ধ যাত্রা। তোমাদের প্রস্তুতির প্রতিটা পদে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। তোমাদের ঐকান্তিক প্রয়াস এবং অ্যাকাডেমিকের অভিজ্ঞ পরিচর্যার যুগপৎ মেলবন্ধনে রচিত হোক সাফল্যের জয়গান।

শুরু হচ্ছে অ্যাকাডেমিকের নতুন ব্যাচ ঃ SPECIAL – 36

এই ব্যাচের ব্লু-প্রিন্ট ও গেম প্ল্যানের ওপর এক বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে আগামী 26 Feb / 26 Mar। উপস্থিত থাকবেন সামিম সরকার, সৌভিক ঘোষ (র‍্যাঙ্ক-1), চন্দন দাস (DSP) সহ আরো অনেক WBCS টপার। ফ্রিতে যোগদান করার জন্য SMS করুন 9038786000 নম্বরের নিম্নলিখিত ভাবে ঃ SPECIAL 36_ (Your Name) _ (Brief Address)

WBCS –2018 ব্যাচে ভর্তি চলছে।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

9038786000
9674478644

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

Website : www.academicassociation.in ✸ Uluberia-9051392240 ✸ Barasat-9800946498
✸ Berhampur-9474582569 ✸ Birati-9674447451 ✸ Siliguri-9474764635 ✸ Medinipur Town-9474736230

অর্থনীতিতে নগদের চলনে রাশ
আন্তর্জাতিক বনাম ভারতীয় পরিস্থিতি

*নগদের মাধ্যমে লেনদেন বিহীন এক সমাজে পরিবর্তিত হওয়ার লক্ষ্যকে পাখির চোখ করে এগোতে হলে ভারতকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সমাজের হাতে থাকা নগদ টাকার জোগানের উপর রাশ টানতে হবে। অর্থাৎ, "লেস ক্যাশ" সমাজ হবে এই লক্ষ্যপূরণের প্রথম ধাপ। দেশের প্রধানমন্ত্রী এই কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সুইডেন, কিনিয়া, ব্রাজিল-সহ বিশ্বের বেশ কিছু সংখ্যক দেশ ইতোমধ্যেই সফলভাবে 'নগদের ন্যূনতম চলন' বিশিষ্ট অর্থনীতি হিসাবে নিজেদের পালটে ফেলেছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে, অর্থনীতিতে নগদ টাকার লেনদেন কমাতে হলে অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত সহায়ক নিয়মবিধি/নিয়ামন, শক্তপোক্ত পরিকাঠামো তথা গ্রাহককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। লিখেছেন—***অর্পিতা মুখোপাধ্যায়** *এবং* **তনু এম. গোয়েল**

গত বছরের (২০১৬) জুন মাসে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের "Payment and Settlement Systems in India : Vision 2018" শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বিশ্বের এক অন্যতম সেরা অর্থ প্রদান ও আর্থিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থা (Payment and Settlement System) গড়ে তুলে ভারতকে কীভাবে এমন এক অর্থনীতিতে পরিণত করা যায় যেখানে নগদের চলন ন্যূনতম—তারই এক দিশানির্দেশ তুলে ধরা হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষজন যাতে আরও বেশি বেশি করে বৈদ্যুতিন আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা ব্যবহারে সড়গড় হয়ে ওঠেন—সেই বিষয়টিতে উৎসাহ জোগাতেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই উদ্যোগ। এই ব্যবস্থা সফল হলে, যে সুবিশাল অবিধিবৎ ক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতির মূলস্রোতের বাইরে রয়ে গেছে তাকে বিধিবৎ অর্থনীতিতে যুক্ত করা সম্ভব হবে। বাড়ানো যাবে দেশের কর-ভিত্তির পরিসর। কমানো যাবে কালো টাকার রমরমা; তথা সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড এবং নির্বাচনের খাতে বিপুল নগদ টাকার জোগান ঠেকানো সম্ভব হবে। নগদের মাধ্যমে লেনদেন বিহীন (Cashless) এক সমাজে পরিবর্তিত হওয়ার লক্ষ্যকে পাখির চোখ করে এগোতে হলে ভারতকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সমাজের হাতে থাকা নগদ টাকার জোগানের উপর রাশ টানতে হবে। অর্থাৎ, 'Less-cash' সমাজ হবে এই লক্ষ্যপূরণের প্রথম ধাপ। দেশের প্রধানমন্ত্রী এই কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।[১] সুইডেন, কিনিয়া, ব্রাজিল-সহ বিশ্বের বেশ কিছু সংখ্যক দেশ ইতোমধ্যেই সফলভাবে 'নগদের ন্যূনতম চলন' বিশিষ্ট অর্থনীতি (Less-cash Economy) হিসাবে নিজেদের পালটে ফেলেছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে, অর্থনীতিতে নগদ টাকার লেনদেন কমাতে হলে অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত সহায়ক নিয়মবিধি/নিয়ামন, শক্তপোক্ত পরিকাঠামো তথা গ্রাহককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।[২]

ভারত বনাম অন্যান্য দেশ

বিশ্বের অন্যান্য বেশ কিছু দেশের সঙ্গে তুলনায় দেখা যাচ্ছে, ভারতে নগদ টাকায়/মুদ্রায় (Currency) লেনদেনের চলন বেশ বেশি। বহু উন্নত দেশ তো বটেই, এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনাতেও এই হার যথেষ্ট বেশি। ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান বলছে, ওই বছর দেশের অর্থনীতিতে নগদ মুদ্রায় লেনদেনের অংশভাক[৩] ছিল ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এর ১২.৩ শতাংশ। তুলনায় ব্রাজিলে তা ছিল ৩.৮ শতাংশ; দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫.৬ শতাংশ এবং সুইডেনের ক্ষেত্রে ১.৭ শতাংশ মাত্র (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।[৪]

গত বছর, অর্থাৎ, ২০১৬-এ দেখা গেছে, ভারতে মোট আর্থিক লেনদেনের ৬৮ শতাংশেরও বেশি হয়েছে নগদ টাকার মাধ্যমে।[৫] বিশ্বের আর দু'টি মাত্র দেশ এর থেকে বেশি হারে নগদ টাকায় লেনদেনের নিরিখে ভারতের থেকে এগিয়ে ছিল। প্রথমটি ইন্দোনেশিয়া এবং দ্বিতীয় দেশটি হল রাশিয়া। ভারতের তুলনায় থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, চিন ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ টাকা ব্যবহার করা হয় বেশ কম হারে। বহু উন্নত এমনকি উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ভারতে 'ক্রেডিট কার্ড'-এর ব্যবহারের চলনও অনেক অনেক কম।

গোটা বিশ্বের মধ্যে সুইডেনে নগদ টাকার চলন সবচেয়ে কম। সে দেশে অধিকাংশ আর্থিক লেনদেন হয় বৈদ্যুতিন পন্থায়। এমনকী বাসের টিকিট কাটা থেকে শুরু করে দাতব্য/দান-খয়রাতির মতো ক্ষেত্রেও নগদে লেনদেন বিরল। সুইডেনে খুচরো বিক্রেতারা তাদের পণ্যের দাম নগদ টাকা পয়সায় নিতে অস্বীকার করতেই পারেন। আইনেই তাদের সে অধিকার দেওয়া হয়েছে।[৬] গড়পড়তা ইউরোপীয় ক্রেতাদের তুলনায় সুইডেনবাসীরা তিনগুণ বেশি মাত্রায় 'ডেবিট কার্ড' ব্যবহার করেন।[৭] ঘটনাচক্রে, এবছরই সুইডেন তাদের কিছু কিছু কাগজি মুদ্রা (Currency notes)-কে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। কুড়ি, পঞ্চাশ এবং হাজার ক্রোনা। এছাড়াও সে দেশের সরকার

ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, জুলাই, ২০১৭-এ তারা আর একবার বিমুদ্রীকরণের পথে হাঁটবে; আরও কিছু কাগজি মুদ্রাকে বাতিল করা হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে কিনিয়া বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পেতে অনলাইন পেমেন্ট-এর ব্যাপক হারে সংস্থান রেখেছে। নির্মাণকার্যের অনুমতিপত্র (Permits) জোগাড়, ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর পুনর্নবীকরণ, পাসপোর্ট ফি জমা দেওয়া ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সরকারের ঘরে অর্থ জমা করতে হয় অনলাইনে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতারণার ঘটনা এড়াতে তথা সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ বাড়াতে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।[৮] বিশ্ব ব্যাংক-এর 'Global Findex Report' অনুযায়ী, ২০১৪ সালের মধ্যেই কিনিয়ার ৫৮ শতাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত/সাবালক জনসংখ্যা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা-পয়সা লেনদেনের জন্য 'mobile money accounts' সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা শুরু করে দেয়। এই হার গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ।[৯] কিনিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সালে সে দেশে 'mobile money' গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ৩১ মিলিয়ন এবং এদের সাহায্যকারী ব্যাংক এজেন্টদের সংখ্যাটি ছিল প্রায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের কাছাকাছি। অনলাইন আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে মোবাইল ফোন প্রযুক্তি এবং 'Smart phone'-এর মালিকানার পরিসর বৃদ্ধি কী ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হল কিনিয়া। যদিও সে দেশে 'ক্রেডিট কার্ড'-এর ব্যবহার এবং 'ইন্টারনেট'-এর চলন যথেষ্টই কম।[১০]

পরিকাঠামোর গুরুত্ব

বৈদ্যুতিন পন্থায় আর্থিক লেনদেনের বন্দোবস্ত চালু করার পাশাপাশি, সমাজকে এ ধরনের আর্থিক লেনদেনে সড়গড় করে তুলতে মানুষের হাতে তার জন্যে প্রয়োজনীয় 'payment instrument' তুলে দেওয়াটাও সমান জরুরি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২০১৫ সাল নাগাদ ভারতে মাত্র অর্ধেক জনসংখ্যার একটি করে কার্ডের মালিকানা ছিল। এই কার্ডের মধ্যে নগদ টাকার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায়, এমন সব ধরনের কার্ডকেই ধরা হয়েছে। ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, 'e-money' হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কার্ড ইত্যাদি। তুলনায়, সুইডেনে গড়পরতা মাথাপিছু এ ধরনের কার্ডের সংখ্যা ছিল ২.৫; দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে ৫.৫; চিনে এই সংখ্যাটি ৪ এবং ব্রাজিলে ৪.১।

সারণি-১
নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশে প্রতি দশ লক্ষ বাসিন্দাপিছু ২০১১-২০১৫ সময়পর্বে PoS terminal-এর সংখ্যা

ব্রাজিল	১৭,৮১১	২০,৫৬১	২২,১৪৬	২৪,৮৩৭	২৫,২৪১
চিন	৩,৫৯২	৫,২৭০	৭,৮১৪	১১,৬৫০	১৬,৬০২
ভারত	৫৫০	৬৯৫	৮৬৫	৮৮৯	১,০৮০
সুইডেন	২২,১৬৭	২০,৮৩৭	২০,৩৮০	২০,৩০৪	১৮,৬৬০
যুক্তরাষ্ট্র	২১,৪৯৯	২৫,৭৩২	২৫,৮০০	২৬,৩৪৬	৩০,০৭৮

দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ আর্থিক লেনদেন করতে গিয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি করে কার্ড ব্যবহার করে থাকে। যেসব দেশ নগদের মাধ্যমে লেনদেন বিহীন ব্যবস্থা (Cashless payment system)-র দিকে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে তাদের মধ্যে সবার আগে আছে দক্ষিণ কোরিয়া। সে দেশে কার্ডের মাধ্যমে পণ্য/পরিষেবার দাম মিটিয়ে থাকেন এমন গ্রাহকদের জন্য তাদের নিজস্ব পছন্দসই মূল্যযুক্ত কর (VAT) প্রদান-এর সুযোগ চালু করা হয়েছে। ফলত, 'Plastic money'-র ব্যবহারে মানুষের উৎসাহ আরও বাড়ছে।[১১] অন্যদিকে, ভারতে কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্টের ক্ষেত্রে (পরিষেবা প্রদানকারী) ব্যাংকের তরফে চার্জ হিসাবে কিছু টাকা কেটে নেওয়া হয়। ফলত, গ্রাহকেরা স্বাভাবিকভাবেই নগদে দাম মেটানোকেই বেশি লাভজনক মনে করেন।

এছাড়াও, এ দেশের সুবিশাল জনসংখ্যার নিরিখে ভারতে 'Point of Sale (PoS) terminal'-এর সংখ্যা বিশ্বের অন্যান্য বেশ কিছু দেশের তুলনায় বলা যেতে পারে সবচেয়ে কম। উল্লেখ্য, কোনও পণ্যের খুচরো বিক্রিবাটার সময় ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে তার দাম মেটানো হলে সেই নগদবিহীন লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় যে ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে, তাকেই বলা হয় 'PoS terminal'। কিছু উন্নত দেশ তথা চিন, ব্রাজিলের মতো বিকাশশীল দেশগুলির তুলনাতেও প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসীপিছু ভারতে এই 'PoS terminal'-এর সংখ্যা কতটা কম তার এক তুলনামূলক ছবি তুলে ধরা হল সারণি-১-এর মাধ্যমে।

অর্থনীতিতে নগদ অর্থের ব্যবহার সীমিত এমন আরও কিছু দেশ পণ্য/পরিষেবার বিনিময়ে তথা আর্থিক লেনদেনের জন্য অন্যান্য বহু পন্থা অবলম্বন করে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'electronic money terminals' এবং 'Mobile-money Payment Systems'। ভারতে বর্তমানে যে ধরনের পরিকাঠামো আছে, তাতে করে এই দুই পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর সুযোগ অতি সীমিত। কারণ এক্ষেত্রে কম্পিউটার/ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি, উন্নত পরিকাঠামো প্রযুক্তির নাগাল ও তা ব্যবহারে সড়গড় হওয়াটা পূর্বশর্ত। এদিকে, ১২০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতে মোবাইল ফোনের গ্রাহকের সংখ্যা ১০০ কোটির বেশি। এই পরিসংখ্যান ৩০ জুন, ২০১৬-র।[১২] তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত দেশে মোট যে পরিমাণ নগদবিহীন আর্থিক লেনদেন হয় তার মধ্যে মাত্র ০.০৫ শতাংশ সম্পন্ন হয় 'Electronic money terminals'-এর মাধ্যমে; যা কি না মোবাইল ফোন ব্যবহার করেই সম্ভবপর।[১৩] এর অন্যতম কারণ, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে অনেক বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করলেও স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা তুলনায় নগণ্য তথা ইন্টারনেট সংযোগেরও হাল একই। ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে মাত্র ১৭ শতাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন। তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় সংখ্যাটি ৪৪

শতাংশ এবং কিনিয়াতে তা ২৬ শতাংশ।[১৪] অন্যদিকে, ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে যেখানে ২৬ শতাংশ ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তুলনায় সেখানে ব্রাজিলে ৫৯.০৮ শতাংশ, চিনে ৫০ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও সুইডেনে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।[১৫] একইভাবে, ভারতে প্রতি ১০০ জন অধিবাসী পিছু স্থায়ী ব্রডব্যান্ড সংযোগের সংখ্যা মাত্রই ১.৩৪; তুলনায় সুইডেনে তা ৩৬.০৭ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪০.২৫।[১৬]

কাজেই, ভারতে বর্তমানের পরিকাঠামো স্তরের, বিশেষ করে প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর দ্রুতগতিতে মানোন্নয়নের পথে হাঁটতে হবে। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক 'সীমিত-নগদ' (Less-cash)-এর ব্যবহার সংক্রান্ত উদ্যোগকে সফল করার অন্যতম পূর্বশর্ত তা। এর পাশাপাশি সঠিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাও নিতান্ত জরুরি।

বিশ্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে হবে

কিনিয়া এবং নাইরোবির মতো দেশ যদি 'সীমিত নগদ বিশিষ্ট অর্থনীতি' (Less-cash Economy)-র দিকে সফলভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়; তবে ভারতও প্রযুক্তি-নির্ভর নিত্যনতুন আর্থিক বিনিময় (Payment)-এর ব্যবস্থাপত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে এ ধরনের অর্থনীতির পথে স্বচ্ছন্দে পা রাখতে পারবে।[১৭] এক্ষেত্রে 'Mobile payment wallets' এবং অনলাইন আর্থিক লেনদেন করতে ব্যবহার করা যায় যেসব 'Mobile App'—তা গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। ছোটো মাপের ব্যবসাপত্র; যাদের পণ্য/পরিষেবার দাম কার্ডের মাধ্যমে মেটানো যায় না—কর্পোরেট ক্ষেত্রের বাইরে থাকা এমন সব কারবারি; অথবা পণ্য/পরিষেবার বিনিময় মূল্য গ্রহণের জন্য 'PoS terminals' চালু করেছে এমন ব্যবসার জন্য উল্লিখিত দু'টি পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী। উদাহরণ হিসাবে সুইডেনের কথা ধরা যাক। সে দেশে রাস্তায় বসে মালপত্র বেচেন এমন অধিকাংশ বিক্রেতা তথা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে 'Mobile Payment App' এবং

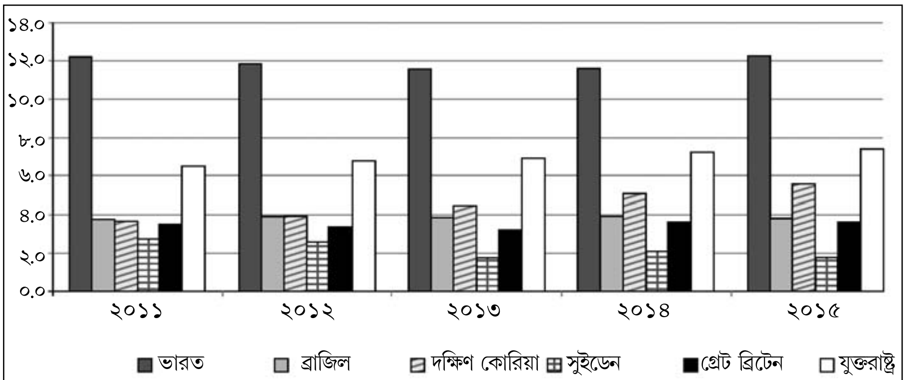

চিত্র-১ : নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশে ২০১১-২০১৫ সময়পর্বে যে পরিমাণ নগদ অর্থের লেনদেন হয়েছে GDP-র সাপেক্ষে তার অংশভাক

সূত্র : http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.pdf (২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬) থেকে লেখকের আনুমানিক হিসাব

'PoS card readed' প্রযুক্তির মাধ্যমে পণ্যের দাম মেটানো যায়। এই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে 'iZettle'[১৮] নামক সে দেশের একটি কোম্পানি। এর ফলে উল্লিখিত বিক্রেতা/ব্যবসায়ীদের বিক্রিবাটার পরিমাণ বেড়েছে। একইভাবে, কিনিয়ার কথা ধরা যাক। গোটা আফ্রিকার মধ্যে এই দেশটিই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে 'Mobile money' ব্যবহার করে। সে দেশে যে কোনও ধরনের 'ফি' এবং 'বিল' জমা দেওয়ার জন্য তো বটেই এমন কী চাকরি-বাকরির মাস মাইনেও দেওয়া-নেওয়া হয় 'M-Pesa' ব্যবহার করে।[১৯] ভারতে, বিশেষ করে নগদহীন লেনদেন পদ্ধতি চালুর জন্য 'Paytm', 'CCAvenue', 'PayU'-সহ বিভিন্ন ধরনের 'Payment gateways'-এর ব্যবহার বাড়াতে উৎসাহদান জরুরি।

আশু নজর দেওয়া দরকার এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল খুচরো এবং পাইকারি বিক্রিবাটার ক্ষেত্রে নগদে দাম মেটানো; অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি প্রদান এবং কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি প্রদান। অবিধিবৎ ক্ষেত্রে এই সব ধরনের অধিকাংশ পেমেন্ট করা হয় নগদে। হয় কর দেওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য অথবা কর্মী/শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির থেকে কম হারে মজুরি দেওয়ার জন্যই এভাবে নগদে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। অবিধিবৎ ক্ষেত্রগুলিকে বিধিবৎ ক্ষেত্রের আওতায় আনা তথা নগদহীন লেনদেনকে উৎসাহিত করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক উদ্যোগ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে, যেগুলির কাজ চলছে। আগস্ট, ২০১৬-এ 'National Payments Corporation of India' (NPCI) চালু করেছে 'Unified Payment Interface'। এর সাহায্যে একটি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে দু'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে টাকা-পয়সা আদান-প্রদান করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। নিজের কার্ডের বিস্তারিত তথ্যাদি, অন্যান্য কোড এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করেই সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে দেয় অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন, এমন সংস্থান রয়েছে এই ব্যবস্থায়। গত ডিসেম্বর, ২০১৬-এ ভারত সরকার একটি অধ্যাদেশ পাস করে। এর মাধ্যমে মজুরি প্রদান আইন (Payment of Wages Act)-এর ৬ নং ধারায় একটি সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কর্মীদের পারিশ্রমিক সরাসরি তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে অথবা চেক-এর মাধ্যমে মেটাতে হবে। অর্থাৎ লেনদেন হবে পুরোপুরি নগদবিহীন।[২০] এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করাটা যথেষ্ট অর্থবহ। সুইডেন সেই ১৯৬০-এর দশকেই মজুরি প্রদানের জন্য ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থাপত্র চালু করে। নগদ টাকার চলনহীন এক দেশ হিসাবে যে আজ সুইডেনকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার শুরুটা হয়েছিল তখন থেকেই।

আমাদের দেশে সদ্য গঠিত রাজ্য তেলেঙ্গানার ইব্রাহিমপুর ইতোমধ্যেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে; সম্পূর্ণ নগদ টাকার চলনহীন

এক গ্রাম হিসাবে। এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং 'ক্রেডিট কার্ড' ও বিভিন্ন 'Payment gateway'-এর দৌলতে। দেশের অন্যান্য গ্রামও অনায়াসে এই সাফল্যের উদাহরণ অনুসরণ করে নিজেদের পালটে ফেলতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি নিজেরাই নির্দিষ্ট কোনও এলাকাকে ডিজিট্যাল ব্যবস্থার আওতায় আনতে উদ্যোগী হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে গুজরাতের একটি গ্রাম—'আকোধারা'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৫ সালে একটি বেসরকারি ভারতীয় ব্যাংক গ্রামটিকে ডিজিট্যাল করে তোলে। ব্যাংকটি ওই গ্রামে তারবিহীন ইন্টারনেট ব্যবস্থা এবং 'Payment terminal'-এর মতো পরিকাঠামো খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফলত, গ্রামবাসীরা আধুনিক ব্যাংকিং সুযোগ-সুবিধার নাগাল পেতে সক্ষম হয়।[২১]

ভারতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যান্য আরও যেসব উদ্যোগ বর্তমানে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গণপরিবহণ পরিষেবা ব্যবহার করতে বৈদ্যুতিন পন্থায় টিকিটের দাম মেটানোর সংস্থান। যেমন, মেট্রো রেল-এর ক্ষেত্রে। ২০১৭ সাল থেকে দিল্লি মেট্রো রেলের কিছু স্টেশনকে পুরোপুরি 'Cashless' করা হবে।

সীমিত-নগদের চলনবিশিষ্ট অর্থনীতির পথে সামনে এগোতে হলে সরকারকে কয়েকটি বিষয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

● **যে পদ্ধতিতেই পেমেন্ট করা হোক না কেন, তার জন্য ভেদাভেদ করা যাবে না :** নগদ টাকা-পয়সায় পণ্য/পরিষেবার দাম মেটাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় ক্রেতা/গ্রাহককে; দেখতে হবে কার্ডের মাধ্যমে বা ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে তা মেটাতে গিয়ে খরচ যেন বেশি না পড়ে। প্রায়শই দেখা যায় ব্যাংকগুলি অনলাইন পেমেন্ট বা বৈদ্যুতিন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রসেসিং ফি বা ব্যাংক চার্জ হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করে/ কেটে নেয়। কাজেই, এ ধরনের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয় না বলে মানুষজন নগদেই লেনদেন করতে বেশি উৎসাহী হন। তুলনায় অনলাইন পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহারে তারা অনাগ্রহী।

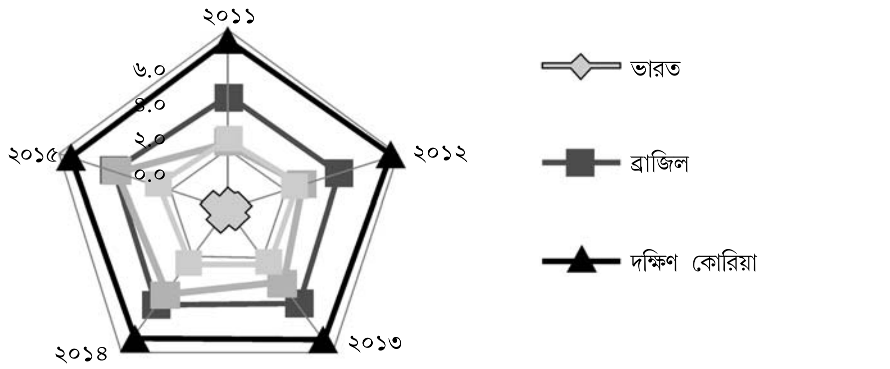

চিত্র-২ : নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশে ২০১১-২০১৫ সময়পর্বে বাসিন্দাপিছু কার্ডের সংখ্যা

সূত্র : http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.pdf (২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লেখকের আনুমানিক হিসাব

● **গ্রাহকদের নিজস্ব তথ্যের সুরক্ষা :** পণ্য/পরিষেবার দাম মেটাতে ক্রেতা/গ্রাহক যদি বৈদ্যুতিন পন্থার শরণ নেন তবে লেনদেনের যাবতীয় এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের কিছু ব্যক্তিগত তথ্যেরও রেকর্ড থেকে যায়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা/গ্রাহকের গোপনীয়তার শর্তভঙ্গের একটা আশঙ্কা থেকে যায়। উদাহরণ হিসাবে সুইডেনের কথাই ধরা যাক। সে দেশে পেমেন্ট ব্যবস্থার ডিজিট্যালাইজেশনের পর ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা প্রচণ্ড পরিমাণে কমে গেছে বটে, কিন্তু অনলাইন পেমেন্ট জালিয়াতি ব্যাপক হারে বেড়েছে।[২২] সুতরাং তথ্য-পরিসংখ্যানের (Data) সুরক্ষা তথা তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা নিতান্ত জরুরি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ইতোমধ্যেই 'স্মার্ট কার্ড'-এর মতো আগেই দেয় পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ সংক্রান্ত চলতি নীতিগুলি পর্যালোচনার কাজে হাত দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেসব ঝুঁকি রয়েছে তা যথাসম্ভব কমিয়ে আনার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে অতি দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির সংস্থান রাখতে হবে। এই দুই লক্ষ্যপূরণ করতে হলে এক শক্তপোক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

● **এক শক্তিশালী ভৌত এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে :** মানুষজন কীভাবে পণ্য/পরিষেবার দাম মেটাবে বা আর্থিক লেনদেন করবে সেই 'Mode of Payment' নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, 'availability', বা লভ্যতা, অর্থাৎ যেসব পদ্ধতিতে সে এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারে, তার মধ্যে কয়টি বিকল্প তার সামনে আছে। দ্বিতীয়ত 'Acceptability', বা গ্রহণযোগ্যতা, অর্থাৎ যেসব বিকল্পগুলি রয়েছে, তার মধ্যে কোনটি সে অনায়াসে ব্যবহার করতে সক্ষম আর কোনগুলি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্ঞানগম্যি তার নেই। সর্বশেষে আসছে, বিভিন্ন 'Payment terminal'-এর মধ্যে কোনগুলির নাগাল সে পাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, ভারতে বর্তমানে যে পরিকাঠামো আছে তা নগদবিহীন লেনদেন সামাল দেওয়ার পক্ষে আদৌ পর্যাপ্ত নয়। সরকারকে প্রথমেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপন করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে নগদবিহীন লেনদেন চালু করা সুনিশ্চিত করতে হলে উল্লিখিত পরিকাঠামো সঠিকভাবে অপারেট করার জন্য সক্ষম হতে হবে। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এর মধ্যে অবশ্যই পড়ছে মানুষের কাছে স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে দেওয়া। যেহেতু নগদবিহীন পেমেন্ট ব্যবস্থার সিংহভাগই প্রযুক্তি-নির্ভর; তাই সেগুলি ব্যবহার করতে হলে ইন্টারনেট সংযোগ হল অন্যতম পূর্বশর্ত।

● **কর হার কমানো :** 'স্মার্ট ফোন', 'ট্যাবলেট' ইত্যাদির মতো তথ্য-প্রযুক্তি সরঞ্জাম-এর উপর কর কমানো নিতান্ত জরুরি। এর ফলে সাধারণ মানুষ ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে পেমেন্ট করতে সমর্থ হবে। অর্থমন্ত্রক পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)-এর যে কাঠামো প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম থেকে GST-এর ২৮ শতাংশ সংগৃহীত হতে পারে।[২৩] এই পরিমাণ বেশ বেশি। স্মার্ট

ফোনের দাম অবশ্যই সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা উচিত। গোটা বিশ্বের নিরিখেই ভারতে কর্পোরেট করও ধার্য করা হয় যথেষ্ট উঁচু হারে। ২০১৬-এ ভারতে দেশীয় কোম্পানিগুলির জন্য কর্পোরেট কর ছিল ৩০ শতাংশ হারে এবং বিদেশি কোম্পানিগুলির জন্য তার হার ছিল ৪০ শতাংশ। এছাড়াও আরও অতিরিক্ত কিছু চার্জও বসানো হয়। তুলনায় সুইডেন এবং চিন-এ দেশীয় ও বিদেশি, উভয় ধরনের কোম্পানির জন্যই কর্পোরেট কর হার ছিল যথাক্রমে ২২ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ।[২৭] উঁচু কর হার করফাঁকির বিষয়টিকে উৎসাহিত করে।

● **শক্তিশালী বৈদ্যুতিন বাণিজ্য নীতি :** নগদবিহীন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে দেশে একটি শক্তিশালী ই-বাণিজ্য নিয়ামন থাকা দরকার।

পরিশেষে বলা যায়, ভারত সরকার 'সীমিত নগদের চলনবিশিষ্ট অর্থনীতি'-র পথে হাঁটতে সঠিক পদক্ষেপই গ্রহণ করেছে।

যাই হোক অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, সীমিত নগদবিশিষ্ট অর্থনীতির জন্য দরকার সঠিক পরিকাঠামো এবং যথাযথ সহায়ক নিয়ামন ব্যবস্থার সংস্থান। তাই অর্থনীতির এই পথে হাঁটতে হলে সরকার, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা ক্ষেত্র—এই তিন পক্ষের মধ্যে সঠিক তালমেল বজায় রেখে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এখানে আরও একবার উল্লেখ করা দরকার দেশে কর কাঠামোর সরলীকরণ তথা কর হার কমানো দরকার। সীমিত নগদের ব্যবহারবিশিষ্ট অর্থনীতির পথে হাঁটতে সরকার আর কী কী নীতি প্রণয়ন করতে চলেছে তার একটা স্পষ্ট ছবি ২০১৭-'১৮-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে পাওয়া যেতে পারে।❑

(অর্পিতা মুখোপাধ্যায় 'Indian Council for Research on International Economic Relations' (ICRIER)-এর অধ্যাপিকা। ইমেল : arpita@icrier.res.in এবং তনু গোয়েল ওই একই প্রতিষ্ঠানের কনসালট্যান্ট। ইমেল : tgoyal@icrier.res.in)

উল্লেখপঞ্জি :

(১) ২৬-২৭ নভেম্বর, ২০১৬-এ আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত মাসিক অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। হিন্দিতে সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি মিলবে http://pmonradio.nic.in/#-এ। বক্তৃতাটির ইংরাজি ভাষ্য শুনতে লগ অন করুন http://www.narendramodi.in/mann-ki-baat-এ।

(২) বিস্তারিত জানতে দেখুন https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/VISION20181A8972F5582F4B2B8B46C5B669CE396A.PDF (পাওয়া যাবে ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬-এ)।

(৩) ব্যাংকগুলির বাইরে বাজারে/মানুষের হাতে যে পরিমাণ কাগজি মুদ্রা ও ধাতুর মুদ্রা রয়েছে তা এর মধ্যে পড়ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা অন্যান্য ব্যাংকের ভল্টে যে টাকা-পয়সা জমা রয়েছে তার বাইরে থাকবে তবে অনাবাসী ভারতীয়দের গচ্ছিতকে এর মধ্যে ধরা হবে। আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হয় না এমন 'Commemorative Coin'-কেও এর বাইরে রাখা হবে।

(৪) বিস্তারিত জানতে দেখুন http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.pdf (২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(৫) দেখুন http://www.business-standard.com/article/economy-policy/infographic-68-of-transactions-in-india-are-cash-based-116111400495 1.html (২০ ডিসেম্বর, ২০১৬)।

(৬) বিস্তারিত জানতে দেখুন https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-cards-phone-apps-leading-europe (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(৭) http://www.thelocal.se/20160229/why-sweden-is-winning-the-race-to-become-the-first-cashless-society (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(৮) http://www.standardmedia.co.ke/article/2000150788/government-to-implement-digital-strategy-for cashless-services (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(৯) বিস্তারিত জানতে দেখুন বিশ্বব্যাংক-এর 'The Global Findex Database, 2014' পাওয়া যাবে এখানে http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/wps7255.pdf#page=3 (২ জানুয়ারি, ২০১৭)

(১০) http://nextbilion.net/digital-government-4-keys-to-kenyas-sucess-with-electronic-government-payments/ (৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(১১) দেখুন http://www.totalpayments.org/2013/07/08/top-5-cashless-countries/ (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(১২) দেখুন http://www.trai.gov.in/Write Read Data/Whats/Documents/Indicator-Report_April_June_01_2016.pdf (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(১৩) http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.htm (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬) থেকে প্রাপ্ত BIS দেশ সারণি থেকে হিসাব করা হয়েছে।

(১৪) http://www.livemint.com/Consumer/yT14OgtSC7dggwWSynWOKN/Only_17-Indians_own-smatphones_survey.html (২ জানুয়ারি, ২০১৭)

(১৫) এবং (১৯) http://www.itu.int/en/ITU-D/statistics/Pages/stat/default.aspx (২ জানুয়ারি, ২০১৭) থেকে প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক টেলি-যোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) পরিসংখ্যান থেকে উদ্ধৃত।

(১৬) বিস্তারিত জানতে দেখুন https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publication Report/Pdfs/VISION20181A8972F5582F4B2B8B46C5B669CE396A.PDF (২১ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(১৭) বিস্তারিত জানতে দেখুন https://www.izettle.com/about এবং https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-cards-phone-apps-leading-europe (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(১৮) M-Pesa হল মোবাইল ফোনভিত্তিক এক টাকা-পয়সা লেনদেন, ফাইন্যান্সিং তথা মাইক্রো-ফাইন্যান্সিং পরিষেবা; যা চালু করেছে ভোডাফোন।

(১৯) http://www.livemint.com/Politics/J46fZ71ApkXgN2e5TZmNYP/Cabinet-nod-for-ordinance-seeking-cashless-transactions-unde.html (২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬)। বর্তমানে এই অধ্যাদেশ কেবলমাত্র সরকারি কর্মচারীদের জন্য লাগু করা হয়েছে।

(২০) বিস্তারিত জানতে দেখুন http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/at-akodara-indias-tirst-digital-village/article7418012.ece (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(২১) দেখুন https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-cards-phone-apps-leading-europe (২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(২২) বিস্তারিত জানতে দেখুন http://www.news18.com/news/tech/gst-rate-what-happens-to-smartphones-and-will-make-in-india-make-sense-1308200.html (২ জানুয়ারি, ২০১৭)

(২৩) বিস্তারিত জানতে দেখুন https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-corporate-tax-rates.pdf (২ জানুয়ারি, ২০১৭)

ফো | কা | স

বিমুদ্রীকরণ : সহায়ক হবে নির্বাচনী সংস্কারে

পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট বাতিলের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী একেবারে সঠিক সময়ে করেছেন। শিয়রে যখন পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। রাজনৈতিক দলগুলি তথা প্রার্থীরা কাড়ি কাড়ি টাকা নিয়ে তৈরি হয়ে বসেছিলেন দরাজ হস্তে জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য। সেই টাকার ভবিষ্যৎ যে এমন হতে পারে, সে সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাই ছিল না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই পদক্ষেপ সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বড়োসড়ো প্রভাব ফেলবে। কারণ এই সময়ই গোপন কালো টাকা ঢালা হয় নির্বাচনের খাতে, শুরু হয় তার বিলিবণ্টন। এমনকী ভোটের ঘণ্টা বেজে উঠলে সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে জাল নোট ঢোকার গতিও বাড়তে থাকে। লিখেছেন—**এস. ওয়াই. কুরেশি**

ভোটারদের প্রভাবিত করে নির্বাচনে জিততে ব্যাপক পরিমাণে টাকা-পয়সা ছড়ানোটা ভারতের রাজনীতিতে কোনও নতুন ঘটনা নয়। বহু যুগ ধরেই এমনটাই হয়ে আসছে। এ দেশের নির্বাচন সম্পর্কে অভিজ্ঞ-ওয়াকিবহাল মানুষ মাত্রেই জানেন যে ভোটের আগে আগে রাতের অন্ধকারে অর্থ এবং মদ বিলিয়ে জনপ্রতিনিধিরা কেমন অনায়াসে ভোট বৈতরণী পেরিয়ে যান। ব্যাগ ভর্তি কড়কড়ে নোট বছরের পর বছর ধরে এ দেশে 'সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন, শব্দবন্ধটিকে কী রকম প্রহসনে পরিণত করেছে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির দৌলতে মানুষ চাক্ষুষ করে আসছেন।

গত ২০১১ সালে তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, পুদুচেরি এবং অসম—এই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোট ৩,৫৪৭ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ প্রার্থীই জীবনে কখনও আয়কর রিটার্ন ফাইল করেননি। অথচ ১৬ শতাংশ, অর্থাৎ সংখ্যার হিসাবে ৫৭৬ জন প্রার্থী ছিলেন কোটিপতি; আদতে বহু বহু কোটি টাকার মালিক। মনোনয়নপত্র দাখিল করার সময় তারা নিজেদের সম্পত্তির যে খতিয়ান নির্বাচন কমিশনে পেশ করেন এই তথ্য মিলেছে সেখান থেকেই। 'Association of Democratic Reforms (ADR)'-এর বিশ্লেষণে এই ছবি উঠে এসেছে। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি খুব একটা এদিক-ওদিক নয়।

নির্বাচনের সময় ভ্রষ্টাচারের এই যে বীজ বোনা হয় তা থেকে কালক্রমে চারাগাছ গজিয়ে পল্লবিত হতে থাকে এ দেশের প্রশাসনের অলিন্দে অলিন্দে। প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলি যে কোটি কোটি টাকা ভোটের প্রচারে খরচ করে; ক্ষমতায় আসার পর যেন-তেন প্রকারেণ তার বহুগুণ অর্থ তারা উসুল করে নেয়। এই অর্থ উসুল পর্বের দৌলতে অনিবার্যভাবে রাজনীতির কারবারি এবং সরকারি আমলাদের মধ্যে ঘোঁট পেকে ওঠে। প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উপকরণ যখন এভাবে অশুভ জোটে সামিল হয়, ভ্রষ্টাচার ছড়িয়ে পড়ে সর্বদিশায়, সর্বস্তরে, মানুষের জীবনের প্রতি পরতে। কোনও পুলিশ কনস্টেবল বা 'পাটোয়ারি'-র মতো প্রশাসনের একেবারে নিচের তলার কর্মচারীরাও বাঁধা গতে বলেন 'উপর তক দেনা হ্যায়'; অর্থাৎ সে যে উৎকোচ নিচ্ছে তার অংশভাক ধাপে ধাপে উঁচুতলার আধিকারিক পর্যন্ত পৌঁছাবে।

ভোটে সরকারি তহবিল

এমনটা অবশ্যই নয় যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে অর্থশক্তির এই বে-লাগাম ব্যবহারে খুশি। তারা বিষয়টিতে উদ্বেগ প্রকাশও করেন। কিন্তু এর সমাধান খুঁজে পেতে আন্তরিকভাবে আলোচনায় উদ্যোগী না হলে তাদের এই উদ্বেগ কেবল মুখের কথা হয়ে থাকবে। সংসদের বিতর্কে এই সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিটিও গঠন করা হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানে একটিমাত্র নিদান দিয়েই বিরত থাকা হয়েছে বলে আমাদের কানে এসেছে। নির্বাচনী ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকারি তহবিল থাকা দরকার।

এ বিষয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত কমিটিটি গঠন করা হয় ১৯৯৯ সালে, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটি। ড. মনমোহন সিং, শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বহু তাবড়-তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটির পরামর্শ ছিল নির্বাচনের আংশিক ব্যয়ভার সরকারি তহবিল থেকে বহন করা হোক। তবে শর্ত রাখা হয় সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যেন কোনও ভেদাভেদ না করা হয়। এই শর্তে কোনও দলই সহমত হয়নি।

ভোটারদের উৎকোচ দিতে ভোটের আগে যেভাবে মুড়ি-মুড়কির মতো টাকা-পয়সা বিলানো হয়, তা নিয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্বভার নেওয়ার পর আমার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনের সময় নিজেকে দু'টি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলাম—নির্বাচনে অর্থের অপব্যবহার রোখা এবং ভোটারদের (ভোটদানে) অনীহা দূর করা। এই দুই ইস্যুর সঠিকভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য দু'টি নতুন বিভাগ খোলা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য এসেছে। এযাবৎকালীন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটদাতাকে বুথমুখী করা গেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগে। অন্য বিভাগটির সৌজন্যে কোটি কোটি টাকা, মদ-সহ অন্যান্য উৎকোচ সামগ্রী ধরপাকড় সম্ভব হয়েছে। আমরা যে সব অতি সক্রিয়

পদক্ষেপ নিয়েছিলাম তার দরুন এ দেশের নির্বাচন ক্ষেত্রে 'ল্যান্ডমার্ক' হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। উত্তরপ্রদেশে কুর্সিতে আসীন এক বিধায়ককে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে পদ থেকে অপসারণ; ঝাড়খণ্ডে দু'টি রাজ্যসভা নির্বাচন বাতিল ইত্যাদি তার উদাহরণ।

সাধারণ ভোটদাতারা যাতে প্রার্থীর তরফে বিলানো টাকার বিনিময়ে ভোটদানের মতো ঘটনা থেকে বিরত থাকেন সেজন্য তাদের মধ্যে সচেতেনতা গড়ে তোলাটা, তাদের অনুপ্রাণিত করাটা নিতান্ত দরকার। এজন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর ২৫ জানুয়ারি তারিখটিকে 'জাতীয় ভোটার দিবস' (National Voters Day) হিসাবে পালন করে আসা হচ্ছে। গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটদাতার নাম নথিভুক্ত করার জন্য গৃহীত কর্মসূচি এটি। সদ্য ভোটাধিকার পেয়েছেন এমন তরুণ ভোটারকুল নৈতিক ইস্যুকে মাথায় রেখে ভোটদানের শপথ নেন এদিন। এখনও পর্যন্ত মোটের উপর ১৪ কোটি ভোটার এই শপথ গ্রহণ করেছেন।

ভোটের ময়দানে টাকার খেলা নিয়ন্ত্রণ করতে নির্বাচন কমিশনের অতিসক্রিয় পৃথক বিভাগ; ভোটদাতাদের সচেতন ও শিক্ষিত করে তুলতে কমিশনের সহায়ক বিভাগ তো আছেই; পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যম এবং সুশীল সমাজের অতন্দ্র নজরদারিও বর্তমান। কাজেই নির্বাচনী আচরণবিধি এড়িয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য অঢেল টাকা খরচ করাটা দিন দিন বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে এটাও সত্যি যে এত সব কিছুর পরও নির্বাচনে কালো টাকা ব্যবহারের রমরমা কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি।

ভোটে লড়তে টাকা-পয়সা খরচ না করলে গণতন্ত্র কার্যকর করা যাবে না—এ এক ধ্রুব সত্য। তবে এটাও দেখতে হবে, অর্থ যেন নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর এত আধিপত্য বিস্তার না করে যে কেবল বিত্তশালী মানুষই প্রার্থী হয়ে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাকেই কুক্ষিগত করে ফেলেন।

আইনে প্রার্থী প্রতি অর্থ ব্যয়ের একটা ঊর্ধ্বসীমার নিদান দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল রাজনৈতিক দলগুলির তরফে অর্থ ব্যয়ের উপর কিন্তু এমন কোনও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি। ভোটে রাজনৈতিক দলগুলির খরচের উপর এরকম কোনও ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে না দেওয়ার দরুন এই সীমারেখা আরোপের পেছনের পুরো যুক্তিটাই মাঠে মারা গেছে তথা আর্থিক বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। প্রতিপক্ষকে ভোটের ময়দানে কমজোর করে দিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোটের প্রচারে মোট যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল, হিসাব করে দেখা গেছে তার পরিমাণটি পিলে চমকে দেওয়ার মতো, ৩০ হাজার কোটি টাকা।

কোথা থেকে আসে এই টাকা? এই টাকার উৎস হিসাবে ধরা হয় কর্পোরেট দুনিয়ার তরফে দেয় অর্থ, স্বল্প পরিমাণের চাঁদা, কুপন বিক্রি এবং সদস্য পদের ফি। তাছাড়াও বিভিন্ন দলের ব্যাংকের খাতায় জমা অর্থের উপর পাওয়া সুদ, ভাড়া ও রাজস্ব হিসাবে আয়। রাজনৈতিক দলগুলি চাঁদা বা অনুদান হিসাবে যে অর্থের খতিয়ান পেশ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উৎস গোলমেলে। দলীয় তহবিলের ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশই দেখানো হয় অনুদান হিসাবে। যদিও তার উৎস কী? কে কে এই অনুদান দিয়েছেন সেই তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয় না। এ এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। এ টাকা বিদেশ থেকে আসতে পারে, এমনকী অপরাধ জগৎ, মাদক ও জমি-বাড়ির কারবারে যুক্ত মাফিয়াদের কাছ থেকে আসাও অসম্ভব নয়।

আমাদের দেশের যে কোনও নির্বাচনে কড়কড়ে নগদ টাকার বিনিময়ে ভোটাররা প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন—এ আকছারই ঘটতে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সূত্রেই এই খবর ফাঁস করেছে বিতর্কিত 'Wikileaks' সংস্থা। একটি কেবল চ্যানেল তামিলনাড়ু থেকে নির্বাচিত এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গোপন কথাবার্তা উদ্ধৃত করে জানিয়েছে ২০০৯ সালের এক উপ-নির্বাচনে ভোটারপিছু পাঁচ হাজার টাকা করে বিলানো হয়েছিল। জিতে আসার পর সেই রাজনীতিকের সাড়ম্বর ঘোষণা ছিল তার ফরমুলায় জয় অবধারিত। এই কুখ্যাত 'তিরুমঙ্গলম ফরমুলা' আমাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন হিসাব-বহির্ভূত প্রায় তিনশো কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে। ২০১৪ সালের পর থেকে সমস্ত বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে যে নগদ টাকা কমিশন বাজেয়াপ্ত করেছে তার পরিমাণ এযাবৎকালীন সর্বোচ্চ। উদাহরণ টেনে বলা যায়, বিহারে ২০১৫-র বিধানসভা ভোটের সময় একলপ্তে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (১৯ কোটি) নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করে কমিশন। তামিলনাড়ুতে সব মিলিয়ে অঙ্কটা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

* * * * *

আমজনতার মনে এখন রাজনীতিকদের যে ছবিটা বদ্ধমূল হয়েছে তা হল—এরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। গণতন্ত্রের পক্ষে রাজনীতিকদের এই ছবিটা খুব সুখকর নয়। আমাদের দেশে সৎ রাজনীতিবিদের সংখ্যাটা কিছু কম নয়। প্রকৃতপক্ষে, আজকের দিনে গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারত যে এক প্রধান শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে তার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে আমাদের মহান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের।

অনেক সময়ই এমন একটা বক্তব্য চাউর করা হয়ে থাকে যে, ২০০৮ সালে বিশ্বজুড়ে চরম আর্থিক মন্দার তীব্র অভিঘাত থেকে ভারত অনেকাংশে এই কারণেই রক্ষা পেয়েছিল যে দেশে বিপুল পরিমাণে কালো টাকা রয়েছে; বিশেষ করে তা খাটছে জমি-বাড়ি-ফ্ল্যাট, অর্থাৎ রিয়াল এস্টেটের ব্যবসায়। কিন্তু নির্বাচনে অর্থ শক্তির অতীব ক্ষতিকর প্রভাবের সপক্ষে এমন কোনও সদর্থক ভূমিকা আছে বলে যুক্তিও পেশ করা যাবে না। পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট বাতিলের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী একেবারে সঠিক সময়ে করেছেন। শিয়রে যখন পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। রাজনৈতিক দলগুলি তথা প্রার্থীরা কাড়ি কাড়ি টাকা নিয়ে তৈরি হয়ে বসেছিলেন দরাজ হস্তে জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য। সেই টাকার ভবিষ্যৎ যে এমন হতে

পারে, সে সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাই ছিল না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই পদক্ষেপ সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বড়োসড়ো প্রভাব ফেলবে। কারণ এই সময়ই গোপন কালো টাকা ঢালা হয় নির্বাচনের খাতে, শুরু হয় তার বিলিবণ্টন। এমনকী ভোটের ঘণ্টা বেজে উঠলে সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে জাল নোট ঢোকার গতিও বাড়তে থাকে।

আগে আগে কী হ'ত, নির্বাচনী আচরণবিধি জারি হওয়ার পর ভোটের দিন এগিয়ে এলে তবে নির্বাচন ক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকায় টাকা-পয়সা বিলিবণ্টন করা হ'ত। নির্বাচন কমিশন যখন এ ব্যাপারে আঁটঘাট বেঁধে কড়াকড়ি শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলি টাকা বিলানোর দিনক্ষণ পালটে ফেলে। নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার বেশ কিছু দিন আগেই ভোট কিনতে ময়দানে নেমে পড়ে। এবারে বিমুদ্রীকরণের ঘোষণা করা হয়েছে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সপ্তাহ কয়েক আগে। অর্থাৎ একেবারে মোক্ষম সময়ে। ভোটের সময় টাকা বিলোনোর পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে এই পদক্ষেপ।

আমার লেখা "An Undocumented Wonder—The Making of the Great Indian Election" বইয়ে ভোটের ময়দানে যেসব পথে কালো টাকা খরচ হয় তার চল্লিশটির খোঁজখবর বিশদভাবে তুলে ধরেছিলাম। এ ব্যাপারেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সরকারের এই নোটবন্দির পর ফের ভোটে কারচুপি করতে কালো টাকা ঢালার জন্য নতুন নতুন ফন্দিফিকির খুঁজে বের করা হবে। কিন্তু তার জন্য সময় লাগবে। ততদিনে এই পর্যায়ের নির্বাচনগুলি অন্তত বেআইনি অর্থের দাপাদাপি ছাড়াই সম্পন্ন করা যাবে।

বিমুদ্রীকরণের পর তার লাভালাভ হিসাব-নিকাশ করার সময় নির্বাচন কর্মকাণ্ড থেকে মেলা এই সব শিক্ষাকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিলের ঘোষণার দু'-চার দিনের মধ্যেই একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধের মাধ্যমে আমার আশঙ্কার কথা তুলে ধরেছিলাম। সরকারের এই সদর্থক পদক্ষেপের উপর আঘাত হানতে ব্যাঙের ছাতার মতো এক মহাজনী কারবার গজিয়ে উঠবে ব্যাংক আধিকারিক/কর্মীদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত করে। এই ভবিষ্যবাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমি সতর্ক করে বলেছিলাম, সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা দালালবাহিনী এবং অশুভ আঁতাতকারী ব্যাংক আধিকারিকদের উপর সরকারকে কড়া নজর রাখতে হবে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই পরামর্শ। একবার নির্বাচন কমিশনের 'Expenditure Vigilance Team' প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি নগদ-সহ একটি গাড়িকে পাকড়াও করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলা হয় ATM-এ রিফিল করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওই টাকা। কমিশনের তরফে ক্ষমা চেয়ে গাড়িটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরদিন আরেকটি দল অন্য একটি গাড়ি আটক করে। গাড়িটিতে এর প্রায় দ্বিগুণ নগদ টাকা ছিল। এবারেও সেই একই ব্যাখ্যা মেলে। যখন ১১ কোটি নগদ টাকা-সহ আটক করা তৃতীয় গাড়িটির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল, আমরা বিশদে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিই। দেখা যায় গাড়িটিতে কোনও সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী নেই। নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য অবশ্য পালনীয় বিধিও মানা হয়নি। আমি নিজেই তৎক্ষণাৎ রিজার্ভ ব্যাংক-এর গভর্নর ডি. সুব্বা রাও-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি। বিষয়টি জেনে গভর্নর হতবাক হয়ে পড়েন। এই মহাজনী কারবারের তদন্ত করে দেখার জন্য আদেশ জারি করেন।

গত মে, ২০১৬-এ সম্পন্ন হওয়া শেষ দফা বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করি। ভোটে বিধিবহির্ভূত যথেচ্ছ অর্থের ব্যবহারের দরুন দেশের নির্বাচন কমিশন তামিলনাড়ু বিধান-সভার 'আরাভাকুরিচি' এবং 'তাঞ্জাভুর'—এই দু'টি আসনে ভোট বাতিল করতে বাধ্য হয়। কালো টাকার ব্যবহারের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষপ্রমাণ পাওয়া গেলে ভোট বাতিল করার আইনগত ক্ষমতা স্থায়ীভাবে প্রদানের জন্য নির্বাচনী প্যানেলের পক্ষ থেকে তখন সরকারের কাছে লিখিত বক্তব্য পেশ করা হয়। আইনমন্ত্রক এই প্রস্তাব বতিল করলেও, প্রধানমন্ত্রী তার কালো টাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুসঙ্গে বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখবেন বলেই আমি আশাবাদী।

ভারতীয় জনতা দলের অর্থনৈতিক বিষয়ক সেল-এর শীর্ষকর্তা, গোপালকৃষ্ণ আগরওয়াল-এর বক্তব্য, বিমুদ্রীকরণের এই পদক্ষেপের দরুন অন্তত এই দফার বিধানসভা নির্বাচনগুলি চলাকালীন নির্বাচনের খরচ-খরচা জোগাতে কী সমস্যা হচ্ছে তার হালহকিকৎ বোঝা যাবে। আগরওয়াল বলেছেন, "এযাবৎকালীন, নির্বাচনে অর্থব্যয়ের হিসাব-নিকাশ দাখিল করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির উপর চাপ ছিল; সেই টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে, তার উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই পদক্ষেপ (বিমুদ্রীকরণ) ভোটে খরচের জন্য টাকার জোগানে আঘাত হানবে এবং খরচের পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমিয়ে আনবে।" এই দাবি তখনই সঠিক বলে প্রমাণিত হবে যদি আর সময় নষ্ট না করে দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখা নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা চালানো হয়।

দেশের নির্বাচন কর্মকাণ্ডের উপর সতর্ক নজরদারি চালায় যে 'Association of Democratic Rights (ADR)' নামক সংস্থা তার সঙ্গে জড়িত ড. ত্রিলোচন শাস্ত্রীর কথায়, (ভোটের ময়দানে) ব্যয়ের জন্য হাতে থাকা তহবিলের উপর যদি কোনও প্রভাব পড়ে তবে রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্যই তার সমাধান খুঁজতে উৎসাহিত হবে। শীর্ষ প্রশাসনের কাছে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থবরাদ্দের তদ্বির করার তাগিদ আসবে। তিনি জানিয়েছেন, "এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ আছে, কিন্তু তার উপর সতর্ক নজরদারির ব্যবস্থা থাকা দরকার।"

বিমুদ্রীকরণ এবং সেই সূত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে নির্বাচনী সংস্কারের এক যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। যদিও আদতে সেই অভিপ্রায়ে নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বিমুদ্রীকরণের পর বিপুল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে নানা দিক থেকে। সরকারের তরফে ই-ব্যাংকিং এবং ই-ওয়ালেট-এর প্রচার-প্রসার জোরদার করা হচ্ছে।

লোকের মুখে মুখে ফিরছে এসব কথাবার্তা। এসবই, আবারও বলা যেতে পারে, কালো টাকার অর্থনীতির দরজা চিরতরে বন্ধ করতে এক সদর্থক সূচনা। যখন এমনকী একজন রিক্‌শাচালক বা সবজি বিক্রেতাও নগদে লেনদেন বন্ধ করার কথা বলেন, তা আমাদের এক শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার তথা ব্যাপকতম আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

যাই হোক, রাজনৈতিক দলগুলিকে কুড়ি হাজার টাকার নিচে নগদ অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ছাড় আছে বিমুদ্রীকরণের সূত্রে অনিবার্যভাবে দাবি উঠবে তার উপর কড়াকড়ির নিদান চালুর। দলীয় তহবিলের আশি শতাংশ পরিমাণ অর্থের উৎস সম্পর্কে ধোঁয়াশা কাটাতে তা সাহায্য করবে; যে অর্থ রাজনৈতিক দলগুলি নগদ অনুদান হিসাবে দেখিয়ে থাকে। দেশের সব রাজনৈতিক দলগুলি মিলিয়ে গড়ে প্রতি বছর এই অর্থের পরিমাণ সাকূল্যে এক হাজার কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী তার দলের আইনসভা সদস্যদের নভেম্বর ৮ তারিখ থেকে নিজেদের যাবতীয় ব্যাংক লেনদেন প্রকাশ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে আরেকটি সদর্থক উদ্যোগ বলা যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে বহু প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তবে আমার প্রতিক্রিয়া হল, এ নিয়ে তীর্যক সমালোচনা না করে তথা প্রধানমন্ত্রী এর থেকে ভালো আর কী কাজ করতে পারতেন তা নিয়ে সলাপরামর্শ না দিয়ে একে বরং রাজনীতির কারবারিদের আর্থিক স্বচ্ছতার দিশায় প্রথম এক সদর্থক পদক্ষেপ হিসাবে স্বাগত জানানো হোক। সরকারের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল বেনামী সম্পত্তি বেচাকেনার উপর রাশ টানতে এ সংক্রান্ত আইন পাস এবং সেই সূত্রে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ। ভোটের ময়দানে কালো টাকার দাপাদাপি বন্ধ করতে এই পদক্ষেপও বেশ কাজে আসবে। কারণ, বেনামে সম্পত্তি কেনাবেচার 'ডিল'-এর মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণে কালো টাকার লেনদেন হয় তা ভোটে লড়তে দলীয় তহবিলের প্রধান উৎস।

আশা করা যায়, বিমুদ্রীকরণের এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ অন্য অভিপ্রায়ে গ্রহণ করা হলেও তা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য এক আশীর্বাদের রূপ ধারণ করবে। যেখানে নগদবিহীন আর্থিক লেনদেনের ফলে চূড়ান্ত স্বচ্ছতা এবং নজরদারি সুনিশ্চিত হবে। আমি আশা করছি দীর্ঘ প্রতিক্ষিত নির্বাচনী সংস্কারের সঠিক সময় শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে।❑

(লেখক ভারতের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং "An Undocumented Wonder—The Making of the Great Indian Election" বইটির রচয়িতা)

WBCS OPTIONAL : ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY

WBCS এর অন্যতম **Optional Subjet - Anthropology** ও **Sociology** যার বিষয়বস্তু মানবকেন্দ্রীক; তাই বিষয়গুলি বোধগম্য ও মনে রাখা অত্যন্ত সহজ যা **WBCS**-এ আপনাকে যথেষ্ট নম্বর পেতে সাহায্য করবে। এমনই বিষয়গুলির কোচিং করাচ্ছেন বিশিষ্ট গবেষকরা (**M.Sc** এবং **Ph.D.**)।

কোচিং এর বিশেষত্ব :

✶ সম্পূর্ণ সিলেবাস ভিত্তিক পঠনপাঠন।

✶ সিলেবাস ভিত্তিক সকল Study material বাংলা এবং ইংরাজি এই দু'টি ভাষায় প্রস্তুত।

✶ Conceptual বিষয়গুলি অতি যত্নসহকারে পাঠ দেওয়া হয়।

✶ দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য Postal Coaching-এর ব্যবস্থা।

যে কোনও প্রকার পরামর্শ তথা কোচিং এর বিষয়ে জানতে

ফোন করুন : 7098814137 & 9475330264

বি: দ্র: UGC, NET, SET-সহ UG এবং PG-এর ANTHROPOLOGY/ SOCIOLOGY-র কোচিংও করানো হয়।

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : জম্মু ও কাশ্মীর এবং সংবিধান

১. ভারতের কোন রাজ্যের পৃথক সংবিধান রয়েছে?
২. ১৯৬৫ সালের আগে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল কী নামে পরিচিত ছিলেন?
৩. সংবিধানের কোন ধারায় জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে?
৪. জম্মু ও কাশ্মীরে কয়টি লোকসভা কেন্দ্র আছে?
৫. জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৬৫ ধারা অনুসারে প্রথমবার কত সালে কেন্দ্রের শাসন বলবৎ করা হয়?
৬. জম্মু ও কাশ্মীরের বিধান পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা কত?
৭. ভারতের একমাত্র কোন রাজ্যে তথ্যের অধিকার আইন প্রযোজ্য নয়?
৮. কোন দিনটি থেকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংবিধান কার্যকর হয়?
৯. ভারতের কোন রাজ্যে 'সম্পত্তির অধিকার' এখনও মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত?
১০. সংবিধানের কততম ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে না কেন্দ্র?
১১. ভারতের কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ প্রযোজ্য নয়?
১২. ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধানের ২৪৮ নং ধারা অনুসারে আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Power) সংসদের হাতেই থাকে। কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম?
১৩. এ রাজ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে এমন কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের আগে কেন্দ্রকে জম্মু ও কাশ্মীরের আইনসভার অনুমতি নিতে হয়। অর্থাৎ, রাজ্য আইনসভার অনুমতি ছাড়া কেন্দ্র ওই চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। সংবিধানের কত নং ধারায় এই সংস্থান রাখা হয়েছে?
১৪. জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধান বিরোধী দলনেতা কে?
১৫. জম্মু কাশ্মীরে নির্বাচন কমিশনে নথিবদ্ধ কয়টি আঞ্চলিক (রাজ্যস্তরীয়) রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে?

উত্তর :

১. জম্মু ও কাশ্মীর। ২. সদর-ই-রিয়াসৎ। ৩. ৩৭০ নং ধারা। ৪. ৬-টি। ৫. ১৯৬৪ সাল। ৬. ৩৬ জন। ৭. জম্মু ও কাশ্মীর। ৮. ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫৭ সাল। ৯. জম্মু ও কাশ্মীর [১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪-তম সংশোধনে দেশের বাকি ভূখণ্ডে সম্পত্তির অধিকারকে তৃতীয় অধ্যায়, অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার একটি আইনি অধিকার।] ১০. ৩৬০ ধারা। ১১. জম্মু ও কাশ্মীর। ১২. জম্মু ও কাশ্মীর [এ রাজ্যের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের এই ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতেই ন্যস্ত আছে।] ১৩. ২৫৩ নং ধারা। ১৪. যথাক্রমে মেহবুবা মুফ্‌তি এবং ওমর আবদুল্লা। ১৫. ৯-টি (জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স, জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি) অল জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর প্যাট্রিয়টিক পিপলস্ ফ্রন্ট, জামাত-এ-ইসলাম কাশ্মীর, ডেমোক্র্যাটিক জনতা দল (জম্মু ও কাশ্মীর), জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ন্যাশনাল প্যান্থারস পার্টি, প্রজা পরিষদ জম্মু ও কাশ্মীর, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ডেমোক্র্যাটিক ফ্রিডম পার্টি, মাল্লাহ্ ইনসাফ্ পার্টি।❑

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : অতি সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠা তিন বাঙালি

মর্জিনা বিবি

পনেরো হতে না হতেই বিয়ে। তার পরেই তিন সন্তান। মাত্র কুড়িতেই বিধবা। পরের দয়ায় পেট চালাতে চালাতে স্থানীয় এক শিক্ষকের পরামর্শে নাম লেখান স্বনির্ভর দলে। সেটা ২০০৬ সাল। ধীরে ধীরে মহাসঙ্ঘের অধিকর্তা পদে উত্তরণ। দশ বছর পরে সেই মর্জিনার নেতৃত্বেই দেশের সেরা মহাসঙ্ঘের পুরস্কার ছিনিয়ে নিল বীরভূমের 'আত্মসম্মান সঙ্ঘ'।

আত্মসম্মান কাকে বলে, সঙ্ঘের অধীনে থাকা দুশোরও বেশি স্বনির্ভর দলের মহিলাদের তা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে হাতে ধরে বুঝিয়েছেন দুবরাজপুরের সাহাপুর গ্রামের মর্জিনা। গত ২৩ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের 'জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন'-এর অনুষ্ঠানে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে মর্জিনা বিবি এবং সঙ্ঘের সম্পাদিকা কুলসুম বিবি পুরস্কার নিয়ে এসেছেন। দেশের সমস্ত মহাসঙ্ঘের মধ্যে বাছাই করা ১০-টি মহাসঙ্ঘকে পুরস্কৃত করেছে মন্ত্রক। কিন্তু, সেরার সেরা 'আত্মসম্মান'। এলাকার ৮-১০-টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে তৈরি হয় উপসঙ্ঘ। এমন ১০-১২-টি উপসঙ্ঘ নিয়ে তৈরি হয় মহাসঙ্ঘ। সেই মহাসঙ্ঘের মাধ্যমেই পরিচালিত হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড। দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষাধিক মহাসঙ্ঘের মধ্যে সঞ্চয়, ঋণ প্রদান ও শোধের হাল, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি-সহ নানা কাজের খতিয়ানের নিরিখে সেরা হয়েছে 'আত্মসম্মান'। শুধু স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতাতেই ৭০ লক্ষ টাকার শৌচাগার গড়েছে ওই মহাসঙ্ঘ। এছাড়া সামাজিক বনসৃজন থেকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারেও এগিয়ে সঙ্ঘ। কেন্দ্রীয় সরকার যে যে মানদণ্ডে সঙ্ঘের কাজ যাচাই করেছে, তার সব ক'টিতেই এগিয়ে ছিল আত্মসম্মান। এর নেপথ্যে রয়েছেন মর্জিনা এবং তার হার না মানা লড়াই।

স্বামীর মৃত্যুর পরে তিন সন্তান নিয়ে পথে বসেছিলেন। পাড়াপড়শির দানে পেট চলত। স্কুলে মিড-ডে মিল রান্না করে সন্তানদের মুখে দু' মুটো খাবার দেওয়ার চিন্তা মাথায় রেখে স্বনির্ভর দলে যোগ দেওয়ার পরে জীবন বদলাতে থাকে। প্রত্যন্ত গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিধবা হয়ে সেই সময়ে দল করার কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু দমেননি। শিখেছেন নাবার্ড আয়োজিত কাঁথাস্টিচের কাজ। পরে সেই কাজই তিনি দলের অন্য মহিলাদের শেখান। আরও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। ধাপে ধাপে মহাসঙ্ঘের সম্পাদিকা, বর্তমানে অধিকর্তা (ডিরেক্টর)। এখন তার মহাসঙ্ঘের আওতায় ২২০-টি স্বনির্ভর দল।

৩৫-এ পা দেওয়া মর্জিনার লড়াই থামেনি এখানেই। সমাজের বাঁকা চোখ উপেক্ষা করে তার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা যুবক জহিরউদ্দিন শেখকে বিয়ে করেছেন মর্জিনা। ক্লাস এইটে স্কুল ছাড়া মেয়ে এখন উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতিতেও মগ্ন।

বীরেন্দ্র শাসমল

বাজকুলের বীরেন্দ্র শাসমল। ছোটো বেলায় খালি পায়ে মাথায় বয়ে বাড়ির কাছে কলাবেড়িয়া বাজারে সব্জি বিক্রি করেছেন। মাধ্যমিকে সাধারণ ফার্স্ট ডিভিশন। কিন্তু চেন্নাইয়ে মাসির বাড়িতে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট পাস-এর পরেই জীবনটা জেট-গতিতে পালটে গেল। আইআইএম জোকা, বহুজাতিক সংস্থার চাকরি, ক্যালির্ফোনিয়া, তাইওয়ান—এর মধ্যে চাকরিসূত্রে মুম্বই আর দিল্লি ছুঁয়ে যাওয়া। বছর চারেক আগে ব্রিটিশ টেলিকমের অফার আসে। লন্ডনে পাকা চাকরি। সে সব পেরিয়ে বর্তমানে থিতু হয়েছেন ঘানায়। আফ্রিকার মাটিতে তিনি চালিয়েছেন এক দুঃসাহসিক অভিযান। আন্তর্জাতিক ফোন-কলের চোরাই চক্রের বিরুদ্ধে সেই অভিযানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ঘানার প্রেসিডেন্ট। ঘানা সরকারকে কর বাবদ প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে বীরেন্দ্র শাসমলের সংস্থার প্রযুক্তি।

মোটে ছ'জন কর্মী নিয়ে ঘানায় নিজের ছোট্ট আইটি কোম্পানি খুলেছিলেন। পরে সেই 'সুবাহ ইনফোসলিউশন্স'-এর ৯০ শতাংশ শেয়ার ঘানার শিল্পপতি জোসেফ আগিয়েপংকে বিক্রি করে দেন বীরেন্দ্র। নিজে রয়ে যান সেই সংস্থারই সিইও-র পদে। শুরু হয় 'সিমবক্স' জালিয়াতি বা আন্তর্জাতিক ফোন-কল জালিয়াতি চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই। আফ্রিকায় ফি-মাসে কয়েকশো কোটি টাকার ফোন-কল জালিয়াতির কারবার চলে। অন্য দেশ থেকে ঘানায় আইএসডি কল করতে মোটা টাকা খরচ হয়। এই টাকার কিছু অংশ কর বাবদ ঘানা সরকারের প্রাপ্য। তা ফাঁকি দেওয়াটাই জালিয়াতদের কাজ। নির্দিষ্ট টেলিকম রুটে ফোন-কলের যাতায়াত রুখে তা চোরাপথে পৌঁছে দেওয়া হয় গ্রাহকের কাছে। আন্তর্জাতিক কলটিকে কৌশলে 'লোকাল কল' হিসেবে দেখানো হয়। লাভের গুড় খেয়ে যায় জালিয়াতরা।

নজরদারি-পরিকাঠামো গড়ে বীরেন্দ্ররা সেটাই রুখে দিচ্ছেন। প্রযুক্তি-বিভ্রাটের জেরে ফোনের সার্ভিক প্রোভাইডারদের যে রাজস্ব ক্ষতি হ'ত তাও সামলে দিচ্ছেন তারা। বেহাল বিজলি-সড়কের 'অনুন্নত' দেশে কাজটা কঠিন ছিল। সব চ্যালেঞ্জ সামলে বছরে ১২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করছে 'সুবাহ'। ছ'জনের টিম এখন আড়াই হাজারের। সিয়েরা লিওন, গিনি-তেও কাজ করছেন বীরেন্দ্ররা। সেই কাজকে কুর্নিশ জানাচ্ছে বিশ্ব। আন্তর্জাতিক টেলিকম ইউনিয়নের বিশ্ব সম্মেলনে সদ্য উঠে এসেছে বীরেন্দ্র শাসমলের কথা। ইউরোপ বিজনেস অ্যাসেম্বলির সেরা ম্যানেজারের সম্মান, আফ্রিকার অন্যতম সেরা টেলিকম সংস্থার স্বীকৃতিও এখন এই বাঙালির মুঠোয়।

দীঘার অদূরে বাজকুলের ছেলে মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন মেদিনীপুরেরই ভূমিপুত্র বিজ্ঞানী মণি ভৌমিককে। আমেরিকায় বিজ্ঞান-চর্চায় উৎকর্ষ সাধনের পরে এ দেশে মেধাবী গরিব পড়ুয়াদের বল-ভরসা হয়ে উঠেছেন তিনি। মোহনবাগান-ভক্ত বীরেন্দ্র প্রয়াত বাবার স্মৃতিতে ফি-বছর গ্রামে ফুটবল প্রতিযোগিতা করেন। আফ্রিকায় সফল ব্যবসার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে লিখছেন বই।

কপিলানন্দ মণ্ডল

মাধ্যমিকের পরে লেখাপড়া আর হয়ে ওঠেনি। অথচ তার বক্তৃতাই মন দিয়ে শুনছে মার্কিন মুলুকে উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান এমআইটি। পাঁচ মহাদেশের ৫৫-টি দেশে ঘুরেছেন শুধু বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণে। অজ-পাড়াগাঁয়ে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একফালি দপ্তরে যে দৌড় শুরু হয়েছিল,তা ছুঁয়েছে যোজনা কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হওয়ার মাইলফলক।

দক্ষিণ ২৪-পরগণার উল্লোন থেকে 'আশ্চর্য' উড়ানের এই গল্পে রূপকথাকেও হার মানিয়েছেন কপিলানন্দ মণ্ডল। পাড়াগাঁয়ে স্বাবলম্বনের লক্ষ্যে তৈরি সংস্থা যে এমন বিশ্ব জোড়া পরিচিতি দেবে, তা তিনি ভাবেননি। কল্পনাতেও আসেনি যে, একদিন দক্ষিণ ২৪-পরগণার ১০-টি ব্লকের ৭১০-টি গ্রামের ১ লক্ষ ৩২ হাজার মানুষকে সঞ্চয়ভিত্তিক ক্ষুদ্র-ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সুরক্ষার বলয়ে নিয়ে আসবেন তিনি। অথচ তার সম্পর্কেই বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও ক্ষুদ্র-ঋণের অন্যতম পথিকৃৎ মহম্মদ ইউনুস বলেছিলেন যে, যা করার চেষ্টা করছিলেন তিনি কপিলানন্দ তা ইতোমধ্যেই করে ফেলেছেন।

লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে নেমে বেশ কয়েক মাইল দূরের গ্রাম উল্লোন। ১৯৯৪ সালে সেখানে ক্ষুদ্র-ঋণ সংস্থা বিবেকানন্দ সেবা-কেন্দ্র ও শিশু উদ্যান (ভিএসএসইউ) গড়ে তোলেন কপিলবাবু। সঞ্চয়ের বাধ্যতামূলক শর্তে ক্ষুদ্র-ঋণের ব্যবস্থা ও স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে গ্রামোন্নয়ন, ভিএসএসইউ-র এই মডেলেই নজর কাড়ে ক্ষুদ্র-ঋণ দুনিয়ার। ঋণ শোধ করতে প্রতিদিন, সপ্তাহে বা মাসে যে টাকা ঋণগ্রহীতা দেন, তার একাংশ জমা হয় সঞ্চয়খাতে। ফলে ঋণ শোধ হওয়ার সঙ্গে তৈরি হয় নিজস্ব পুঁজিও। এই ব্যবস্থারই ২০০৩ সালে ভূয়সী প্রশংসা করে বিশ্ব ব্যাংকের ক্ষুদ্র-ঋণ নিয়ে প্রকাশিত এক রিপোর্ট। আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র-ঋণ সংস্থাগুলির সামনে 'দৃষ্টান্ত বলে তকমা' দেওয়া হয় কপিলবাবুর প্রতিষ্ঠানকে। আর সে বছরই অশোক ফাউন্ডেশন তাকে ফেলো মনোনীত করে আমেরিকা পাঠায়। সেই শুরু। এমআইটি ছাড়াও বক্তৃতা দিয়েছেন টাফ্‌ট, সিয়েরা, নেভাদা-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। গিয়েছেন ইউরোপে।

কপিলবাবুর কাজের তারিফ করেছেন বিশ্বের তাবড় বিশেষজ্ঞরা। তার মুখ থেকে তা জানতে চেয়েছেন অর্থনীতির পণ্ডিতরা। একাধিকবার এ নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে বক্তৃতাও করেছেন তিনি। তবে তার জীবনে সব থেকে মনে রাখার দিনটি ছিল সম্ভবত ২০১১ সালের ৬ এপ্রিল। যে দিন তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষি উপদেষ্টা ভি. ভি. সাদামাতে ফোনে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে দ্বাদশ যোজনা কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের (আউটরিচ অব ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্স, কো-অপারেটিভস অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট) সদস্য করা হয়েছে বলে খবর দেন।

বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। মাধ্যমিক পাসের পর আর পড়তে পারেননি। ১৯৭৮ সালে একটি পত্রিকা অফিসে পিওনের কাজে যোগ দেন। ১৯৯০ সালে তা বন্ধ হওয়ায় বেকার হয়ে পড়েন। ১৯৯৪-তে শুরু ক্ষুদ্র-ঋণের কারবার। সেখানে থেকে যোজনা কমিশনে। এখন যোজনা কমিশনের দিন ফুরিয়েছে। তৈরি হয়েছে নীতি আয়োগ। ২০১৭ সালের ৩১ মার্চ দ্বাদশ যোজনা কমিশনের মেয়াদও ফুরোবে। তার পরে নীতি আয়োগে কপিলবাবু থাকবেন কি না, জানা নেই। তবে পিওন থেকে জীবনের পাহাড় চূড়ায় ওঠার তার এই স্বপ্নের দৌড় স্মরণীয় নিঃসন্দেহে হয়ে থাকবে।❑

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

আইনত স্বীকৃত মুদ্রা

আইনি দিক থেকে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ও টাকাকড়ির ধারদেনা মেটানোর ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত মুদ্রা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। যে কোনও মূল্যের কাগজি মুদ্রা সাধারণভাবে আইনত স্বীকৃত মুদ্রা হলেও, কোন অঙ্কের এবং কী পরিমাণ ধাতু মুদ্রা আইন মোতাবেক গ্রহণ করতে হবে, সে ব্যাপারে দেশে দেশে ফারাক আছে। এটাও আইনত স্বীকৃত টাকাকড়ি।

আইনত স্বীকৃত মুদ্রা দু' ধরনের

(১) **সীমিত আইনত স্বীকৃত মুদ্রা** : বিনিময় মূল্য ও ধারদেনা মেটাতে এ ধরনের মুদ্রা দেওয়া যায় একটা নির্দিষ্ট সীমা বা পরিমাণ পর্যন্ত এবং তার বেশি হলে কোনও ব্যক্তি তা গ্রহণ নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানকারীর বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। ভারতে ধাতব মুদ্রা হচ্ছে সীমিত আইনত স্বীকৃত মুদ্রা।

(২) **সীমাহীন আইনত স্বীকৃত মুদ্রা** : এ ধরনের মুদ্রায় যে কোনও পরিমাণ ধার শোধ বা বিনিময় মূল্য চুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কেউ এ মুদ্রা নিতে গররাজি হলে, তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া যায়। ভারতে কাগজি মুদ্রা বা নোট হচ্ছে সীমাহীন আইনত স্বীকৃত মুদ্রা।

আইনত স্বীকৃত হচ্ছে সেই টাকা যা দেশের আইনের স্বীকৃতি পেয়েছে, ধার বা বিনিময় মূল্য মেটানোর জন্য বৈধ। এর দ্বারা পাওনা তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

১৯৩৪-এর রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া আইন ব্যাংক নোট ইস্যু করতে একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে। এই আইনে বলা হয়েছে "ভারতের যে কোনও জায়গায় প্রতিটি ব্যাংক নোট তাতে উল্লিখিত অংকের মূল্যে হিসেবনিকেশ চুকনোয় প্রতিটি ব্যাংক নোট হবে আইনত স্বীকৃত।"

আইনি মর্যাদার স্বীকৃতি বা প্রত্যাহার গুরুত্বপূর্ণ কেন না কাগজি মুদ্রা তার যাবতীয় মূল্য পায় সরকারের স্বীকৃতি থেকে। এছাড়া, বিনিময় ও সঞ্চয়ের এক মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে হলে, কাগজের এক টুকরোর চাই জনগণের কাছ থেকে তার প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতা। বিধিসম্মত এক আদেশবলে এহেন কাগজি মুদ্রাকে "আইনত স্বীকৃত" ঘোষণামাফিকই তা সুনিশ্চিত করা যেতে পারে, সেই সঙ্গে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বা কেন্দ্রের অঙ্গীকার থাকবে যে, নোট তাদের কাছে হাজির করলে সমমূল্য "দেওয়া হবে বাহককে"।

আইনত বাধ্যবাধকতাহীন বিনিময় মূল্য : এ ধরনের টাকা সাধারণত গ্রহণ করা হয়,তবে তা গ্রহণ করতেই হবে, আইনের দিক থেকে একথা বলা চলে না। এই গোত্রে পড়ে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি বা বিনিময়-বিল (বিল অব এক্সচেঞ্জ), পোস্টাল অর্ডার ইত্যাদি এবং এসব নেওয়া বা না নেওয়া ঋণদাতা, পাওনাদার বা বিক্রেতার ইচ্ছাধীন। এসবকে ঐচ্ছিক টাকাও বলা হয়ে থাকে, কেননা এর পিছনে আইনি মদত নেই এবং তাদের গ্রহণ করা ইচ্ছাসাপেক্ষ।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

Books on Rashtrapati Bhavan Released Recently

(i) Work of Beauty : The Architecture and Landscape of the Rashtrapati Bhavan

This exhaustive volume documents the entire landscape around and architecture of the Rashtrapati Bhavan estate, starting from its construction as Government House, after the capital of British India shifted from Calcutta to Delhi in 1911.

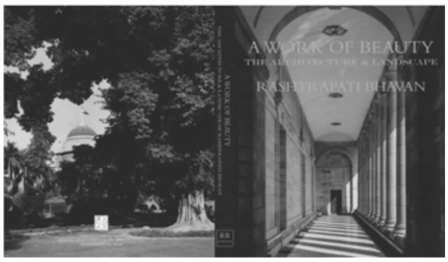

(ii) First Garden of the Republic : Nature in The President's Estate.

First Garden of the Republic documents the flora and fauna of the Estate across the season. It shows how human agency creates and curette this habitat and explores how plants and animals make the President's Estate their own, adapting it to their ends, and the challenges these living creatures and their habitats face today.

(iii) Around India's First Table : Dining and Entertaining at the Rashtrapati Bhavan

This volume traces the history of dining and entertaining at Rashtrapati Bhavan from the days when the British viceroys served French food in the stately dining room, through the early years of the republic, and the gradual replacement from Western to Indian cuisine. The reader is take behind the scenes to follow the careful preparations which make India's first table a site for successful gastronomic diplomacy.

(iv) Arts and Interiors of the Rashtrapati Bhavan

This volume extensively documents and catalogues the various artworks on display in the lush interiors of the vast Rashtrapati Bhavan estate. It includes vivid descriptions about the history and stylistic features of the furniture, paintings. It also covers interesting information about textiles, murals, and carpets that adorn the estate, illustrated with pictures of artworks, reproduction of plans and rare archival documents, the reader gets an entry into the magnificent world and is made familiar with the general interior design of the Rashtrapati Bhavan.

(v) Discover the Magnificent World of Rashtrapati Bhavan

This short volume aims to acquaint children with the fascinating story of the Rashtrapati Bhavan–how it was built, the events it has witnessed and the role that it plays in the life of the nation and the people who live and work there, through interesting stories, fascinating facts and descriptive chapters.

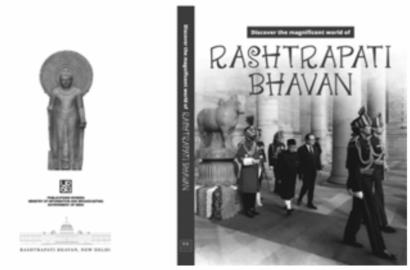

যোজনা ডায়েরি

(২১ ডিসেম্বর, ২০১৬—২০ জানুয়ারি, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

- গোপন তথ্য উইকিলিক্সে ফাঁস করার অপরাধে জেলবন্দি চেলসি ম্যানিংয়ের যাবজ্জীবন সাজা ৩০ বছর কমিয়ে দিলেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আগামী ১৭ মে মুক্তি পাবেন চেলসি। ওবামার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। ম্যানিংয়ের দেওয়া তথ্য ফাঁস করেই খবরের শিরোনামে এসেছিলেন অ্যাসাঞ্জ। গ্রেপ্তারি এড়াতে তিনি এখন লন্ডনেই ইকুয়েডরের দূতাবাসে আশ্রিত রয়েছেন।
- মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে গেলে এবার থেকে দাড়ি, পাগড়ি বা হিজাব আর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সেনাবাহিনীর নতুন নিয়মে ধর্মীয় আচরণের উপর এই ছাড় ঘোষণাকে যুগান্তকারী বলে মনে করছে আমেরিকার সংখ্যালঘু শিখ-মুসলিম সম্প্রদায়। সেনার তরফে জানানো হয়েছে, এত দিন সেনাবাহিনীর সচিব স্তরের পদগুলিতেই শুধু এই ছাড় মিলতো। এবার থেকে তা ব্রিগেড স্তরের পদগুলির ক্ষেত্রেও বলবৎ হবে। নতুন নিয়মে দেশের শিখ-মুসলিম নাগরিকরা ধর্মীয় রীতি বজায় রেখেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
- এর আগে কাঁচের সেতু তৈরি করে চমকে দিয়েছিল চিন। ২০১৬-র আগস্টে চিনের ঝংজিয়াজিতে সেই সেতুর উদ্বোধন হয়েছিল। তিয়ানমেন পর্বতের ওপর সেই সেতুই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ও লম্বা কাঁচের সেতু। বছর না ফুরোতেই ফের আরও একটি বড়ো চমক দিল চিন। এবার বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতু বানানোর কৃতিত্বও পকেটে পুরলো চিন।
- তার বিরুদ্ধে নাৎসিদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করার অভিযোগ যারা এনেছিল, তাদের সকলের জন্য লিখিত জবাব তৈরি করেছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ রসসাহিত্যিক পি. জি. উডহাউস। সেই অপ্রকাশিত নথি এত দিনে সামনে এসেছে। ১৯৪১ সালে বার্লিন রেডিওতে কিছু অনুষ্ঠান করার সুবাদেই উডহাউসের বিরুদ্ধে নাৎসি সমর্থনের অভিযোগ উঠেছিল।
- গত ২৫ ডিসেম্বর কেঁপে ওঠে চিলি উপকূল। রিখটার স্কেলে ভূ-কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৭। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের তরফে বলা হয়, কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার গভীরে। তাই উৎসস্থল থেকে প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত সুনামির সতর্কতা জারি করা হয় প্রশান্ত মহাসাগরে সুনামি দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করে। চিলির লস লাগোস এলাকার পার্শ্ববর্তী উপকূল থেকে সমস্ত বাসিন্দাদের অন্যত্র সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় চিলির জাতীয় আপৎকালীন দপ্তরের তরফে।

● **ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানের নালিশ এমটিসিআর-এ :**

যে সব ক্ষেপণাস্ত্র ভারত বানাচ্ছে তাতে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে ইসলামাবাদ অভিযোগ জানাল। ভারত ৪০০০ কিলোমিটার পাল্লার পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি-৪-এর চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে। ভারতের সর্বোচ্চ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি-৫-এর চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণও হয়েছে। এত শক্তিশালী দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র ভারতের পরমাণু অস্ত্রাগারে ঠাঁই পাওয়ায় পাকিস্তান আর উদ্বেগ গোপন রাখতে পারল না।

পরমাণু অস্ত্রের প্রসার রোধে যেমন এনএসজি রয়েছে, তেমনই ক্ষেপণাস্ত্রের প্রসার রোধেও আন্তর্জাতিক সংস্থা এমটিসিআর বা মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম রয়েছে। ৩৫-টি দেশকে নিয়ে গঠিত এই সংগঠনই ক্ষেপণাস্ত্রের আন্তর্জাতিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। এই এমটিসিআর-এর একটি প্রতিনিধি দল জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান সফরে আসে। তাদের সঙ্গে পাক বিদেশমন্ত্রকের কর্তাদের বৈঠকেই দিল্লির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাক সংবাদ মাধ্যমেই এই খবর প্রকাশিত হয়।

ক্ষেপণাস্ত্র পাকিস্তানও বানিয়েছে, এখনও বানাচ্ছে। তা সত্ত্বেও ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করার কথা পাকিস্তান বলছে কেন? ভারতের হাতে অগ্নি-৫-এর মতো ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল চলে এসেছে।

পাকিস্তানের জন্য ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল এখনও বহু দূরের কথা ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ মিসাইলও তারা বানাতে পারেনি। এখনও মিডিয়াম রেঞ্জ মিসাইলের যুগেই পড়ে রয়েছে। এদিকে মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমও ; অর্থাৎ, প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে আকাশেই শেষ করে দিতে সক্ষম যে ক্ষেপণাস্ত্র, তাও ভারত বানিয়ে ফেলেছে। এমটিসিআর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে পাক বিদেশমন্ত্রকের কর্তারা মূলত ভারতের ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তবে এমটিসিআর-এ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে খুব একটা লাভ হবে না বলেও ওয়াকিবহালমহল মনে করছে। কারণ ভারত নিজেও এখন ওই সংগঠনের সদস্য। চিন বহু চেষ্টা করেও এখনও এমটিসিআর-এর সদস্য পদ পায়নি।

● **বোরখায় নিষেধাজ্ঞা জারি করছে মরক্কো :**

চাদ, মিশরের পর এবার মরক্কো। আফ্রিকার তৃতীয় দেশ হিসাবে বোরখা নিষিদ্ধ করতে চলেছে এই মুসলিম রাষ্ট্র। মরক্কোর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে বোরখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শুধু বোরখা পরাই নয়, বোরখা তৈরি এবং তার আমদানি-রপ্তানি করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। মরক্কোর সব শহরেই একই নিয়ম বলবৎ হবে।

সাধারণত মুসলিম মহিলারা পাঁচ ধরনের বোরখা ব্যবহার করেন। খিমার, বোরখা, নিকাব, হিজাব এবং চাদর। মাথা, গলা ও ঘাড়ের অংশ ঢাকা পোশাককে বলে খিমার। এক্ষেত্রে মুখ থাকে অনাবৃত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা পোশাককে বলে বোরখা। এই পোশাকে পাতলা কাপড় দিয়ে চোখও ঢাকা থাকে। নিকাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র খোলা থাকে চোখ দু'টি। হিজাব অনেকটা খিমারের মতোই। তবে মাথা ও গলা ঢাকা থাকে এই পোশাকে। চাদর অনেকটা নিকাবের মতো। মরক্কোর বর্তমান রাজা ষষ্ঠ মহম্মদও নিকাব বা বোরখা জাতীয় সম্পূর্ণ ঢাকা পোশাকের বিপক্ষে। উদারমনস্ক মহম্মদ চান মেয়েরা হিজাব বা খিমার জাতীয় পোশাক পরুন। ইতোমধ্যেই মরক্কো সরকারের এ হেন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে কট্টরপন্থী সালাফি সংগঠন। এর আগে নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, বুলগেরিয়ায় নিষিদ্ধ হয়েছে বোরখা। মিশরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোরখা পরা নিষিদ্ধ। ২০১৫-র জুনে আত্মঘাতী হামলার পর থেকে চাদেও নিষিদ্ধ হয়েছে সম্পূর্ণ মুখ ঢাকা এই পোশাক।

● **শপথ নিলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প :**

গত ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সমবেত চার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে (জিমি কার্টার, বিল ক্লিন্টন, জর্জ ডব্লিউ. বুশ ও বারাক ওবামা) প্রথাগত ধন্যবাদ জানানোর পরে ৪৫তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে বলেন, শুধু প্রশাসনের বদল বা কোনও দল থেকে আর একটি দলে ক্ষমতার হাতবদল হল না। ক্ষমতা চলে গেল ওয়াশিংটন থেকে। ক্ষমতা ফিরে পেলেন আমেরিকার সাধারণ মানুষ। প্রচারের সময় এই কথাটাই বারবার বলে মার্কিন ভোটারদের মন কেড়ে ছিলেন ট্রাম্প।

আব্রাহাম লিঙ্কন যে বাইবেল হাতে শপথ নিয়েছিলেন, সেই বাইবেলের ওপর হাত রেখেই শপথ নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সঙ্গে ছিল তার পারিবারিক বাইবেলও। যেটি ডোনাল্ডের মা ১৯৫৫ সালে তাকে উপহার দিয়েছিলেন। ওয়াশিংটন-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ট্রাম্প-বিরোধীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওয়াশিংটনের রাস্তায় কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয় পুলিশকে, গ্রেপ্তার করা হয় প্রায় একশো জন বিক্ষোভকারীকে।

● **অফিসের কাজ বাড়িতে নয়, নয়া আইন ফ্রান্সে :**

কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষায় নয়া পদক্ষেপ ফরাসি সরকারের। নতুন বছরের প্রথম দিন (পয়লা জানুয়ারি) থেকে ফরাসি সরকারের নয়া আইন অনুযায়ী, স্মার্টফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কর্মীদের অধিকার নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সারতে হবে সংস্থার মালিকদের। ৫০ জন বা তার বেশি কর্মী রয়েছে এমন সংস্থার ক্ষেত্রেই এই আইন প্রযোজ্য হবে। সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন ফ্রান্সের কর্মীরা। কিন্তু, অনেক সময়েই সে হিসাব থেকে যায় খাতায়-কলমে। ডিজিট্যাল ডিভাইসের মাধ্যমে সব সময়ই সংস্থার মালিকদের নাগালে থাকেন কর্মীরা। এ ধরনের কর্মসংস্কৃতি বন্ধ করতেই উদ্যোগী হয় সরকার। ২০১৫-তে ফ্রান্সের শ্রমমন্ত্রী মারিয়াম আল খোমরি দেশের বিভিন্ন সংস্থায় একটি সমীক্ষার নির্দেশ দেন। ওই সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ, নির্দিষ্ট সময় সীমার বাইরেও স্মার্টফোনের মাধ্যমে অফিসের কাজ করতে হয় সে দেশের কর্মীদের। গত অক্টোবরে একটি বেসরকারি সংস্থার করা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও এক-তৃতীয়াংশ কর্মী প্রতিদিন তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অফিসের কাজ করেন। ফ্রান্সের শ্রমিক সংগঠনগুলি বহু দিন ধরেই সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

● **বন্যা বিধ্বস্ত তাইল্যান্ড :**

নতুন বছরের শুরুতেই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে টানা প্রবল বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত তাইল্যান্ডের দক্ষিণ অংশ। হাজার হাজার গ্রাম বিধ্বস্ত। মারা গিয়েছেন বহু মানুষ। বন্যায় ভেসে গিয়ে তাইল্যান্ডের দক্ষিণ প্রদেশের জাতীয় অভয়ারণ্য থেকে অন্তত ১০-টি কুমির বেরিয়ে পড়ে লোকালয়ে। এটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা দক্ষিণের মুয়াং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করে দেন। দেশের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানায় দক্ষিণের ১০-টি প্রদেশের ১০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। নাখোন সি থাম্মারাট প্রদেশে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। আবহবিদের মতে,এই সময়ে তাইল্যান্ডে এমন বৃষ্টি অস্বাভাবিক। নভেম্বর থেকে পর্যটকদের ভিড় জমে। বন্যায় সমস্যায় পড়েছেন তারাও। জনপ্রিয় গন্তব্য সামুই এবং ফানগান দ্বীপে অনেকেই আটকে পড়েন।

● ভারত থেকে মোষের মাংস কেনার প্রস্তাব বেজিংয়ের :

এতদিন ভারত থেকে মহিষ-মাংসের সরাসরি রপ্তানির উপর বেজিংয়ের নিষেধাজ্ঞা ছিল। সম্প্রতি সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিন। ফলে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে নয়াদিল্লির ঘাটতি এক ধাক্কায় অনেকটাই কাটানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, গত আর্থিক বছরে (২০১৫-'১৬) দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি ছিল ৫২৬৯ কোটি মার্কিন ডলার।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, দ্বিপাক্ষিক তিক্ততার মধ্যেই চিন দু' দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং সহযোগিতার প্রশ্নে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছে। চিনা রাষ্ট্রদূত লাও ঝোউহুই গত ১৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে বলেন, দু' দেশের মধ্যে সমস্ত বকেয়া চুক্তি এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ফের খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রদূতের এই বার্তার ঠিক পরেই মোষের মাংস রপ্তানি নিয়ে এই ঘোষণা। এতদিন চিনের ব্যবসায়ীরা ভিয়েতনামের কাছ থেকে মোষের মাংস কিনত। কিন্তু মজার ব্যাপার, ভিয়েতনাম থেকে যে মাংস নিত চিন, সেটা ভারতেরই। ভিয়েতনামেই ভারত সবচেয়ে বেশি মোষের মাংস রপ্তানি করে।

গদিতে বসার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এ ব্যাপারে চিনের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যের পথ খুলতে। এ নিয়ে চুক্তিপত্রও সই হয়েছিল। ২০১৫ সালের মে মাসে মোদীর চিন সফরের সময় বেজিং জানিয়েছিল, শীঘ্রই এই চুক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য তারা 'কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর' পাঠাবে। সম্প্রতি ভারতে একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠায় তারা। আপাতত ১৫-টি কেন্দ্র থেকে রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছেন চিনা বিশেষজ্ঞরা। তবে ১৫ বছর ধরে ভারতের সামনে এই নিষেধাজ্ঞা ঝুলিয়ে রাখার সঙ্গে ভারতীয় মোষের মাংসের গুণগত মানের সম্পর্ক নেই। বিষয়টি রাজনৈতিক। গুণগত মান নিয়ে চিনের সংশয় থাকলে এতদিন সেই মাংস ঘুরপথে ভিয়েতনামের থেকে তারা নিত না। শুধু ভিয়েতনামই নয়, মালয়েশিয়া, মিশর, ইরাক, সৌদি আরবেও বিপুল পরিমাণে ভারতীয় মোষের মাংস বিক্রি হয়।

বেজিংয়ের ব্যাপারে ভারতের বাড়তি আগ্রহের কারণ, চিনে মাংসাশীর সংখ্যা বাড়ছে। সমীক্ষা বলছে, ১৯৭৮-এ একজন চিনা নাগরিক গড়ে ৩০ গ্রামও মাংস খেতেন না। চার দশকে তা বেড়ে হয়েছে ১৮০ গ্রাম। সমীক্ষকেরা বলেন, ২০৩০-এ বিশ্বে গোরু-মহিষের মাংসের অর্ধেক পরিমাণ যাবে চিনের পেটে।

● মার্কিন মদতে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাস ইজরায়েল-বিরোধী প্রস্তাব :

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দিল না আমেরিকা। বরং ভোটাভুটিতে বিরত থেকে 'বন্ধু' ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাসের পথ মসৃণ করে দিল মার্কিন প্রশাসন। গত ২৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব পাস করে জানিয়েছে, অধিকৃত প্যালেস্তাইনে নিজেদের বসতি অবিলম্বে বন্ধ করুক ইজরায়েল।

বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা বিশ্বে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী তো বটেই, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ওবামা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। ইজরায়েল নিয়ে এই ঘটনায় প্রকাশ্যে আসে বিদায়ী ও প্রেসিডেন্ট ইলেক্টের মধ্যে চরম টানাপোড়েন। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ওয়েস্ট ব্যাংক, পূর্ব জেরুজালেম, গোলান হাইটসের মতো প্যালেস্তাইনের কিছু এলাকা দখল করেছিল ইজরায়েল। তারপর ওই এলাকায় নিজেদের নাগরিকদের বসবাসের ব্যবস্থা শুরু করে তারা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও আমেরিকা বরাবরই এই প্রসঙ্গে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর প্রতিরক্ষা খাতে বড়ো অঙ্কের মার্কিন অনুদানও পায় ইজরায়েল। ব্যতিক্রম ছিলেন ওবামা।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাসের সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভেনেজুয়েলা, সেনেগালের মতো কিছু দেশ। ট্রাম্পের চাপে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসে মিশর।

● বিতস্তা-চন্দ্রভাগার জল আটকে ভারতের সুবিশাল প্রকল্প, আতঙ্কে পাকিস্তান :

জম্মু-কাশ্মীরে দু'টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে ভারত। কিষণগঙ্গা এবং রতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে বিতস্তা (ঝিলম) এবং চন্দ্রভাগা (চেনাব)-এর উপরে। পাঞ্জাব এবং সিন্ধপ্রদেশের বিরাট এলাকা শুকিয়ে যেতে পারে ভারতের এই প্রকল্পের কারণে; আশঙ্কা ইসলামাবাদের। তাই পাক ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির দু'টি কমিটি; বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি এবং জলসম্পদ ও শক্তি কমিটি বৈঠক করে যৌথভাবে একটি সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে অবিলম্বে ওই দুই প্রকল্প বন্ধ করতে বলেছে ভারতকে। পাক ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির দাবি আন্তর্জাতিক চুক্তিকে সম্মান জানিয়ে বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার উপর কিষণগঙ্গা এবং রতলে প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করুক ভারত।

সিন্ধু জল চুক্তি অনুযায়ী বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার জলের উপর পাকিস্তানের অধিকার ৮০ শতাংশ, ভারতের অধিকার ২০ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় এই চুক্তি হয়েছিল। এই নদ-নদীগুলির জল ভারত ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু আটকাতে পারবে না, এমনই শর্ত সে চুক্তির। সেই শর্ত তুলে ধরে কিষণগঙ্গা এবং রতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘোর বিরোধিতা শুরু করল পাকিস্তান।

উরির সেনা ছাউনিতে জঙ্গি হামলার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সিন্ধু জল চুক্তি ভেঙে দেবে ভারত। তারপরই বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার উপর দু'টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির প্রস্তুতি দ্রুত এগোতে শুরু করেছে। এই দু'টি প্রকল্পেই অবশ্য শেষ নয়। সিন্ধু, বিতস্তা এবং ঝিলমের উপর মোট ৪৫ থেকে ৬০-টি বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত। ভারত থেকে পাকিস্তানের দিকে প্রবাহিত ছ'টি নদীর মধ্যে যে তিনটি নদীর উপর পাকিস্তানের অধিকার স্বীকৃত, সেই তিন নদী—সিন্ধু, বিতস্তা এবং চেনাবের প্রবাহ যদি সত্যই আটকে দেয় ভারত, তা হলে পাকিস্তানের কৃষিকাজ ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। জল এবং বিদ্যুতের সঙ্কটও মারাত্মক আকার নেবে। তাই আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী আদালত গঠন করে

বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও সিন্ধুর উপর ভারতের সমস্ত প্রকল্পের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক, বিশ্বব্যাংকের কাছে এমনই দাবি জানিয়েছে পাকিস্তান। বলাই বাহুল্য, কোনও প্রকল্পের কাজই ভারত বন্ধ করছে না। ভবিষ্যতে যে প্রকল্পগুলি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলির প্রক্রিয়াও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

- **চিনের নেট দুনিয়ার আয়তন টক্কর দিচ্ছে ইউরোপকেও :**

নেট দুনিয়ার আয়তনে ইউরোপকে টক্কর দিল চিন। চিনের নেট দুনিয়ার আয়তন নাকি ইউরোপের থেকে অনেক বেশি। এতটাই যে, চিনে শুধুমাত্র ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীর সংখ্যাই ইউরোপের মোট জনসংখ্যা ছুঁই ছুঁই! গত ২২ জানুয়ারি চিনা ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টার একটি রিপোর্টে এই তথ্য দিয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, চিনে এখন ৭৩ কোটিরও বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। ইউরোপের জনসংখ্যা যেখানে ৭৪ কোটি ৩১ লক্ষ। চিন অবশ্য ইন্টারনেটের ব্যবহারে প্রথম থেকেই বেশ সড়গড়। প্রতি বছরই সেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। শুধুমাত্র গত বছরেই ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে শুরু করেন। এর পিছনের কারণটাও রিপোর্টে জানিয়েছে ইন্টারনেট ইনফরমেশন সেন্টার। তাদের মতে, স্মার্টফোনের ব্যবহার আগের থেকে অনেকটা বেড়ে যাওয়াই এর কারণ। শুধুমাত্র গত দু' বছরেই নাকি স্মার্টফোনের ব্যবহার ৫ শতাংশ বেড়েছে। যার ফলে খাবার অর্ডার দেওয়া হোক বা বিনোদনের উপাদান খোঁজা—সবই স্মার্টফোনের মাধ্যমেই সেরে নিচ্ছেন তারা। ইনফরমেশন সেন্টার সূত্রের খবর, ইন্টারনেটে সবচেয়ে বেশি সার্চ হয় মিউজিক এবং অনলাইন ভিডিও। অনলাইন পেমেন্টের জন্যও সেখানে সবাই ইন্টারনেটের উপরেই নির্ভরশীল। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ইন্টারনেটের ব্যবহারে গ্রামাঞ্চলও সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যবহারকারীদের ২৭ শতাংশই গ্রামের বাসিন্দা বলে রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে।

- **পার্ল হারবারে মার্কিন সেনার স্মৃতিসৌধে বারাক ওবামা ও শিনজো আবে :**

সাত মাস আগে হিরোশিমা-সফরে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে এসেছিলেন আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। গত ২৭ ডিসেম্বর পার্ল হারবারের আরিজোনা স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে যেন সেই সৌজন্যই ফিরিয়ে দিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। নিহত মার্কিন সেনাদের উদ্দেশ্যে সমবেদনাও জানান তিনি।

১৯৪১-এর ৭ ডিসেম্বর। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে হামলা চালায় জাপানের বিমান। মৃত্যু হয় ২৪০৩ মার্কিন সেনার। কার্যত এর পরেই সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসরে নামে আমেরিকা। চার বছরের মাথায় জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ভয়াবহ পরমাণু হামলা চালায় তারা। পরে বদলেছে সমীকরণ। জাপান এখন আমেরিকার 'বন্ধু'। কিন্তু একযোগে দুই শীর্ষনেতার পার্ল হারবার সফর এবারই প্রথম।

শ্রদ্ধা জানিয়ে নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানান আবে। কিন্তু ক্ষমা চাননি একটি বারের জন্যও। মে মাসে জাপান সফরে যেমন চাননি ওবামাও। তবু এক বছরের মধ্যে এই জোড়া সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক কূটনীতিক মহল।

- **আঙ্কারায় নিহত রুশ রাষ্ট্রদূত, সিরিয়া নিয়ে প্রশ্নের মুখে রাশিয়া-তুরস্ক সম্পর্ক :**

গত ১৯ ডিসেম্বর তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার কাগদাস সানাত মেরকেজি আর্ট গ্যালারিতে রাশিয়ার গ্রামীণ জীবন নিয়ে তুরস্কের কয়েক জন আলোকচিত্রীর প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আন্দ্রেই কারলোভ। ২০১৩ থেকে তিনি তুরস্কে রাষ্ট্রদূতের কাজ সামলাচ্ছিলেন। কারলোভের উপরে সরাসরি গুলি চালায় এক ব্যক্তি। ঘাতকের নাম মেভলুত মের্ত আলতিনতাস। পরে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে নিহত হয় সে। এর ফলে তুরস্ক-রাশিয়ার নড়বড়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ফের প্রশ্নের সামনে।

প্রসঙ্গত গত বছরের নভেম্বরে তুরস্কের আকাশে ঢোকার অভিযোগে রাশিয়ার বায়ুসেনার সুখোই-২৪ বিমানটিকে ধ্বংস করে তুরস্কের বায়ুসেনার এফ-১৬ বিমান। ইউকিলিকসের ফাঁস করা তথ্যে জানা গিয়েছিল তুরস্কের আকাশসীমায় মাত্র ১৭ সেকেন্ড ছিল সুখোই বিমানটি। এর পরেই দু' দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চরম অবনতি হয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকিও দেয় রাশিয়া। তুরস্কে আসা প্রাকৃতিক জ্বালানি গ্যাসের ৬০ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে। তুরস্ক থেকে রাশিয়ায় মোট কৃষিজাত পণ্যের আমদানির চার শতাংশ আসে। দু'টিই বন্ধ করার কথা ওঠে।

২০১৬-এ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে ক্ষমতা থেকে সরাতে সেনা অভ্যুত্থান হয়েছিল। কিন্তু অভ্যুত্থান বার্থ হয়। এই সময়েই রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু করেন এরদোয়ান। চলতি বছরের প্রথম দিকে সুখোই ধ্বংস করার জন্য রাশিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল তুরস্ক। উত্তর সিরিয়ায় আইএস জঙ্গিদের সঙ্গে বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার আগে রাশিয়ার অনুমতি নিয়েছিল তুরস্ক। বেশ কয়েকটি আইএস ঘাঁটির দখল নেয় তুরস্কের সেনা।

দু' দেশের মধ্যে বিরোধের কারণই সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে দু'পক্ষ পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। রাশিয়া প্রেসিডেন্ট বাসার আল-আসাদের পক্ষে নেয়। তাকে ক্ষমতায় রাখতে নিজের সেনাকে যুদ্ধে নামায়। অন্য দিকে আসাদ বিরোধী অবস্থানে অনড় তুরস্ক। তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আসাদ বিরোধীদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য নিজের সীমান্ত খুলে রেখেছিল তুরস্ক। এর ফলে সুবিধা পেয়ে যায় ইসলামিক স্টেট (আইএস)-ও। তুরস্ক হয়ে রসদ ও বিদেশি জঙ্গিদের সিরিয়ায় ঢোকা সহজ হয়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সম্প্রতি সেই সীমান্তে কড়াকড়ি শুরু করেছে তুরস্ক।

সম্প্রতি রাশিয়ার সেনার সাহায্যে আসাদ বিরোধী বিদ্রোহীদের অন্যতম ঘাঁটি আলেপ্পো দখল করেছে সিরিয়ার বাসার আল-আসাদা

অনুগত সেনা। দীর্ঘ চার বছরের যুদ্ধে আলেপ্পো প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে. আলেপ্পোর পতনের পরে রাশিয়ার ভূমিকার সমালোচনা করেছিলেন এরদোয়ান। আলেপ্পোয় মানবাধিকারের উলঙ্ঘন নিয়েও সরব হন। আলেপ্পো থেকে বন্দি, আর্ত নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেবই বলছে প্রায় ৫০ হাজার নাগরিক আলেপ্পোর বিদ্রোহীদের অধিকারে থাকে অঞ্চলে আটকে ছিলেন। নানা চাপান-উতোরের মধ্যে এই সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াটি ধাক্কা খাচ্ছে। রাষ্ট্রদূত হত্যার ঘটনার পরে পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা। পাশাপাশি রাশিয়া সামরিকভাবে নতুন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে বলেও আশঙ্কা।

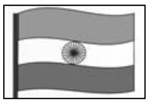

জাতীয়

➢ উদ্বোধন হল ভারতীয় নৌসেনার স্করপেন শ্রেণির দ্বিতীয় ডুবোজাহাজ 'আইএনএস খান্দেরি'-র। মুম্বইয়ের মাজগাঁও ডাকে সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ ভামরে। ফরাসি নির্মাতা সংস্থা ডিসিএনএস-এর অফিস থেকে স্করপেনের তথ্য ফাঁস নিয়ে হইচই হয়েছে বিস্তর। কিন্তু স্পর্শকাতর তথ্য ফাঁস হয়নি বলেই দাবি নৌসেনার।

● হিমাচলপ্রদেশের ধর্মশালা রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী :

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে টেক্কা দিতে পারে সুইজারল্যান্ডকেও। যে কোনও ভ্রমণপিপাসুর স্বপ্নরাজ্য হতে পারে ধর্মশালা। এবার হিমাচলপ্রদেশের 'উইন্টার ক্যাপিটাল' থেকে হতে চলেছে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী শহর। ১৮৬৪ সালে, রাজ্যের সর্ববৃহৎ শহর সিমলা 'সামার ক্যাপিটাল'-এর আখ্যা পায়। পরবর্তীকালে তা রাজ্যের রাজধানী হয়।

এক সময়ে পাঞ্জাব প্রদেশের অংশ ধর্মশালা ছিল রাজশাসিত এলাকা। কাংড়া অঞ্চলের কাটোচ পরিবার রাজত্ব করত ধর্মশালায়। এমনই নানা ঐতিহাসি পটভূমিকার সাক্ষ্য রয়েছে ধর্মশালা। তাছাড়া, এ রাজ্যের ৬৮ অ্যাসেম্বলি সিটের মধ্যে ২৫-টি সিটই রয়েছে কাংড়া, উনা ও হামিরপুর জেলায় এবং এই জেলাগুলি সিমলা থেকে অনেক নিচে হওয়ায়, প্রশাসন মনে করছে যে এই জেলাগুলিও উপকৃত হবে। প্রশাসনিক কাজের জন্য স্থানীয়দের আর কষ্ট করে সিমলা যেতে হবে না। আরও একটি বিশেষ কারণে ধর্মশালার মাহাত্ম্য রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের আধ্যাত্মিক নেতা দলাই লামার বাসস্থান এই ধর্মশালা।

● এক সঙ্গে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন, গিনেস রেকর্ড ভারতের :

৩ লক্ষেরও বেশি দেশবাসীর সমবেত জাতীয় সঙ্গীত বাংলাদেশের রেকর্ড ভেঙে গিনেস বুকে জায়গা করে দিল ভারতকে। গুজরাতের রাজকোট জেলার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কয়েক লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সেখানেই সম্প্রতি ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছেন। এর আগে গিনেস বইয়ে এই জায়গাটি ছিল বাংলাদেশের। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৩৭ জন একসঙ্গে সে দেশের জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন।

রাজকোটে ৬০ কোটি টাকা খরচ করে খোদাল ধাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সে জন্য চলতি মাসের ১৭ তারিখ থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান। মন্দির দর্শনে অন্তত ৫০ লক্ষ ভক্ত এসেছেন। তাদের মধ্যেই ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জন মিলে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছেন। আরও একটি রেকর্ড করেছে খোদাল ধাম। ভক্তদের দিয়ে দীর্ঘতম শোভাযাত্রা করিয়ে লিমকা বুক অফ রেকর্ড করে ফেলেছে। এই শোভাযাত্রার দৈর্ঘ্য ছিল ৪০ কিলোমিটার।

● সিবিআই-এর নতুন ডিরেক্টর অলোক কুমার ভার্মা :

গত ২০ জানুয়ারি দিল্লির পুলিশ কমিশনার অলোক কুমার ভার্মাকে নতুন সিবিআই ডিরেক্টর করা হল। সিবিআই-এর ডিরেক্টর নিয়োগের জন্য তিন সদস্যের প্যানেল ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জগদীশ সিং খেহর ও লোকসভার কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। এই তিনজন মিলেই নতুন সিবিআই প্রধানকে বেছে নিয়েছেন। গত বছরের ২ ডিসেম্বর অনিল সিনহার অবসরের পরে দেড় মাস ধরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের পদ ফাঁকাই পড়ে ছিল। গুজরাত ক্যাডারের আইপিএস অফিসার রাকেশ আস্থানা অন্তর্বর্তী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।

অলোক কুমার ভার্মা ১৯৭৯ সালের ব্যাচের আইপিএস অফিসার। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে তিনি দিল্লির পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তাছাড়াও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পুদুচেরি, মিজোরামেও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয় কাজ করেছেন। দিল্লি পুলিশ কমিশনারের পদে কাজ করার আগে অলোক ভার্মা তিহার জেলের ডিরেক্টর জেনারেল পদে কাজ করেছেন। সিবিআই ডিরেক্টর হিসাবে আগামী ২ বছর তিনি পদে থাকবেন।

● বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কিনল ভারত :

রাশিয়া এবং ইজরায়েলের কাছ থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র কিনল ভারত। দফার দফায় সেই সব অস্ত্র আকাশপথে ভারতে আনা হচ্ছে বলে একটি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে। বিপুল সংখ্যক অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল, রকেট লঞ্চার, বোমা, গ্রেনেড লঞ্চার এবং চালকবিহীন উড়ন্ত যান ভারত কিনেছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রের খবর, রাশিয়া এবং ইজরায়েলের সঙ্গে আলাদা-আলাদা করে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রক তথা বাহিনীর পদস্থ কর্তাদের নিয়ে দু'টি আলাদা কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই দুই কমিটির সদস্যরা রাশিয়া ও ইজরায়েলে গিয়ে অস্ত্রচুক্তি করেছেন। দর কষাকষি এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও তাদেরই দেওয়া হয়েছিল। প্রতিরক্ষা চুক্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দর কষাকষির

যে প্রচলিত রীতি রয়েছে, তাতে প্রক্রিয়া অনেক বিলম্বিত হয়। সেই দেরি এড়াতেই দু'টি কমিটি গড়া হয় এবং তাদের হাতেই সব ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর। সব মিলিয়ে মোট ২০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র কেনার চুক্তি ভারত সেরে ফেলেছে বলে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সূত্রের খবর।

রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা হয়েছে কয়েক হাজার অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল বা ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, অনেকগুলি টি-৯০ ট্যাঙ্কের ইঞ্জিন (এই ট্যাঙ্ক ভারতীয় বাহিনীর মূল ব্যাটল ট্যাঙ্ক), ট্যাঙ্কের নানা অংশ, বিপুল সংখ্যক মাল্টিব্যারেল রকেট লঞ্চার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র।

ইজরায়েলের কাছ থেকে কেনা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকিল বা চালবিহীন উড়ন্ত যান এবং ভারতীয় নৌসেনার জন্য বিপুল সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র। উপরোক্ত অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও সেনাবাহিনীর গাড়ি এবং ট্যাঙ্কগুলিকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর মতো রক্ষাকবচ, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বোমা, সৈনিকদের সুরক্ষাকবচ এবং অত্যাধুনিক গ্রেনেড লঞ্চারও কেনা হয়েছে।

- **আবাস যোজনার উদ্বোধন :**

অসমে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের সব পরিবার পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ঘর পাবে। প্রথম পর্যায়ে এক বছরের মধ্যে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ২৪৫-টি বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বাড়ি তৈরির খরচ বাড়িয়ে এক লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও এনরেগা প্রকল্প মিলিয়ে পরিবার প্রতি এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ ধরা হচ্ছে। ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়ির ন্যূনতম আয়তন ছিল ২০ বর্গমিটার। তা বাড়িয়ে ২৫ বর্গমিটার করা হয়েছে। অতিরিক্ত স্থান বরাদ্দ হবে বিজ্ঞানসম্মত রান্নাঘর তৈরির জন্য।

সাহায্যপ্রাপক পরিবার বাছাই প্রক্রিয়া হবে স্বচ্ছ। কোনও স্বজনপোষণ চলবে না। থাকবে কড়া নজরদারি। ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক সুমারির তালিকা গ্রামসভাকে দিয়ে যাচাই করার পর সাহায্যপ্রাপকের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। বাড়ি পরে বাড়াতে চাইলে ঋণ মিলবে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত। পরে শহরের মানুষকেও পর্যায়ক্রমে ওই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যে ১০ লক্ষ পাকা বাড়ি ও দেশে দুই কোটি ৯৫ লক্ষ পাকা বাড়ি তৈরি করা হবে। বাড়ি তৈরির মূলধন হিসেবে এক লক্ষ ৩০ হাজার টাকার পাশাপাশি শৌচালয় তৈরির জন্য ১২ হাজার টাকা ও এনরেগার আওতায় আরও ১৮ হাজার টাকা মিলবে।

- **ভাইব্র্যান্ট গুজরাতে ৫ কোটির মউ সই করল ক্লাস টেনের ছাত্র, বানাবে ড্রোন :**

হর্ষবর্ধন জালা। বয়স মাত্র ১৪ বছর। বাপুনগরের সর্বোদয় বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণির ছাত্র। তাবড় ব্যবসায়ীকে পিছনে ফেলে ভাইব্রান্ট গুজরাতের মঞ্চে দশম শ্রেণির এই পড়ুয়াই ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয়কারী ড্রোন তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে ৫ কোটি টাকার মউ স্বাক্ষর করেছে। গুজরাতে সরকারের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তরের সঙ্গে কাজ করে এই ড্রোন বানানোর কথা।

অনেক ছোট থেকেই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছে হর্ষবর্ধন। ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয়কারী ড্রোন তৈরির পরিকল্পনাটা অবশ্য খুব বেশি দিনের নয়। ২০১৬ সালে সংবাদ মাধ্যমে একটি খবর থেকে হর্ষবর্ধন জানতে পারে, কোনও এক এলাকায় প্রচুর সেনা ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। এর পরই সে স্থির করে এমন একটা ড্রোন তৈরি করবে, যা আকাশে উড়তে উড়তে মাটিতে পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন চিহ্নিত করতে পারবে। ইতোমধ্যে এমন তিনটি ড্রোন বানিয়েও ফেলেছে। যার জন্য খরচ হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। প্রথম দু'টি ড্রোনের যাবতীয় খরচ তার বাবা জুগিয়েছেন। ২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল সেগুলো বানাতে। তৃতীয় ড্রোনটার জন্য অবশ্য গুজরাত সরকারের পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

কীভাবে কাজ করবে ওই ড্রোন? ইনফ্রারেড, আরজিবি সেন্সর এবং থার্মাল মিটার প্রযুক্তির সাহায্যে চিহ্নিত করবে ল্যান্ডমাইন। মাটি থেকে দু' ফুট উঁচুতে ওড়ার সময় ড্রোন থেকে নির্গত এই তরঙ্গ আট বর্গমিটার পর্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। ল্যান্ডমাইন খুঁজে পেলে ড্রোনে লাগানো ২১ মেগাপিক্সলের ক্যামেরা হাই-রেজলিউশন ছবি তুলে তা পাঠিয়ে দেবে নির্দিষ্ট অফিসে, যেখান থেকে ড্রোনটি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এরপর নিয়ন্ত্রণকারী যদি মনে করেন, ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করার প্রয়োজন, তা হলে অফিসে বসেই বোমা ফাটিয়ে তা ধ্বংস করে দেবেন। তার জন্য প্রতিটা ড্রোন ৫০ গ্রাম ওজনের বোমাও বহন করবে। হর্ষবর্ধনের এই আইডিয়া পছন্দ হয়ে যায় গুজরাত সরকারের। তার জেরেই ব্যবসায়িক সমঝোতাপত্রের সইসাবুদ। পেটেন্ট-এর জন্য ইতোমধ্যে তার নামও নথিভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ড্রোন তৈরির নিজস্ব 'এরোবটিক্স' নামে কোম্পানিও খুলে ফেলেছে হর্ষবর্ধন।

- **বিশ্বের 'ডায়নামিক' শহরের শীর্ষে বেঙ্গালুরু :**

বিশ্বের 'ডায়নামিক' শহরগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানটি দখল করল ভারতের 'আই-টি ক্যাপিটাল' হিসাবে পরিচিত বেঙ্গালুরু। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের তরফে বিশ্বের প্রথম দশ 'ডায়নামিক' শহরের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সম্প্রতি। বেশ শক্ত প্রতিযোগীদেরও হেলায় হারিয়েছে বেঙ্গালুরু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সিলিকন ভ্যালি', 'লন্ডন', 'সাংহাই', তবে শুধু তথ্য-প্রযুক্তির শহরই নয়। কারণ পাঁচ নম্বর স্থানটিতে রয়েছে হায়দরাবাদ। দশ নম্বরে রয়েছে কেনিয়ার নাইরোবি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন রয়েছে নয় নম্বরে। অষ্টম স্থান দখল করেছে ভিয়েতনামের হানোই। ডায়নামিক শহরের তালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিন। ষষ্ঠ স্থানে লন্ডন। পাঁচে রয়েছে হায়দরাবাদ এবং চতুর্থ স্থানে চিনের সাংহাই। তৃতীয় স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি। ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

● **বড়ো পদক্ষেপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের; এবার সেনার সব হেলমেট বুলেটপ্রুফ :**

ভারতীয় সেনার প্রত্যেক সদস্যকে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক বুলেটপ্রুফ হেলমেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। কানপুরভিত্তিক সংস্থা এমকেআই ইন্ডাস্ট্রিজকে প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার হেলমেট তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে; এই খাতে ১৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে মন্ত্রক। গত দু' দশকের মধ্যে এই প্রথম সেনাবাহিনীর হেলমেট কেনার জন্য এত বড়ো বরাত দিল মন্ত্রক। এই হেলমেট খুব কাছ থেকে ছোড়া নাইন এমএম বুলেটের আঘাতও রুখে দিতে সক্ষম। বুলেটপ্রুফ হেলমেটের সক্ষমতার আন্তর্জাতিক মাপকাঠিও এটিই।

বর্তমানে যে হেলমেট সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ব্যবহার করেন, তা বুলেটপ্রুফ নয়। এমকেআই ইন্ডাস্ট্রিজকে যে হেলমেট তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে, তা কিন্তু বুলেটের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে। অনেক হালকা এবং আরামদায়ক এই হেলমেটে যুদ্ধের সময় বাহিনীর সদস্যের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ডিভাইস লাগানোর সংস্থানও থাকছে।

এক দশকেরও বেশি আগে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর প্যারা স্পেশ্যাল ফোর্সের সদস্যদের জন্য আধুনিক হেলমেট কেনা হয়েছিল। ইজরায়েলের কাছ থেকে কেনা সেই ওআর-২০১ বুলেটপ্রুফ হেলমেট 'গ্লাস রিইনফোর্সড প্লাস্টিক' দিয়ে তৈরি। কিন্তু শুধু প্যারা কম্যান্ডোদের কাছেই ওই হেলমেট রয়েছে। জঙ্গি দমন অভিযানের সময় মাথা বাঁচানোর জন্য ইনফ্যান্ট্রি সোলজারদের এক ধরনের ফেট্টি দেওয়া হয়। সেই ফেট্টি মাথায় পরে নিলে কপাল এবং মাথার পিছনের অংশ সুরক্ষিত থাকে ঠিকই। কিন্তু ওই সব বুলেটপ্রুফ ফেট্টির ওজন আড়াই কিলোগ্রাম। এই সমস্যার সমাধান করতেই সেনার সাধারণ পদাতিকবাহিনীর জন্যও হালকা, অত্যাধুনিক বুলেটপ্রুফ হেলমেট কেনার বরাত দিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

যে সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়েছে, সেই এমকেআই ইন্ডাস্ট্রিজ আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বাহিনী এই সংস্থার কাছ থেকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং হেলমেট কেনে। আগামী তিন বছরের মধ্যে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার বুলেটপ্রুফ হেলমেট সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার কথা এই সংস্থার।

● **অগ্নি-৪ এবং 'অগ্নি ৫'-এর সফল উৎক্ষেপণ করল ভারত :**

ওড়িশা উপকূল থেকে গত ২ জানুয়ারি চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হল ৪০০০ কিলোমিটার পাল্লার অগ্নি-৪ ক্ষেপণাস্ত্রের। ওড়িশার বালেশ্বরের টেস্ট রেঞ্জ থেকে পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ মিসাইলটি ছোড়া হয়। অগ্নি-৪ অন্যান্য পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণগুলির মতো এবারও নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানে। ভূমি-থেকে-ভূমিতে আঘাত হানতে সক্ষম অগ্নি-৪ ক্ষেপণাস্ত্রের দৈর্ঘ্য ২০ মিটার। ২০১১ সালের ১৫ নভেম্বর প্রথমবার এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হয়েছিল। আর ২০১৭ সালের ২ জানুয়ারি ক্ষেপণাস্ত্রটির ষষ্ঠ তথা চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হল। চূড়ান্ত পরীক্ষাতেও সফলভাবে অগ্নি-৪ নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানায় এই ক্ষেপণাস্ত্রকে এবার দেশের সশস্ত্রবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। অগ্নি-৪ ক্ষেপণাস্ত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অনবোর্ড কম্পিউটার রয়েছে। উৎক্ষেপণের পর কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় যান্ত্রিক বা অন্য কোনও গোলোযোগ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারে এই কম্পিউটার। গত ২৬ ডিসেম্বর পরমাণু বহনক্ষম সবচেয়ে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি-৫'-এর ওড়িশা উপকূল থেকে উৎক্ষেপণ হয়েছিল। ওড়িশার কালাম দ্বীপ থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ করে ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। 'অগ্নি' পরিবারের মধ্যে এই ক্ষেপণাস্ত্রটি সবচেয়ে অত্যাধুনিক এবং এর মারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। অগ্নি-৫-এর লক্ষ্যমাত্রা ৫৫০০-৫৮০০ কিলোমিটার। শুধু তাই নয়, ১৭ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং ৫০ টনের এই ক্ষেপণাস্ত্রটি ১৫০০ কেজি ওয়ারহেড বহন করতে পারে। এর পাল্লার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান, চিন এবং ইউরোপ। ৫৮০০ কিলোমিটার বা প্রয়োজনে তারও বেশিদূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রেরও সেটিই ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ। মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম (এমটিসিআর)-এর সদস্য হওয়ার পর ভারত এই প্রথম দূরপাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা করল। ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৫-এও এই ক্ষেপণাস্ত্রের তিনবার পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এবার অগ্নি-৪ ক্ষেপণাস্ত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণও হয়ে গেল। অর্থাৎ দু'টি ক্ষেপণাস্ত্রই এখন ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর পরমাণু অস্ত্রাগারের নিয়ন্ত্রক স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কম্যান্ডের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর আগেই অবশ্য অগ্নি-১, অগ্নি-২, অগ্নি-৩ এবং পৃথ্বীর মতো ভূমি-থেকে-ভূমি ব্যালিস্টিক মিসাইল ভারতীয় বাহিনীর অস্ত্রাগারে ঢুকে পড়েছে।

● **পাঞ্জাবে ভোটের মুখে কংগ্রেসে যোগ দিলেন সিধু :**

আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন নভজ্যোত সিংহ সিধু। নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গাঁধী দলে স্বাগত জানান বিজেপি ছেড়ে আসা এই পদত্যাগী সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটারকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর বিজেপি-র হাত ধরে রাজনীতির ময়দানে এসেছিলেন সিধু। পাঞ্জাবের অমৃতসর লোকসভা কেন্দ্র থেকে পর পর দু'বার বিজেপি-র টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু ২০১৪-র নির্বাচনে তাকে টিকিট না দিয়ে অরুণ জেটলিকে অমৃতসরে প্রার্থী করে বিজেপি। ২০১৬-র সেপ্টেম্বরে বিজেপি ছাড়েন সিধু। অমৃতসর থেকে টিকিট না দেওয়ার 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে সিধুকে রাজ্যসভার মনোনীত সাংসদ করেছিল বিজেপি। কিন্তু বিজেপি ছাড়ার পাশাপাশি সিধু সেই সাংসদ পদও ছেড়ে দেন। সিধুর স্ত্রী নভজ্যোত কউর সিধুও বিজেপি বিধায়ক ছিলেন। তিনি সিধুর আগেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় নভজ্যোত কউরের নাম ইতোমধ্যেই ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে।

● **ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনা দিবস পালন :**

১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারিতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদের ব্যাটন বদল হয়েছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত কার্যকালের মেয়াদ শেষে জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস বুচারের পর সেনাবাহিনীর প্রথম ভারতীয় প্রধান হল লেফটেন্যান্ট কে. এম. কারিআপ্পা। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারি সেনা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। একই সঙ্গে এই দিনে স্মরণ করা দেশের বীর সেনানীদের মহান কীর্তিকেও।

তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭৬-এ কলকাতায় ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন করে। নিজেদের জওয়ান ছাড়াও আমেরিকা ও ব্রিটেন-সহ বহু বিদেশি সেনা জওয়ানদেরও প্রশিক্ষণ দেয় ভারতীয় সেনা। এখনও পর্যন্ত দেশে সেনা অভুত্থানের ঘটনা ঘটেনি। পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বহু ভাষাভাষীর সমাগম হলেও নিয়োগের যোগ্যতা মান হিসাবে ভারতীয় সেনায় সবচেয়ে পুরনো বাহিনী হল রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীবাহিনী। ভারতীয় সেনার একটি অশ্বারোহী বাহিনীও রয়েছে।

● **মুলায়ম নন সপার মালিক অখিলেশই :**

২৫ বছর আগে নিজের হাতে গড়া দলের নাম বা প্রতীক ব্যবহারের অধিকার খোয়ালেন মুলায়ম সিংহ যাদব। ১৭ জানুয়ারি দেশের নির্বাচন কমিশন সরকারিভাবে জানিয়ে দেয়, অখিলেশ যাদব নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীই সমাজবাদী পার্টি (সপা) নাম ব্যবহার করার অধিকারী। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকায় অখিলেশ শিবিরকেই সমাজবাদী পার্টি নাম ও সাইকেল প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। মুলায়ম শিবির আলাদাভাবে ভোটে লড়তে চাইলে তাদের নতুন প্রতীক ও নতুন নাম নিয়ে নামতে হবে।

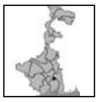

পশ্চিমবঙ্গ

➢ রাজ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬২ করার সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। গত ৭ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অবসরের এই বর্ধিত বয়ঃসীমা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

➢ রাজ্যের সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ১৩ হাজারেরও বেশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য এবার ই-পেনশন চালু করতে চলেছে সরকার। রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেনসও পাওয়ার গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে বারে বারেই দীর্ঘ সূত্রিতার অভিযোগ উঠেছে। ই-পেনশন চালু হলে অবসরের ১২ মাস আগেই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মোবাইল ফোনে এসএমএস করে সব তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। গোটা বিষয়টি অনলাইনে চালু করার জন্য এখন পেনশন সংক্রান্ত আলাদা ওয়েবসাইট তৈরির প্রক্রিয়া চলেছে। অবসরের আগে সেখানে লগ-ইন করে যাবতীয় তথ্য জমা দিতে হবে।

➢ নতুন বছরে গরিবদের জন্য নতুন প্রকল্প রাজ্য সরকারের। দুঃস্থ পরিবারের কেউ মারা গেলে তার শেষকৃত্যের জন্য ২ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে মৃতের পরিবারকে চলতি বছরের শুরু থেকেই। রাজ্য জুড়ে শ্মশান এবং কবরস্থানগুলির মাধ্যমে এই টাকা দেওয়া হবে বলে সরকারি সূত্রের খবর। আপাতত কলকাতার শ্মশান এবং কবরস্থানগুলিতে এই 'সমব্যথী' প্রকল্পের কাজ শুরু করছে কলকাতা পুরসভা। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, শেষকৃত্যের জন্য আসা পরিজনদের স্থানীয় কাউন্সিলর বা এই শংসাপত্র দেওয়ার অধিকারী কোনও সরকারি অফিসারের কাছ থেকে লিখিয়ে আনতে হবে যে, মৃত ব্যক্তি আর্থিকভাবে দুর্বল। শংসাপত্র দেখালে শ্মশানে কর্তব্যরত সাব-রেজিস্ট্রার পরিবারের হাতে ওই টাকা দেবেন।

● **রাজ্যের অন্যতম, জেলার সেরা চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল :**

চিকিৎসা পরিষেবার নিরিখে রাজ্যের সেরা তিন জেলা হাসপাতালের অন্যতম সেরার শিরোপা পেল হুগলির চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতাল। ভূষিত হল 'স্বাস্থ্য সম্মান-২০১৬'-তে। বাকি দুই হাসপাতাল হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার এমআর বাঙুর ও উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত জেলা হাসপাতাল। এছাড়া হুগলীর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে সেরা হয়েছে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল। ৩০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে সম্মান তুলে দেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের রোগী পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির জেলা স্তরে অফিসার ইনচার্জ হিসাবে নিযুক্ত হন জেলাশাসক। কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন জেলা ঘুরে হাসপাতালের হালহকিকত খতিয়ে দেখেন। রোগীদের খাদ্যের মান, হাসপাতাল চত্বরের পরিচ্ছন্নতা, রোগী ভর্তির সংখ্যা, অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত রোগীর সংখ্যা, প্রসূতি বিভাগে প্রতিনিয়ত কত শিশু প্রসব হচ্ছে, তার মধ্যে মৃত ও সুস্থ শিশুর সংখ্যা, হাসপাতালের পরিকাঠামো, অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগের পরিস্থিতি এবং হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সঠিক প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিবেচনায় থাকে। সেই মাপকাঠিতেই মেলে সম্মান।

● **চল্লিশ বছর পর উত্তরবঙ্গের নেওড়া ভ্যালিতে বাঘ :**

পেডং থেকে লাভা যাওয়ার পথে গত ১৯ জানুয়ারি অনমোল ছেত্রী নামে এক গাড়ি চালকের চোখে পড়ে বাঘটি। মোবাইলে কয়েকটি ছবিও তোলেন তিনি বাঘের। কিন্তু উত্তরবঙ্গের নেওড়া ভ্যালিতে বাঘ? খাতায় কলমে বক্সা টাইগার রিজার্ভ বটে, বছর দুয়েক আগে বাঘ সুমারিতে সেখানে বাঘের অস্তিত্বও জানা গিয়েছিল। কিন্তু গত দু' দশকে সশরীরে দেখা মেলেনি। হিসেব মতো বক্সায় এখনও বাঘ রয়েছে। ছবি দেখে লাভা-পেডং রোডে, যেখানে দেখা মিলেছিল সেখানে পাঠানো হল বনকর্মীদের। বাঘের সদ্য মারা আধ-খাওয়া

প্রাণীর দেহও মেলে। তবে বাঘের দেখা আর মেলেনি। নেওড়া বনাঞ্চল বাঘের আদর্শ ঠিকানা। কিন্তু গত চল্লিশ বছরে নেওড়া ভ্যালিতে বাঘের দেখা মেলেনি।

ফলে বাঘটি যদি সত্যিই ওই এলাকার বাসিন্দা হয়, তা হলে কালিম্পং পাহাড়ের ৭ থেকে সাড়ে ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় ৮৮ বর্গকিলোমিটার জুড়ে নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান রয়্যাল বেঙ্গলের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে। নেওড়া অভয়ারণ্যের বেশ কিছু এলাকায় এখনও প্রায়ই দেখা মেলে রেড পাণ্ডা, কস্তুরী হরিণ, চিতাবাঘ, ভালুক, সম্বরের মতো প্রাণীর। পর্যটকের ভিড়হীন এই বনানী বাঘের আদর্শ ঠিকানা হতেই পারে। ক'মাস আগেই কুমায়ুনের পিথোরগড়ে প্রায় সাড়ে তেরো হাজার ফিট উচ্চতায় বাঘের দেখা মিলেছিল। বন দপ্তরের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য জয়দীপ কুণ্ডু কিছু দিন ধরেই নেওড়াকে টাইগার রিজার্ভ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছেন।

● **টয় ট্রেন নিয়ে চুক্তি ইউনেস্কো-রেলের :**

পাকদণ্ডি পথ বেয়ে কয়লার ইঞ্জিনে চলা সেই টয় ট্রেন। ঘুম-সোনাদা-টুং ছুঁয়ে দার্জিলিং পাহাড়ে যে পৌঁছে দিত পর্যটকদের। ১৮ বছর আগে দার্জিলিং-এর এই টয় ট্রেনকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করেছিল ইউনেস্কো। এরপর সময় আর প্রযুক্তি এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। তার ছোঁওয়া লেগেছে টয় ট্রেনের গায়েও। কিন্তু তা পছন্দ নয় ইউনেস্কোর। যেহেতু এই ট্রেনকে হেরিটেজের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাই তারা ওই পুরনো অবস্থাটাই ফিরিয়ে দিতে চায়।

গত ২০ জানুয়ারি টয় ট্রেনের ঐতিহ্য সংরক্ষণে সুসংহত পরিকল্পনা তৈরির জন্য ইউনেস্কোর সঙ্গে চুক্তি করল ভারতীয় রেল। দার্জিলিং-এর গোর্খা রঙ্গমঞ্চ ভবনে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর উপস্থিতিতে রেল বোর্ডের সচিব আর. কে. বর্মা ও ইউনেস্কোর অধিকর্তা শিগেরু আয়াগি ওই চুক্তি সই করেন।

ঠিক হয়েছে, ইউনেস্কো একটি 'কম্প্রিহেনসিভ কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' তৈরি করে সেটি এ দেশের রেল কর্তাদের হাতে তুলে দেবে। এই পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য ২০ সপ্তাহ সময় ধরা হয়েছে। পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকাও তুলে দেওয়া হবে। নতুন ওই পরিকল্পনা তিন ধাপে করা হবে। তা রূপায়ণ করবেন, রেলের ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদরা। টয় ট্রেনকে আরও জনপ্রিয় করতে আইআরসিটিজিসকেও সামিল করা হবে বলে জানান রেলমন্ত্রী।

● **গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভার এবার বেসরকারি কেন্দ্রকে :**

গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা (সিএফ)-র দায়িত্ব মোটর ভেহিক্‌লস ইনস্পেক্টরদের হাতে আর রাখছে না সরকার। পরিবর্তে রাজ্য জুড়ে কিছু বেসরকারি কেন্দ্রকে এই কাজের অনুমোদন দেবে সরকার। গত ২০ জানুয়ারি এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী। ঠিক হয়েছে, ওই সব কেন্দ্রই গাড়ির ফিটনেস শংসাপত্র দেবে। ঠিক যেভাবে সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি কেন্দ্র গাড়ির দূষণ সংক্রান্ত শংসাপত্র দেয়। নতুন এই নিয়মের জন্য আইন সংশোধন বা কেন্দ্রের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ১৯৮৮ সালের কেন্দ্রীয় মোটর ভেহিক্‌লস আইনে এমন কেন্দ্রকে গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষার অনুমোদন দেওয়ার সংস্থান ছিল। সেই মতো ইতোমধ্যেই অনেক রাজ্য তা করেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গও করতে চলেছে।

কোন সংস্থাকে গাড়ি পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরির অনুমোদন দেওয়া হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে প্রাথমিকভাবে যেসব গাড়ি সংস্থা রয়েছে, তাদের ওয়ার্কশপেই গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরির কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবহণ দপ্তরের অফিসারেরা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেবেন পরীক্ষা কেন্দ্রের। এখন যেসব শর্ত পূরণ হলে কোনও গাড়িকে ফিটনেস শংসাপত্র দেওয়া হয়, পরীক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সেসব শর্ত অপরিবর্তিতই রাখা হচ্ছে।

● **বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন :**

গত ২০ জানুয়ারি মিলন মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হয় বিশ্ববঙ্গ বামিজ্য সম্মেলন। দু' দিনের এই বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী এবং প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্বের ২৯-টি দেশের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। বাংলার ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় রাষ্ট্রপতির মুখে। সম্মেলনে উপস্থিত শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোনও সমস্যা হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তার সমাধান করা হবে। এখন একটাও শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। এ রাজ্যে সস্তায় দক্ষ শ্রমিক পাবেন। মেধাবী ও পরিশ্রমী শ্রমিক পাবেন। এ রাজ্যে বিনিয়োগ করলে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত সুফল পাবেন। পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশেও বিনিয়োগ করতে পারবেন। কারণ, এদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো। ল্যান্ড মিউটেশন এবং কনভারসেশন-এর জন্য পলিসি রয়েছে। ল্যান্ড ব্যাংকে ৬০০০ একর জমি রয়েছে। জমি নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। বিনিয়োগকারীদের সবরকম সাহায্য করা হবে। এ রাজ্যে সাতগুণ বেড়েছে রাজ্যের পুঁজি ব্যয়।

● **সিসি ক্যামেরা ছাড়া বাকি শর্তে রাজি উবের :**

২০১৬ সালের শুরুতে ওলা, উবেরের মতো সংস্থাগুলির উপরে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছিল রাজ্য সরকার। এর মধ্যে অন্যতম শর্ত হল, প্রত্যেক সংস্থাকে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। শহরে একটি অফিস এবং ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম তৈরি করতে হবে। প্রতি দু' বছর অন্তর লাইসেন্স নবীকরণ করাতে হবে। এছাড়াও, গাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে সিসি ক্যামেরার নজরদারি, জিপিএস পরিষেবা এবং 'ফিজিক্যাল প্যানিক বাটন' রাখতে হবে। প্রাথমিকভাবে সরকারের আরোপ করা শর্ত মানতে কিছু সময় প্রয়োজন বলে জানিয়েছিল সংস্থাগুলি। সেই মতো গত ১৫ জুন পর্যন্ত সময় দেয় সরকার। কিন্তু তার পরেও সংস্থাগুলির তরফে ফের

সময়সীমা বাড়োনোর আর্জি জানানো হয়। বিশেষত, সিসি ক্যামেরা বসানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে বলে জানায় সংস্থাগুলি। এর পরে সংস্থাগুলিকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ওই সময় সীমার মধ্যে সব শর্ত মানা হলে তবেই দু' বছরের জন্য সংস্থাগুলিকে স্থায়ী লাইসেন্স দেওয়ার কথা ছিল। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ওলা ফের লাইসেন্সের আবেদন জানালে তা মঞ্জুর করে সরকার। কিন্তু উবের লাইসেন্সের আবেদন না জানিয়ে সরকারের নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। সরকার আরোপিত শর্তের মধ্যে সিসি ক্যামেরা এবং 'ফিজিক্যাল প্যানিক বাটন' লাগানোয় আপত্তি ছিল উবেরের। আদালতের নির্দেশে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত অস্থায়ী লাইসেন্স দেয় সরকার। উবেরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি জানানো হয়েছে, সিসি ক্যামেরা ছাড়া বাকি সব শর্তই মানতে তারা রাজি। বিষয়টি বিবেচনা করে লাইসেন্স দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছে উবের। এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

- **সিমেন্ট কারখানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে ৭ কোটি :**

জাতীয় সড়ক থেকে শালবনিতে জিন্দলদের প্রস্তাবিত কারখানা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। রাস্তা নির্মাণে প্রায় ৭ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই রাস্তা নির্মাণ হয়ে যাবে বলে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জিন্দলদের সিমেন্ট কারখানা আগামী মার্চে চালু হওয়ার কথা। তার আগেই রাস্তাটি পাকা করতে তড়িঘড়ি অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে।

জিন্দলদের প্রকল্প এলাকা রয়েছে শালবনির জামবেদিয়ায়। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে কারখানার দূরত্ব প্রায় ১.৭ কিলোমিটার। ওই অংশের রাস্তা মোরাম দিয়ে সম্প্রসারিত করেছিলেন জিন্দল কর্তৃপক্ষ। সেই রাস্তা পাকা করতেই রাজ্য সরকার সাহায্য করছে। ইস্পাত কারখানা তৈরির জন্য ২০০৭ সালে শালবনি থানা এলাকার বাকিবাঁধ, বাঁশকোপনা, আসনাশুলি, বরজু, শালডাংরা, নূতনডিহি চন্দনকাঠা, আড়াবাড়ি এলাকায় ৪৩৩৪ একর জমি নেওয়া হয়। শেষমেশ ইস্পাত কারখানা তৈরির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন জিন্দলরা। পরে শালবনির এই এলাকায় সিমেন্ট কারখানা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

- **পচনশীল বর্জ্য ব্যবহারে রাজ্যে মডেল উত্তরপাড়া :**

পচনশীল বর্জ্য থেকে জৈব সার বানিয়ে তা বিক্রি করে আয় বাড়ানোর কাজ শুরু করেছে উত্তরপাড়া পুরসভা। এ জন্য সম্প্রতি মেক্সিকোতে গিয়ে পুরস্কারও জিতে এসেছেন উত্তরপাড়ার পুরপ্রধান। পচনশীল বর্জ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাই উত্তরপাড়া পুরসভাকেই মডেল করে এগোতে চাইছে রাজ্য সরকার। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের ৭-টি জেলার ২৪-টি পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারেরা উত্তরপাড়ায় এসে প্রকল্পটি ঘুরে দেখে গেছেন ইতোমধ্যে; নিজেদের এলাকায় পচনশীল বর্জ্য ব্যবহারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

বর্জ্য দিয়ে এখন রীতিমতো সার তৈরি হচ্ছে মাখলায়। তাতে পুরসভার আয় হচ্ছে। পরিবেশকেও দূষণের থেকে বাঁচানো যাচ্ছে। বাম আমলেই রাজ্যের তৎকালীন পুরমন্ত্রী প্রকল্পটি শুরু করেন মাখলায়। কিন্তু তখন প্রকল্পটি সেভাবে গতি পায়নি। রাজ্যে পালাবদলের পরে প্রকল্পের কাজে গতি আসে। মাখলার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ওই বর্জ্যের প্রকল্পের জন্য জমি নির্দিষ্ট হয়। উত্তরপাড়া পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের প্রকল্পটি চালু হয়। পচনশীল ও অপচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে আলাদা পাত্র সরবরাহ করা হয় পুরসভার তরফে। সেই বর্জ্য পুরসভার নিজস্ব প্রকল্পে নিয়ে গিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে আলাদা করা হয়। কাগজ-কুড়ানিদের নিয়ে বিশেষ দল করে এই কাজে লাগানো হচ্ছে। এই গোটা ব্যবস্থাই অন্য পুরসভাগুলিতেও চালু করতে চাইছে রাজ্য।

- **ডাক্তারিতে পোস্ট ডক্টরাল পড়তে বন্ডে ছাড় রাজ্যের :**

এত দিন রাজ্যে ডাক্তারিতে পোস্ট ডক্টরাল পড়তে গেলে ৩০ লক্ষ টাকার এক বন্ডে ডাক্তারদের সই করতে হ'ত। পাস করার পর সরকারি হাসপাতালে তিন বছর পরিষেবা না দিলে স্বাস্থ্য দপ্তরকে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ত। যদি তিন বছরের জায়গায় এক বছর পরিষেবা দিতেন তা হলে বাকি দু' বছরের জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং যদি ২ বছর সরকারি জায়গায় পরিষেবা দেন তা হলে বাকি এক বছরের জন্য ১০ লক্ষ টাকা সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ত। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ভবনে এক বৈঠকে এই বন্ডের নিয়ম অনেকটা শিথিল করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে বন্ডের সময়সীমা তিন বছর থেকে কমিয়ে ১ বছর করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ডিএম, এমসিএইচ পাসের পর চিকিৎসকদের মাত্র ১ বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা দিতে হবে। তা না দিলে সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ১০ লক্ষ টাকা। এর ফলে ডিএম, এমসিএইচ পাস চিকিৎসকদের উপরে যে অর্থদণ্ডের খাঁড়া ঝুলে থাকত তা অনেকটা কমবে। গত ২৯ ডিসেম্বরের ওই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি লিখিত ভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং সেই তালিকায় পয়লা নম্বরে রয়েছে বন্ড শিথিলের কথা।

- **আর্সেনিক ঠেকাতে কী করেছে রাজ্য, প্রশ্ন পরিবেশ আদালতের :**

কলকাতা-সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিকের মোকাবিলায় ঠিক কী পরিকল্পনা করা হয়েছে, রাজ্য সরকারের কাছে তা জানতে চাইল জাতীয় পরিবেশ আদালত। পরিবেশ আদালতের বিচারপতি এসপি ওয়াংদি এবং বিশেষজ্ঞ-সদস্য পি. সি. মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ গত ১৬ জানুয়ারি জানিয়েছে, আর্সেনিক-দূষিত প্রতিটি এলাকায় পরিস্রুত জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য কী ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সরকারকে তাও জানাতে হবে। সঙ্গে জানাতে হবে, আর্সেনিকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এত বছরে কত অর্থ সাহায্য দিয়েছে ও সেই টাকা কবে কোথায় কীভাবে খরচ করা হয়েছে, তার হিসেবও।

এ রাজ্যে প্রথম আর্সেনিকের দূষণ ধরা পড়ে আশির দশকে। ভূ-গর্ভে লুকিয়ে থাকা এই রাসায়নিক দানবের দাপট নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলায় রাজ্য জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানানো হয়েছে যে, তারা বরাদ্দ কমায়নি। আর্সেনিকের দূষণ যে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, তার প্রমাণ মিলেছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টেও। তারা গাইঘাটা ব্লকের ৫৫-টি নলকূপের জল পরীক্ষা করে জানিয়েছে, ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৬-র সেপ্টেম্বরের মধ্যেও ওই ব্লকের ২৯-টি নলকূপের জলে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে।

● **সিঙ্গুরে সৌর বিদ্যুৎচালিত গুদাম :**

গত বছর বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এক জাপানি সংস্থা ঘোষণা করে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের উৎপাদিত আনাজ কয়েক দিন কাঁচা রাখতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ছোট গুদাম বানাবে তারা। গুদাম চলবে সৌরশক্তিতে। এ বছর বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন (২০-২২ জানুয়ারি) শুরুর আগেই প্রকল্প শুরু করে ওই সংস্থাটি। সৌরচালিত প্রথম আনাজের গুদামটি চালু হবে সিঙ্গুরের তাপসী মালিক কৃষক বাজারে। সেখানে সর্বোচ্চ ১০ টন আনাজ রাখা যাবে। যেহেতু রিমোটে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে তাই ৪-৫ দিন পর্যন্ত আনাজ অপরিবর্তিত থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে মাস সাতেক আগে ওই জাপানি সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম। সিঙ্গুরে প্রথম গুদাম নির্মাণের জন্য জাপানি সংস্থাটিকে এক কোটি টাকা দেবে 'জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি' (জাইকা)। মউ-এ বলা হয়েছে, সৌর আলোয় প্রথম দু' বছর নির্মাণকারী সংস্থাই গুদাম চালাবে। তার পরে স্থানীয় লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সেটি কৃষি বিপণন দপ্তরের হাতে তুলে দেবে। তবে আনাজপাতি রাখার জন্য চাষিদের গুদাম ভাড়ার টাকা দিতে হবে, না রাজ্য সেই খরচ বহন করবে—তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সিঙ্গুরের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটাও মনে ধরেছে জাপানি সংস্থাটির। দ্বিতীয় গুদামটি সেখানেই তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। ফালাকাটার প্রকল্পটি পুরোটাই বাণিজ্যিক চুক্তিতে হবে। সরকার জমি দেবে। পরিকাঠামো তৈরি করবে ও গুদাম চালাবে জাপানি সংস্থা। সিঙ্গুর ও ফালাকাটা লাভজনক হলে সরকার রাজ্যের সব জেলায় সৌরচালিত গুদাম বানাতে চায়।

● **১০০ দিনের কাজ, আধার নিয়ে মুশকিলে রাজ্য :**

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক জানিয়ে দিল—আধার কার্ড না থাকলে এপ্রিলের প্রথম দিন থেকে আর ১০০ দিনের কাজ করা যাবে না। গত ১৩ জানুয়ারি কেন্দ্রের এই বিজ্ঞপ্তিতে অশনি সঙ্কেত দেখছে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর। কারণ এ রাজ্যে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ জব কার্ডধারীর মধ্যে আধার রয়েছে ৯৭ লক্ষ ৩ হাজারের। অর্থাৎ, ৩২ শতাংশ জব কার্ডধারীর আধার কার্ড নেই। আবার যাদের রয়েছে, তাদের মাত্র ২৪ শতাংশ (৩৪ লক্ষ ৫১ হাজার)-এর আধার কার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সংযুক্ত। এ দিকে হাতে মাত্র তিন মাস। এর মধ্যে বাকিদের আধার কার্ড ব্যাংকে সংযুক্ত না হলে ১০০ দিনের কাজের জন্য বরাদ্দ মোটা টাকা হারাবে পঞ্চায়েত দপ্তর।

২০১৬-এ কেন্দ্র পৃথক আইন পাস করে বলেছিল, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে আধার কার্ডকেই মাধ্যম ধরা হবে। ৯ জানুয়ারি গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে জানান, উপভোক্তাদের সঙ্গে লেনদেন পুরোপুরি ডিজিট্যাল মাধ্যমে করতে চায় কেন্দ্র। সেই কারণে ১০০ দিনের কাজের লেনদেন আধার কার্ডে করা হবে। জব কার্ডধারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত হলেই কাজ দেওয়া যাবে এবং সেই কাজ দ্রুত সেরে ফেলতে হবে রাজ্যকে। আগামী তিন মাস মজুরি পেতে জব কার্ডের সঙ্গে আধার নম্বর কিংবা আধারের আবেদনের স্লিপকে সচিত্র পরিচয়পত্র হিসেবে দেখাতে হবে। সেই পরিচয়পত্র ছাড়া কাজ দেওয়া হবে না।

● **পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন, নয়া ওয়েবসাইট :**

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন সম্ভাবনার ডালি এবার সাইবার দুনিয়ায় সাজিয়ে দিল একটি বণিক সংস্থা। বেড়ানোর জরুরি তথ্য ও আকর্ষক ছবি সম্বলিত একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছে তারা। কেরল, রাজস্থানের চেয়েও বেশি সংখ্যক বিদেশি পর্যটক এখন ভিড় করছেন পশ্চিমবঙ্গে। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের তথ্যই এ কথা বলছে। এই সাফল্যের কারণ রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র নিয়ে সাম্প্রতিক কালের লাগাতার প্রচার। এই উদ্যোগেই নতুন সংযোজন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিআই)-র তৈরি www.bengal weekend.com, গত ১৩ জানুয়ারি যার উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী। রাজ্যের ২০-টি জেলার ৪৪-টি জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে ওয়েবসাইটে। নাম, নানারকম ছবি, থাকার ব্যবস্থা, খরচ, সেখানকার বিখ্যাত খাবার, পৌঁছানোর উপায়—এইসব তথ্যে ঠাসা ওই ওয়েবসাইট। সাইটটি এখন প্রতিনিয়ত আপডেট হতে থাকবে।

● **জঙ্গলমহল ও ডুয়ার্স ভ্রমণ কাঁচের ট্রেনে :**

এই ধরনের কামরাওয়ালা ট্রেনকে বলে 'গ্লাস-ডোম ট্রেন', কেউ কেউ বলেন 'সানরুফ এক্সপ্রেস'। আলাস্কায় এই ট্রেনে সফর পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষক। এবার ভারতেও শুরু হতে চলেছে কাঁচে মোড়া ট্রেনে ভ্রমণ। তবে আলাস্কার মতো ভারতে ট্রেনের সব

কামরাই কাঁচের করা যাচ্ছে না এখনই। একটি সাধারণ ট্রেনের সঙ্গে দু'টি কাঁচের কামরা জুড়ে দেওয়া হবে। এ ট্রেনের মেঝে বাদে গোটা কামরা, এমনকী ছাদও কাঁচের! পশ্চিমবঙ্গে এক বছরের মধ্যেই এই ধরনের ট্রেন পর্যটকদের উপহার দিতে চায় রেল। ভরপুর নিসর্গের ডুয়ার্স আর রাঢ়বাংলার জঙ্গলমহল চিরে যাওয়া লাইনে ওই ট্রেন চালানো তাদের লক্ষ্য। আপাতত এই ধরনের দু'টি বিশেষ কামরার জন্য রেল মন্ত্রকের কাছে আবেদন জমা দিয়েছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কেটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন বা আইআরসিটিসি।

চেন্নাইয়ের পেরামবুরে রেলের ইনটিগ্রালকোচ ফ্যাকট্রিতে এই ধরনের চারটি কাঁচ-কামরা তৈরি হচ্ছে। এক-একটি কামরা তৈরির খরচ চার কোটি টাকা। তার মধ্যে দু'টি যাবে কাশ্মীরে আর অন্য দু'টি কামরা পাবে বিশাখাপত্তনম থেকে আরাকু ভ্যালি যাওয়ার কিরাণ্ডুল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পরের ধাপে দু'টি কামরা আসবে পূর্ব ভারতে। হাওড়া থেকে পুরুলিয়া হয়ে রাঁচির কোনও ট্রেনে একটি কামরা এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ডুয়ার্স হয়ে গুয়াহাটির কোনও ট্রেনে অন্য কাঁচ-কামরাটি জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে রেল। কাঁচমোড়া কামরা তৈরির খরচ জোগাচ্ছে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক। রেল তাদের কলাকৌশল এবং প্রযুক্তির সাহায্যে কামরা তৈরি করছে এবং রেলপথ ব্যবহার করতে দেওয়ার মাধ্যমে পরিকাঠামো দিচ্ছে। এই বিশেষ বিলাসবহুল কামরায় যাত্রী তথা পর্যটক পরিষেবা দেবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে আইআরসিটিসি।

- **পূর্বাঞ্চলীয় এনসিইআরটি বাংলায় গড়ার প্রস্তাব :**

গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) তাদের পূর্বাঞ্চলীয় অফিস তৈরি করতে চাইছে এই রাজ্যে; কলকাতা বা কলকাতার আশেপাশে। ওই সংস্থার কাজকর্মের মধ্যে আছে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য পাঠ্যবই প্রকাশ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া, বুনিয়াদি শিক্ষা বিকাশের প্রকল্প চালানো ইত্যাদি। সেই সঙ্গে 'ই-পাঠশালা' কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা অনলাইনে পাঠ্যবই, অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিং বিতরণ করে ছাত্রাছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য।

এনসিইআরটি-র মূল দপ্তর দিল্লিতে। পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তর এখন রয়েছে ভুবনেশ্বরে। ওই দপ্তরের উপরে চাপ এত বেড়ে গিয়েছে যে, আয়তন বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্র চাইছে, বর্ধিত কলেবরের সেই দপ্তর পশ্চিমবঙ্গে গড়া হোক। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য এবং আন্দামান-নিকোবরও এই শাখা অফিসের আওতায় থাকবে। গত ডিসেম্বর মাসেই এই বিষয়ে প্রস্তাব এসে পৌঁছায়।

- **আর্সেনিক-মুক্ত ধান গবেষণায় সাফল্য :**

পশ্চিমবঙ্গের সাত জেলা এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় ভূ-গর্ভস্থ জলে বিপজ্জনক মাত্রার আর্সেনিক জলের সঙ্গে মিশে ফসলের মধ্যে পৌঁছচ্ছে কি না, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করে রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। দেখা যায়, আর্সেনিক প্রভাবিত এলাকার ধান বা অন্য ফসলে বিপজ্জনক মাত্রার আর্সেনিক সঞ্চিত থাকছে। চালের মাধ্যমে বিপজ্জনক মাত্রার আর্সেনিক যাতে না ছড়ায় তার জন্য এফএও বিভিন্ন গবেষণা সংস্থাকে নতুন প্রজাতির ধান উৎপাদনে নজর দিতে বলেছিল। কাজ শুরু হয়েছিল রাজ্য সরকারের ধান গবেষণা কেন্দ্রেও। 'মুক্তশ্রী' ধান সেই গবেষণারই ফসল। রাজ্যের ৮১-টি ব্লকের ৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে আর্সেনিক-দুষ্ট জল দিয়ে চাষ হয়। সেই সব জমিতে 'মুক্তশ্রী' ধানের বীজ লাগাতে পরামর্শ দিয়েছে কৃষি দপ্তর।

চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রে এই নতুন প্রজাতির ধানের উদ্ভাবক কৃষিবিজ্ঞানী বিজন অধিকারী। ২০০৫ সাল থেকে ২০০-র বেশি প্রজাতির ধানের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছ' বছরে 'মুক্তশ্রী'-র জন্ম। ২০১৩ সালে ধানটির নামকরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞানসম্মত নাম সিএন-১৭৯৪-২-সিএসআইআর-এমবিআরআই। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক সূত্রের খবর, 'মুক্তশ্রী' বিশ্বের একমাত্র উচ্চ ফলনশীল আর্সেনিক প্রতিরোধকারী ধান। লখনউ বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এই গবেষণার কাজ করেছে চুঁচুড়ার প্রতিষ্ঠানটি। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'নেচার' পত্রিকায় বিজনবাবু ও তার সহযোগীদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। বোরো মরসুমে ওই ধানটি আর্সেনিক প্রভাবিত জেলায় ব্যাপকভাবে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর।

- **নতুন নীতি তৈরি করেছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর :**

'ঘরের বাইরে ঘর'—এই স্লোগান সামনে রেখে একটি নীতি তৈরি করেছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। নাম দেওয়া হয়েছে, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম স্টে ট্যুরিজম পলিসি, ২০১৭'। সেটি এখন মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অপেক্ষায়। পর্যটকেরা যেভাবে হোম স্টে-র দিকে ঝুঁকছেন, তাতে আগামী দিনে তা হোটেলের সঙ্গে পাল্লা দেবে। গত কয়েক বছরে সিকিম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে এই ব্যবসা সাড়া ফেলেছে। প্রস্তাবিত নীতিতে বলা হয়েছে, হোম স্টে খুললে মালিককে সেই বাড়িতে থাকতে হবে। একটি বাড়িতে সর্বোচ্চ ছ'টি ঘর হোম স্টে-র কাজে ব্যবহার করা যাবে। ঘরের মাপ কী হবে, ক'টা শয্যা থাকবে—প্রস্তাবিত নীতিতে তাও রয়েছে। তবে, ঘরের ভাড়া নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নাক গলাবে না পর্যটন দপ্তর। পাশাপাশি হোম স্টে-র পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর দিকগুলো নিয়ে বলা হয়েছে, ঘর লাগোয়া বাথরুম অবশ্যই থাকতে হবে। স্বাস্থ্য বিধিসম্মত শৌচালয় তৈরিতে এক জন হোম স্টে মালিককে সরকার দু'টি রাথরুম তৈরির জন্য ৬৬ হাজার টাকা ভরতুকি দেবে। এলাকার লোকজনকে নিয়ে তৈরি কোনও সংস্থা বা সমবায় এই ব্যবসা করতে চাইলেও অনুমোদন মিলবে। এই ব্যবসায় যুক্ত লোকজনকে কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে নিঃখরচায় ইংরেজি শেখা থেকে আতিথেয়তার প্রশিক্ষণ দেবে পর্যটন দপ্তর। দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে সব হোম স্টে-র নাম-ঠিকানার তালিকা রাখা হবে।

● **পাইকারি মদ ব্যবসার রাশ নিগমের হাতে :**

রাজ্য আবগারি প্রশাসনে বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটাল রাজ্য সরকার। আবগারি ডিরেক্টরেট ভেঙে দিয়ে তার পরিবর্তে তৈরি করা হল নতুন একটি আবগারি নিগম। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় রাজ্যের যাবতীয় মদের একমাত্র পাইকারি বিক্রেতা হিসেবে কাজ করবে আবগারি নিগমই। অর্থাৎ বিদেশ থেকে আমদানি করা মদ, এ দেশে তৈরি বিলিতি মদ, দিশি মদ ও বিয়ার-সহ সব ধরনের মদই উৎপাদকদের কাছ থেকে কিনে নেবে নব গঠিত সংস্থা। আবগারি দপ্তরের হিসেব, রাজ্যে রোজ গড়ে এক কোটি ২০ লক্ষ লিটার দেশি মদ, এক কোটি ১৫ লক্ষ লিটার বিলিতি মদ এবং প্রায় ৬০ লক্ষ বিয়ারের বোতল বিক্রি হয়। এবার সব ধরনের মদই নিগমের কাছ থেকে কিনতে বাধ্য থাকবেন খুচরো বিক্রেতারা। এর আগে দপ্তর পুনর্গঠনের সময় আবগারি দপ্তরকে অর্থ দপ্তরের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবগারি নিগম এখন কাজ করবে অর্থ দপ্তরের অধীনেই।

দেশে এমন বন্দোবস্ত পশ্চিমবঙ্গেই যে প্রথম চালু হচ্ছে, তা নয়। কেরলে এই ব্যবস্থা চলে আসছে ১৯৮৩ সাল থেকে। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশাতেও সব ধরনের মদের পাইকারি কেনাবেচা হয়ে থাকে সরকারি নিগমের মাধ্যমে। এতে মদ বিক্রির উপরে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায় মদের গুণগত মান, নকল ঠেকানো, কর ফাঁকি ঠেকানো সম্ভব হয়। সরকারি সূত্রের হিসেব অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থায় মদ বিক্রি করে বছরে বাড়তি অন্তত ১৫০-২০০ কোটি টাকা আবগারি রাজস্ব আদায় হতে পারে। এ বছর আবগারি শুল্কবাবদ ৪৮০০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। নভেম্বর পর্যন্ত আবগারি খাতে রাজ্যের আয় হয়েছে ৩১০০ কোটি টাকা।

● **দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা প্রেসিডেন্সির :**

প্রতিষ্ঠানের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরভর অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী সংসদ। প্রিন্সেপ ঘাটে গত ৬ জানুয়ারি ২০০ বছর পূর্তি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। গত অক্টোবরেই প্রেসিডেন্সি-কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, অন্য সব অনুষ্ঠান ক্যাম্পাসে হলেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হবে প্রিন্সেপ ঘাটে। প্রিন্সেপ ঘাটে প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার পড়ুয়া। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। এবারের উৎসব উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্সির মূল ভবনে বিশিষ্ট প্রাক্তনীদের নাম খোদাই করা হয়েছে। অমর্ত্য সেন, সুগত বসু প্রমুখ কলেজের বহু স্বনামধন্য প্রাক্তনী ছাড়াও দেশ-বিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এবার প্রতিষ্ঠা দিবসে (২০ জানুয়ারি) রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে পায় প্রেসিডেন্সি। প্রতিষ্ঠানের ২০০ বছর পূর্তি উপলেক্ষ্য বছরভর অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবেই ২০ তারিখ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরোজিও হলে বক্তৃতা দেন মনমোহন সিং। তার বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, উৎকর্ষ কেন্দ্র এবং বর্তমান শতকের শিক্ষা ব্যবস্থা। সে দিনই বিকেলে ওই হলে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি। ২০১৭ সালের 'অতুলচন্দ্র গুপ্ত ডিস্টিংগুইসড অ্যালামনাস' সম্মান দেওয়া হয় ইংরেজির অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরীকে। স্নাতক স্তরে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ২০১৬ সালের সেরা পড়ুয়াকে দেওয়া হয় 'প্রেসিডেন্সি অ্যালামনাস স্বর্ণপদক'। সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা। ১৫ জানুয়ারি প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে হয় 'ঐতিহ্য-পদযাত্রা'।

অর্থনীতি

- প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারের মহিলাদের রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ইন্ডিয়ান অয়েল-এর হিসাব, সবচেয়ে বেশি সংযোগ দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, ৪৬ লক্ষ। তারপরই পশ্চিমবঙ্গ, ১৯.৫ লক্ষ। প্রকল্পটি চালুর সময়ে চলতি অর্থবর্ষে ১.৫ কোটি মহিলাকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা আট মাসের মধ্যেই পূরণ করা হয়েছে। ফলে দেশে রান্নার গ্যাসের সংযোগ ৬১ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে।
- গত ৯ জানুয়ারি দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ, ইন্ডিয়া আইএনএক্স-এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিএসই-র এই শাখা তৈরি হয়েছে গুজরাত ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স টেক (গিফ্‌ট) সিটি-র ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস সেন্টারে। বিদেশি ও অনাবাসী ভারতীয়রা যাতে বিশ্বের যে কোনও জায়গা থেকে এখানে লেনদেন চালাতে পারেন, সে জন্য এক্সচেঞ্জটি খোলা থাকবে দিনে ২২ ঘণ্টা। প্রাথমিকভাবে লেনদেন হবে শেয়ার, মুদ্রা ও পণ্য।
- ২০১৬-'১৭ সালের জন্য ভারতের বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছাঁটাই করল বিশ্বব্যাংক। আগের ৭.৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে তা ৭ শতাংশে নামাল তারা। যদিও কেন্দ্রের বিভিন্ন সংস্কারের হাত ধরে পরের দু' বছরে বৃদ্ধির চাকায় ফের গতি ফিরবে বলে আশাবাদী ওই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে দাবি, কেন্দ্রের কিছু সিদ্ধান্তের জেরে শ্লথ হয়েছে অর্থনীতি। তাৎপর্যপূর্ণ হল এই বছরের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির পূর্বাভাস ২.৭ শতাংশ করা হয়েছে। আগের বছর যা ছিল ২.৩ শতাংশ।
- বৈদ্যুতিন শিল্পের জন্য উৎসাহ প্রকল্পে আবেদনের সময়সীমা কমিয়ে ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর করল কেন্দ্র। তা ছিল ২০২০-র ২৭ জুলাই পর্যন্ত। তবে এর জন্য বরাদ্দ হচ্ছে ১০ হাজার কোটি। সুবিধা পেতে লগ্নির সময়ও ১০ বছরের থেকে কমে হচ্ছে ৫ বছর।
- ক্ষুদ্র-ছোটো শিল্পকে উৎসাহের প্রকল্পে সায় দিল কেন্দ্র। ক্রেডিট গ্যারান্টি তহবিল ২,৫০০ কোটি থেকে বেড়ে হচ্ছে ৭,৫০০ কোটি

টাকা। ছোটো ব্যবসার ধারে কেন্দ্রের গ্যারান্টির সীমা ১ কোটি থেকে বেড়ে হচ্ছে ২ কোটি।

- পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও কেরলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় শহরের গরিবদের জন্য আরও ৭৮,৫০০-টি বাড়ি তৈরিতে সায় দিল কেন্দ্র। সম্ভাব্য লগ্নি ২,৯৫৫ কোটি।
- গত ১৭ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের দাভেসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম বা ডব্লিউইএফ-এর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন সংস্থা রেনল্ডস আমেরিকান-কে কিনে নিচ্ছে ব্রিটেনের তামাক বহুজাতিক ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (ব্যাট)। এ জন্য ৫,০০০ কোটি ডলার ঢালবে তারা। এই অধিগ্রহণের হাত ধরে তৈরি হবে বিশ্বের বৃহত্তম নথিভুক্ত তামাক সংস্থা।
- খাদ্যপণ্যে ভরতুকির প্রয়োজন মেয়াতে জাতীয় স্বল্প সঞ্চয় তহবিল থেকে খাদ্য নিগমকে ৪৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিতে সায় দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। পয়লা এপ্রিল থেকে দেশের চারটি রাজ্য ছাড়া বাকিগুলিকে ওই তহবিলে লগ্নির বাধ্যতামূলক নিয়ম থেকেও ছাড় দেওয়া হয়েছে।

- **ধনসম্পদের বণ্টনে নজিরবিহীন বৈষম্যের মুখে পৃথিবী, নিন্দায় অক্সফ্যাম :**

বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যার, অর্থাৎ প্রায় ৩৬০ কোটি মানুষের কাছে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি রয়েছে, মাত্র ৮ জন ধনকুবেরের কুক্ষিগত এই মুহূর্তে সেই পরিমাণ সম্পত্তি। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের (ডব্লুইএফ) বার্ষিক সভা শুরু হওয়ার আগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অক্সফ্যাম এই সমীক্ষা প্রকাশ করে। এই পরিমাণ ধনবৈষম্য পৃথিবীতে আগে কখনও দেখা যায়নি।

পৃথিবীতে মোট সম্পদের পরিমাণ ২৫৫ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি ডলার, তার ৫০ শতাংশই রয়েছে বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে। আর বিশ্ব জনসংখ্যা বর্তমানে ৭৫০ কোটির আশেপাশে। এদের মধ্যে মাত্র ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের হাতে প্রায় ১২৮ লক্ষ কোটি ডলার রয়েছে। অবশিষ্ট ১২৮ লক্ষ কোটি ডলারের মতো সম্পদ রয়েছে বাকি প্রায় ৭৪৩ কোটি মানুষের হাতে।

এটা অবশ্য আন্তর্জাতিক গড়। দেশভেদে এই গড় আলাদা। ভারতে বৈষম্যের ছবিটা আরও মারাত্মক। জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের কাছে অর্থাৎ, প্রায় ৯০ কোটি মানুষের কাছে যে পরিমাণ ধনসম্পত্তি রয়েছে, মাত্র ৫৭ জন ভারতীয় ধনকুবেরই এখন সেই পরিমাণ ধনসম্পদের মালিক। মোট সম্পদের ৫৮ শতাংশই রয়েছে দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের হাতে। ভারতের জনসংখ্যা ১৩০ কোটির কাছাকাছি আর মোট সম্পদের পরিমাণ ৩ লক্ষ ১০ হাজার কোটি ডলারের মতো। অক্সফ্যামের হিসেব বলছে ভারতের ১ কোটি ৩০ লক্ষ ধনী মানুষের কাছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি সম্পদ রয়েছে। ভারতে ৮৪ জন বিলিয়নেয়ারের কথা অক্সফ্যামের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ৮৪ জনই ২৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের মালিক। প্রথম স্থানে মুকেশ অম্বানি। তার সম্পদের পরিমাণ ১ হাজার ৯৩০ কোটি ডলার। দ্বিতীয় স্থানে সানফার্মার দিলীপ সাঙ্ঘভি, তৃতীয় উইপ্রোর আজিম প্রেমজি। তাদের সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ১ হাজার ৬৭০ কোটি ডলার এবং ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। আর গোটা বিশ্বে এই মুহূর্তে প্রথম স্থানে বিল গেটসই। দ্বিতীয় স্থানে অ্যামানসিও ওর্তেগা এবং ওয়ারেন বাফেট। এই তিন জনের হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৭ হাজার ৫০০ কোটি ডলার, ৬ হাজার ৭০০ কোটি ডলার এবং ৬ হাজার ৮০ কোটি ডলার।

গত দু' দশক ধরে পৃথিবীতে এক বিরাট এবং জনবহুল অংশে সবচেয়ে ধনী শ্রেণির আয় ক্রমশ বেড়েছে এবং সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণির আয় ক্রমশ কমেছে। অক্সফ্যামের রিপোর্ট বলছে, চিন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, লাওস এবং শ্রীলঙ্কায় গত ২০ বছরে জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের উপার্জন আগের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। অন্য দিকে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষের আয় ১৫ শতাংশেরও বেশি হারে কমে গিয়েছে। 'অ্যান ইকনমি ফর দ্য নাইন্টিনাইন পারসেন্ট' নামের ওই সমীক্ষা রিপোর্টে মানবাধিকার সংগঠনটি দাবি তুলেছে, এবার গোটা বিশ্ব জুড়ে একটা মানবিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় হয়েছে।

- **সংসদীয় কমিটির সামনে হাজির রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর :**

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার হালহকিকৎ জানাতে আরবিআই-এর গভর্নর উর্জিত পটেল অর্থ সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সামনে হাজির হন গত ১৮ জানুয়ারি। সংসদীয় প্যানেলকে আরবিআই-এর গভর্নর জানিয়েছেন, নোট-বাতিল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে গত ২০১৬ জানুয়ারিতে।

আরবিআই-এর গভর্নর কংগ্রেসের বীরাপ্পা মইলির নেতৃত্বাধীন সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির প্যানেলের সামনে আরও জানিয়েছেন, পুরনো ৫০০ আর ১০০০ টাকার যে নোটগুলি বাতিল করা হয়েছে, তার মোট মূল্য ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। তার কতটা ব্যাংকে ফিরে এসেছে গত ৮ নভেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত, তা এখনও সরকারিভাবে জানায়নি রিজার্ভ ব্যাংক। তা ৯৭ শতাংশ হতে পারে।

কী পরিমাণ নতুন ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে, সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সামনে তা অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন আরবিআই-এর গভর্নর। ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নতুন ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট এখনও পর্যন্ত বাজারে ছাড়া হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার হালহকিকৎ জানাতে আরবিআই-এর গভর্নর গত ২০ জানুয়ারি ফের হাজির হন কংগ্রেসের কেভি থমাসের নেতৃত্বাধীন আরও একটি সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের সামনে।

- **১৮ হাজারের কম বেতনও এবার চেকে, আসছে অর্ডিন্যান্স :**

মাসে ১৮ হাজার টাকার কম বেতনের ক্ষেত্রেও চেক বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেতন দেওয়ার অনুমতি দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

এ জন্য কেন্দ্র ৮০ বছরের পুরোনো বেতন প্রদান আইন বা 'পেমেন্ট অব ওয়েজেস অ্যাক্ট'-এ সংশোধন করতে অর্ডিন্যান্স আনতে চলেছে। গত ২২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংস্থাগুলির সুবিধা হবে। সুরাহা হবে শ্রমিকদেরও। কারণ বাজারে নগদের অভাব বলে শিল্প সংস্থাগুলিকে বেতন দিতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল। এত দিন ১৮ হাজার টাকার কম বেতন চেকে বা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিতে গেলে শিল্প সংস্থাগুলিকে কর্মীদের অনুমতি নিতে হ'ত। আইন সংশোধন করে অর্ডিন্যান্স জারি হলে, এবার থেকে তার আর দরকার পড়বে না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। তত দিন পর্যন্ত নগদে বেতন দেওয়ার বিকল্পও হাতে থাকছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কম নগদের অর্থনীতির উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। আইন সংশোধনের জন্য লোকসভায় বিলও পেশ হয়েছিল। কিন্তু তা পাস হয়নি। সেই কারণেই অর্ডিন্যান্সের পথ নিতে হচ্ছে। অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার পর তা সরকারি, বেসরকারি সব ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য হবে। শ্রমিক সংগঠনগুলি অনেক দিন ধরে এ বিষয়ে দাবি জানিয়ে আসছিল। কারণ, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাগজে-কলমে যে বেতন দেখানো হয়, নগদে তা দেওয়া হয় না। পুরো লেনদেন চেকের মাধ্যমে হলে সেই ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ মিলবে না। উল্লেখ্য, অর্ডিন্যান্স জারি হলেও কেন্দ্রকে ছ' মাসের মধ্যে সংসদের সিলমোহর আদায় করতে হবে।

- **ক্ষুদ্র চা চাষিকে ছোটো কারখানা খোলায় সায় কেন্দ্রের :**

ক্ষুদ্র চা চাষিরাও এবার ছোটো চায়ের কারখানা খুলতে পারবেন। তবে শুধুমাত্র নিজেদের বাগানের পাতা থেকে চা তৈরির জন্যই। অন্য কোনও বাগানের পাতা ব্যবহার করা যাবে না। এক নির্দেশিকা জারি করে এ কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক। যাদের ২৫ একর পর্যন্ত চা বাগান রয়েছে, তারা ক্ষুদ্র চাষি হিসেবে গণ্য হন। বাগানের পাতা বিক্রির জন্য এতদিন তাদের নির্ভর করতে হ'ত বটলিফ কারখানা বা বড়ো বাগানগুলির উপর।

মন্ত্রক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, নিজের বাগানের পাতা দিয়ে চা তৈরির জন্যই কারখানা খুলতে পারবেন ক্ষুদ্র চাষিরা। তবে দিনে ৫০০ কিলোগ্রামের বেশি চা তৈরি করা যাবে না। এ জন্য 'টি (মার্কেটিং) কন্ট্রোল অর্ডার' সংশোধন করা হয়েছে। এতে কারখানা চালুর রিপোর্ট আইনি স্বীকৃতি পেল। ওই চা সরাসরি নিলাম কেন্দ্রেও বেচা যাবে। সুবিধা হবে কারখানা চালুর জন্য ব্যাংক ঋণ পেতেও। উল্লেখ্য, সারা দেশে ইতোমধ্যেই ১৩০-টিরও বেশি এ রকম ছোটো কারখানা গড়ে উঠলেও সেগুলির স্বীকৃতি ছিল না। কেন্দ্র জানিয়েছে, বৈধতা পেতে এই নির্দেশের ৯০ দিনের মধ্যে সেগুলিকে সার্টিফিকেট নিতে হবে।

- **মূলধনী বাজার সংস্কারের লক্ষ্যে একগুচ্ছ পদক্ষেপ সেবি-র :**

মূলধনী বাজারের সংস্কারের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোল শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি)। শেয়ার ও মূলধনী বাজারে আরও বেশি বিনিয়োগ টানতেই সেবির এই উদ্যোগ। গত ১৪ জানুয়ারি পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে এ ব্যাপারে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেবি। এর মধ্যে অন্যতম হল : লেনদেনের খরচ ছাঁটতে ব্রোকার ফি এক ধাক্কায় ২৫ শতাংশ কমিয়ে আনা এবং এ ধরনের মধ্যস্থতাকারীর সামনে ডিজিট্যাল মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে পাওনা মেটানোর বিকল্প খুলে দেওয়া।

সেবি-র বিবৃতি অনুসারে পদক্ষেপগুলি হল :

- ✓ ব্রোকার ফি ২৫ শতাংশ কমানোর ফলে তা প্রতি ১ কোটি টাকার লেনদেনে ২০ টাকা থেকে ১৫ টাকায় নেমে আসা।
- ✓ মিউচুয়াল ফান্ডগুলিকে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (আরইআইটি) এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টে (আইএনভিআইটি) লগ্নির অনুমতি দেওয়া। একটি মিউচুয়াল ফান্ডের ৫ শতাংশ পর্যন্ত নিট সম্পদ এগুলিতে খাটানো যাবে। তবে ইনডেক্স ফান্ড এবং শিল্পভিত্তিক প্রকল্পের জন্য এই সীমা খাটবে না।
- ✓ মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য নতুন বিজ্ঞাপন বিধি, যার আওতায় নামী ব্যক্তিত্বদের প্রচারের কাজে লাগানো যাবে। সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরতে হবে সহজ-সরলভাবে। দাখিল করতে হবে সাম্প্রতিক তথ্য।
- ✓ সংস্থা সংযুক্তির নিয়ম বদল। নথিভুক্ত নয়, অথচ আয়তনে বড়ো, এমন কোম্পানি কোনও ছোটো সংস্থার সঙ্গে মিশে গিয়ে বাজারে নথিভুক্ত হতে পারবে না। শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই সিদ্ধান্ত।
- ✓ হাতে উদ্বৃত্ত থাকলে বন্ড ছাড়তে পারবে পুরসভা।

- **টাটা গোষ্ঠীর রাশ চন্দ্রশেখরনের হাতে :**

গত ১৩ জানুয়ারি নতুন কর্ণধারের নাম ঘোষণা করল টাটা গোষ্ঠী। টিসিএস সিইও নটরাজন চন্দ্রশেখরনকে টাটা সন্সের পরবর্তী চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নিল সার্চ কমিটি। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে মূল সংস্থা টাটা সন্সের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেবেন এন. চন্দ্রশেখরন। ২০০৯ সাল থেকে যিনি টাটাদের তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা টিসিএস-এর শীর্ষ কর্তা। আর তার জায়গায় টিসিএস-এর সিইও-এমডি হচ্ছেন রাজেশ গোপীনাথন। পার্সি নন, এমন কোনও ব্যক্তিকে এই প্রথমবার টাটা গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ পদে বসানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬-র ২৪ অক্টোবর টাটা সন্সের বোর্ড মিটিং-এ সাইরাস মিস্ত্রিকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পূর্বতন চেয়ারম্যান রতন টাটাকে আবার অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান পদে ফিরিয়ে আনা হয় এবং স্থায়ী চেয়ারম্যান বেছে নেওয়ার জন্য সার্চ কমিটি তৈরি হয়। সেই কমিটিতে রতন টাটা ছাড়াও ছিলেন বেনু শ্রীনিবাস, অমিত চন্দ্র, রণেন সেন এবং লর্ড কুমার ভট্টাচার্য। এদের

মধ্যে লর্ড ভট্টাচার্য ছাড়া সকলেই টাটা সন্সের বোর্ড সদস্য। এই কমিটির সুপারিশেই টাটা সন্সের বোর্ড নটরাজন চন্দ্রশেখরনকে টাটা গোষ্ঠীর পরবর্তী চেয়ারম্যান মনোনীত করেছে।

চন্দ্রশেখরনের পুরো কর্মজীবনই কেটেছে টিসিএস-এ। ১৯৮৭ সালে যোগ দেওয়ার পরে ২০০৯ সালে সংস্থার সিইও-এমডি। তিনি যোগ দেওয়ার সময়ে সংস্থার কর্মী সংখ্যা ছিল পাঁচশো। এখন তা ৩ লক্ষ ৭১ হাজার। বছরে ব্যবসার অংক ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। টাটা গোষ্ঠীর অধীনস্থ সংস্থাগুলির মধ্যে টাটা কনসাল্টেন্সি সার্ভিসেস বা টিসিএস-ই এই মুহূর্তে সবচেয়ে লাভজনক সংস্থা।

- **বৃদ্ধি কমার আশঙ্কা :**

চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার মোদী সরকারের জমানায় সব থেকে কম হতে চলেছে বলে পূর্বাভাস দিল কেন্দ্র। গত ৬ জানুয়ারি পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানায়, আগাম অনুমান অনুযায়ী এই অর্থবর্ষে বৃদ্ধি ৭.১ শতাংশ হতে পারে। গত বছর (২০১৫-'১৬) ওই হার ছিল ৭.৬ শতাংশ। অনুমান সত্যি হলে তা হবে এই সরকারের আমলে সবচেয়ে কম বৃদ্ধির হার। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতেই এই অনুমান। ৮ নভেম্বর নোট বাতিলের ঘোষণার জের যদি শেষ দুই ত্রৈমাসিকে পড়ে তবে বৃদ্ধির এই হার আরও কমবে বলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তার অনেকটাই অনুমানের ভিত্তিতে। কোনও বাস্তব পরিসংখ্যান নেই। বরং তথ্য বলছে, নভেম্বরে প্রতিটি রাজ্যের ভ্যাট আদায় বেড়েছে।

অক্টোবর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে কলকারখানায় উৎপাদন কমছে। খনন সঙ্কুচিত। ফল তেমন ভালো নয় পরিষেবাতেও। কিন্তু কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। আর ফল ভালো প্রশাসন-প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে। কৃষিতে আগের দু' বছর খরার পরে এবার বৃষ্টি ভালো হওয়ার সুফল মিলেছে। আর প্রশাসন-প্রতিরক্ষায় বেড়েছে সরকারি ব্যয়। আরও সুখবর এবারদেশে মাথাপিছু আয় বছরে ১ লক্ষ টাকা পেরোনোর সম্ভাবনা। গতবার তা ছিল ৯৩ হাজার টাকার মতো। উল্লেখ্য, এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই আগামী (২০১৭-'১৮) বাজেটের অংক কষবে অর্থমন্ত্রক। সাধারণত ৭ ফেব্রুয়ারি জিডিপি-র আগাম অনুমান পেশ করা হয়। সেক্ষেত্রে ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে অংক কষা হয়। কিন্তু এবার বাজেট এগোচ্ছে। তাই এগিয়েছে অনুমানের সময়ও।

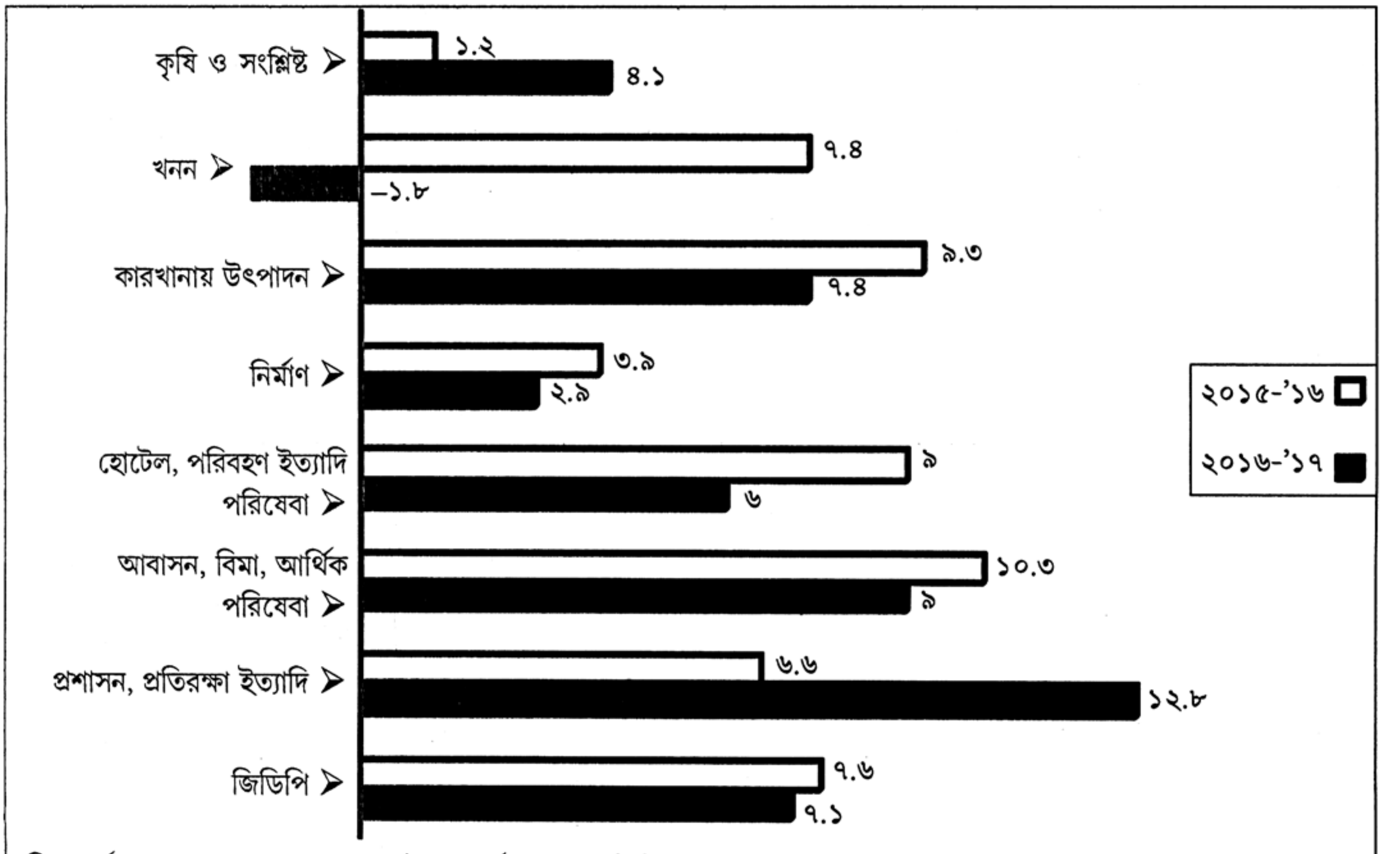

বৃদ্ধির পূর্বাভাস। সব হার শতাংশে। অক্টোবর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে। ৮ নভেম্বর নোট বাতিলের ঘোষণার প্রভাব এখানে নেই।

● **বিআইএফআর-এর সংস্থা চাঙ্গা করতে আর্জি এবার ট্রাইব্যুনালে :**

নতুন দেউলিয়া বিধি কার্যকর হওয়ায় এত দিন বিআইএফআর-এ থাকা রুগ্ন সংস্থাগুলি চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে নতুন করে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি)-এ আবেদন করতে হবে। সরাসরি তা বিআইএফআর থেকে সেখানে স্থানান্তরিত হবে না। গত ১২ জানুয়ারি সংবাদ মাধ্যমকে এ কথা জানান দেউলিয়া পর্ষদ বা 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্‌সি বোর্ড অব ইন্ডিয়া'-র চেয়ারপার্সন এম এস সাহু। এত দিন রুগ্ন সংস্থা পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি বিআইএফআর-এর এক্তিয়ারেই ছিল। সেই প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে প্রশ্নও উঠত। নতুন দেউলিয়া বিধি কার্যকর হওয়ার পরে বিআইএফআর গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। সে কারণেই বিআইএফআর-এর থাকা সংস্থার হাল ফেরাতে হলে ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে হবে।

প্রসঙ্গত, কোনও সংস্থাকে দেউলিয়া ঘোষণায় মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি ঢেলে সাজাতে গত বছর নতুন বিধি আনে কেন্দ্র। তার জেরে সব ধরনের সংস্থার জন্য একটিই দেউলিয়া আইন বহাল হয়েছে। ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও সুযোগ আর খোলা না-থাকলে, ওই নতুন আইনের দৌলতে সংস্থা গোটানো অনেক সহজ হবে। ফলে এক দিকে ব্যাংকগুলির আটকে থাকা ধারের টাকা ফেরত পেতে সুবিধা হবে। অন্য দিকে মসৃণ হবে ভারতে ব্যবসা করার পথও। বিআইএফআর-এ থাকা যে-কোনও সংস্থাই দেউলিয়া বিধির আওতায় এনসিএলটি-তে নতুন করে আবেদন করতে পারে। আবেদন জানানোর পরিসরও বেড়েছে। এখন সংস্থার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত যে-কেউই আবেদন করতে পারেন। আগে সকলে তা পারতেন না। পাশাপাশি এখন দেউলিয়া ঘোষণার প্রক্রিয়া অযথা বিলম্বিত হবে না। ধার শোধ করতে সমস্যায় পড়া সংস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ১৮০ দিনের মধ্যে। জটিলতা হলে সময়সীমা বাড়তে পারে বড়োজোর ৯০ দিন।

● **প্রথম পেমেন্টস ব্যাংক চালু :**

নোট বাতিলের পরে কম নগদ, বেশি ডিজিট্যাল লেনদেনের অর্থনীতির সুবিধার কথা বলছে কেন্দ্র। কিন্তু তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কার্ডে লেনদেনের ফি বা সার্ভিস চার্জ। গত ১৩ জানুয়ারি দিল্লিতে এয়ারটেল পেমেন্টস ব্যাংকের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। যত বেশি পেমেন্টস ব্যাংক চালু হবে, ততই ডিজিট্যাল লেনদেন বাড়বে ও এই সার্ভিস চার্জ কমবে বলে জানান তিনি। রিজার্ভ ব্যাংক ১১-টি সংস্থাকে পেমেন্টস ব্যাংকের লাইসেন্স দিয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রথম কাজ শুরু করল এয়ারটেল। ভারতী এন্টারপ্রাইজ ও কোটাক মহীন্দ্রা ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই প্রকল্পে মোট লগ্নি ৩ হাজার কোটি টাকা। ভারতীয় এন্টারপ্রাইজেসের তরফে জানানো হয়েছে প্রাথমিকভাবে বার্ষিক ৭.২৫ শতাংশ সুদ দেওয়া হবে। পেমেন্টস ব্যাংকগুলি ঋণ দিতে পারবে না। আমানতের ৭৫ শতাংশই সরকারি ঋণপত্রে জমা রাখতে হবে। যেখানে সুদ অনেক কম। ফলে ৭.২৫ শতাংশ সুদ দিলে তাদের ভরতুকি দিতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে গ্রাহক টানতেই এত সুদ দেওয়া হচ্ছে।

● **শিল্পোৎপাদন বাড়ল ৫.৭ শতাংশ :**

গত ১২ জানুয়ারি প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানে মূলত শাক-সবজি ও ডালের দাম কমার হাত ধরে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি ডিসেম্বরে নেমে এসেছে ৩.৪১ শতাংশ, যা গত তিন বছরে সবচেয়ে কম। পাশাপাশি, এ দিনই জানা গিয়েছে, নভেম্বরে শিল্পোৎপাদনর বেড়েছে ৫.৭ শতাংশ, যা ১৩ মাসে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ নোট বাতিলের জেরে তৈরি হওয়া নগদ সঙ্কটের ছাপ পড়েনি শিল্পোৎপাদনে এই পরিসংখ্যানে। অথচ এর জেরে শিল্প ঝিমিয়ে পড়ার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া-র গবেষণা ও উপদেষ্টা সংস্থা ইকোর‌্যাপ-এর মতে আগের বছরের তলানিতে থাকা শিল্পোৎপাদনের ভিত্তিতে হিসেব করার কারণেই (বেস এফেক্ট) চড়েছে এই হার। প্রসঙ্গত, অক্টোবরে বেস এফেক্ট খাতে ১০.৩ শতাংশ সঙ্কোচন ধরলে শিল্পোৎপাদন সরাসরি কমেছে ১.৮ শতাংশ। আর, নভেম্বরে তা ধরলে শিল্প-বৃদ্ধি সরাসরি কমে যেত ৪.৬ শতাংশ। রয়টার্সের সমীক্ষাতেও নভেম্বরে শিল্পের চাকা মাত্র ১.৩ শতাংশ হারে এগোনোর ইঙ্গিত মিলেছিল।

● **পাঁচ রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা সংস্থাকে নথিভুক্তিতে সায় :**

শেয়ার বাজারে পাঁচ রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা সংস্থার নথিভুক্তিতে অনুমোদন দিল কেন্দ্র। নিউ ইন্ডিয়া অ্যাশিওরেন্স, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনশিওরেন্স, ওরিয়েন্টাল ইনশিওরেন্স, ন্যাশনাল ইনশিওরেন্স এবং জেনারেল ইনশিওরেন্স—শেয়ার বাজারে পা রাখার জন্য গত ১৮ জানুয়ারি এই পাঁচ সাধারণ বিমা সংস্থাই নীতিগতভাবে সায় পেয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আর্থিক বিষয়ক কমিটির কাছ থেকে। এই পাঁচ সংস্থার ক্ষেত্রে এবার নতুন করে শেয়ার ছাড়া হতে পারে কিংবা বাজারে সাধারণ লগ্নিকারীদের কাছে সরাসরি বিক্রি করা হতে পারে সরকারের হাতে থাকা শেয়ার। কিন্তু যে পথেই হাঁটা হোক না কেন, শেষমেশ সরকারের অংশীদারিত্ব ধাপে ধাপে ৭৫ শতাংশে নেমে আসবে।

স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্তির কাজ সারা হলে, ব্যবসা বাড়াতে বিনিয়োগের জন্য সরাসরি শেয়ার বাজার থেকে টাকা জোগাড় করতে পারবে বিমা সংস্থাগুলি। শুধু কেন্দ্রের মূলধন জোগানোর অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না। সেই সঙ্গে এর দৌলতে সংস্থা পরিচালনাতেও স্বচ্ছতা আসবে।

গত বাজেটে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, পরিচালনায় আরও বেশি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আনতে ৫-টি রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা সংস্থাকে শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত করা হবে। এই অর্থবর্ষেই (৩১ মার্চের মধ্যে) তার পদ্ধতিগত কাজ সারা হয়ে গিয়েছে। এবার নথিভুক্তির জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ ও বাজার নিয়ন্ত্রক সেবি-র শর্তগুলি পূরণ করতে হবে ওই পাঁচ সংস্থাকে।

এখন ৫২-টি বিমা সংস্থা ব্যবসা করছে ভারতে। এর ২৪-টি জীবনবিমা এবং বাকি ২৮-টি সাধারণ বিমা সংস্থা। বিমা ক্ষেত্রের সংস্কারের লক্ষ্যে কিছু দিন আগে সেখানে বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করেছে কেন্দ্র। এবার পাঁচ রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা সংস্থার নথিভুক্তির এই সিদ্ধান্ত সেই রাস্তায় আরও এক ধাপ এগোতে সাহায্য করবে। এই অর্থবর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ থেকে ৫৬,৫০০ কোটি টাকা ঘরে আনার লক্ষ্য স্থির করেছিল কেন্দ্র। সেখানে রাজকোষে এসেছে ২৩,৫০০ কোটি। তাই বিলগ্নীকরণের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়েছে বলে সংশয় প্রকাশ করছিলেন অনেকে। এই ঘোষণায় সেই আশঙ্কাও কিছুটা দূর হল।

● **দু' দফায় ব্যাংকে টাকা জমায় নজর রাখতে আয়কর দপ্তর :**

নভেম্বরে নোট বাতিলের পরে যারা মোটা অংক ব্যাংকে জমা দিয়েছেন, ২০১৬-র পয়লা এপ্রিল থেকে তাদের লেনদেনের খতিয়ান নেবে আয়কর দপ্তর। যেসব গ্রাহকের সমস্ত সেভিংস অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে আড়াই লক্ষ বা তার বেশি টাকা জমা পড়েছে, তাদের লেনদেনের হিসাবই আয়কর দপ্তরকে জানাতে হবে ব্যাংকগুলিকে। কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে তা ১২.৫ লক্ষ। নোট বাতিলের পর হঠাৎই বহু গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে মোটা অঙ্কের টাকা জমা পড়েছে। অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার ধারাবাহিকতা খতিয়ে দেখাই এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য আয়কর দপ্তরের, যাতে টাকার রং সাদা না কালো, তা সহজেই ধরে ফেলা যায়। এর জন্য গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে ২০১৬ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত জমা পড়া টাকার হিসাব ব্যাংকগুলির কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে তারা। ৩০ জানুয়ারির মধ্যে ব্যাংকগুলিকে ওই হিসাব আয়কর দপ্তরের কাছে জানাতে হবে।

দু'টি পর্যায়ে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকার হিসাব জানতে চেয়েছে আয়কর দপ্তর। প্রথম দফায় ১ এপ্রিল থেকে ৮ নভেম্বর (যে-দিন নোট বাতিল ঘোষণা হল) পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দু'টি পর্যায়ের টাকা জমার মধ্যে সামঞ্জস্যের বড়ো মাপের ফারাক থাকলে, সেই সব লেনদেনের ব্যাপারে তদন্ত করা হতে পারে।

এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই প্যান ছাড়া টাকা জমা পড়েছে। যে-সব গ্রাহক প্যান থাকা সত্ত্বেও তা জমার স্লিপে উল্লেখ করেননি, তাদের কাছ থেকে তা জানতে বলা হয়েছে ব্যাংকগুলিকে। এছাড়া যেসব গ্রাহকের প্যান নম্বর নেই তাদের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা করিয়ে নিয়ে ব্যাংকে নথিভুক্ত করাতে হবে। নতুন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও প্যান থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এত দিন ৫০ হাজার টাকার কম লেনদেনে প্যান দাখিল করতে হ'ত না। প্যান না-থাকলে আয়করের ৬০ নম্বর ফর্ম পূরণ করে ব্যাংকের কাছে গ্রাহককে জমা দিতে হবে। তবে জনধন অ্যাকাউন্ট সাধারণভাবে 'বেসিক অ্যাকাউন্ট' হিসাবে স্বীকৃত। এতে প্যান দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি দেখা যায়, ওই ধরনের কোনও অ্যাকাউন্টে এক লপ্তে ৫০ হাজার টাকা বা তার বেশি জমা পড়েছে, অথবা ৯ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে মোট ২.৫০ লক্ষের বেশি জমা পড়েছে, তা হলে প্যান বা ফর্ম ৬০ দিতে হবে।

● **জিএসটি জুলাইয়ে :**

শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিরোধিতায় অনড় থাকলেও জিএসটি-তে কেন্দ্র ও রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ঐকমত্যে পৌঁছতে পারলেন। তবে জিএসটি চালু হওয়ার দিনক্ষণ পয়লা এপ্রিল থেকে পয়লা জুলাই-এ পিছিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। পণ্য-পরিষেবা কর বা জিএসটি-তে করদাতাদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিবাদ চলছিল। পশ্চিমবঙ্গ অনড় অবস্থান নিয়ে দাবি তুলেছিল, যাদের বছরে ব্যবসার পরিমাণ দেড় কোটি টাকার কম, সেই সব ছোটো ব্যবসায়ীর উপর শুধুমাত্র রাজ্যেরই নিয়ন্ত্রণ থাকুক। কিন্তু কেন্দ্র পণ্যের উপর করের এক্তিয়ার ছাড়লেও পরিষেবা করের অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি।

■ **দেড় কোটির কম ব্যবসায় ৯০ শতাংশ করদাতার হিসাব পরীক্ষা করবে রাজ্য, বাকি ১০ শতাংশ কেন্দ্র;**

■ **দেড় কোটির বেশি হলে তা ৫০ : ৫০;**

■ **ছোট ব্যবসার রফাসূত্রে এখনও আপত্তি অমিত মিত্রের;**

■ **১২ নটিকাল মাইল পর্যন্ত জল সীমানায় কর আদায়ের অধিকার রাজ্যের হাতেই ;**

■ **পরের বৈঠক ১৮ ফেব্রুয়ারি।**

নয়াদিল্লিতে গত ১৬ জানুয়ারি জিএসটি পরিষদের বৈঠকে কেন্দ্রের অধিকার অনেকখানিই রাজ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে সমঝোতার পথ তৈরি করেন অরুণ জেটলি। ঠিক হয়েছে, বছরে দেড় কোটির নিচে ব্যবসার ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ ব্যবসায়ীর স্ক্রুটিনি ও অডিটের অধিকার থাকবে রাজ্যের হাতে। বাকি ১০ শতাংশ কেন্দ্রের হাতে থাকবে। দেড় কোটির উপরে ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্ধেক কেন্দ্রের হাতে, অর্ধেক রাজ্যের হাতে থাকবে। আন্তঃরাজ্য জিএসটি-র ক্ষেত্রেও একইভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হবে। এই রফাসূত্রে বাকি সব রাজ্য রাজি হলেও একমাত্র আপত্তি জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দেড় কোটির নিচের ব্যবসায় ১০ শতাংশও কেন্দ্রকে ছাড়তে রাজি নয় এই রাজ্য। পুরোটাই রাজ্যের হাতে থাকার দাবি তুলেছে তারা। রাজ্যগুলির দাবির কাছে মাথা নুইয়ে উপকূল থেকে ১২ নটিকাল মাইল পর্যন্ত জল সীমানাতেও যে-কোনও আর্থিক কর্মকাণ্ডে কর আদায়ের অধিকার রাজ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন জেটলি। যদিও আইনত তা কেন্দ্রেরই এলাকা। কেন্দ্র-রাজ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সমঝোতা হলেও অরুণ জেটলি নিজেই মেনে নিয়েছেন, পয়লা এপ্রিল থেকে জিএসটি চালু করা সম্ভব নয়। তার বদলে পয়লা জুলাই থেকে জিএসটি চালুর লক্ষ্য স্থির করাটা অনেক বাস্তববাদী। কারণ এখনও জিএসটি সংক্রান্ত তিনটি বিলের খসড়া চূড়ান্ত হওয়া বাকি। রাজ্যের জিএসটি বিলটি সমস্ত বিধানসভায় পাস করাতে হবে। কেন্দ্রীয় জিএসটি, আন্তঃরাজ্য জিএসটি

এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিল সংসদে পাস করাতে হবে। কোন পণ্যে কত হারে কর বসবে, তাও ঠিক হওয়া বাকি।

● **সুদ-হারে পতন :**

নোট বাতিলের পঞ্চাশ দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদনে সাড়া দিয়ে পয়লা জানুয়ারি ঋণে সুদ কমানোর পথে হাঁটল বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। এর জেরে খরচ কমবে গাড়ি-বাড়ির ঋণে এবং সেই সঙ্গে কম সুদে ঋণ নিতে পারবে শিল্পও। সুদ কমানোর দৌড়ে সবাইকে পিছনে ফেলে এক বছরের ঋণে সুদের হার এক ধাক্কায় ৮.৯০ থেকে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনে দেশের বৃহত্তম ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক। নতুন বছরের প্রথম দিনটি থেকেই এই হার চালু হল।

এক লপ্তে এতটা সুদ কমানোর নজির সাম্প্রতিক সময়ে নেই। শুধু স্টেট ব্যাংকই নয়, এক বছরের ঋণে ৬৫ বেসিস পয়েন্ট সুদ ছাঁটাই করেছে ইউনিয়ন ব্যাংক। সুদের হার নেমে এসেছে ৮.৬৫ শতাংশে। একই পথে হেঁটে আর এক রাষ্ট্রায়ত্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পিএনবি)-ও এক বছরের সুদের হার কমিয়েছে ৭০ বেসিস পয়েন্ট। অন্যান্য মেয়াদি ঋণেও ৯০ বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমিয়েছে স্টেট ব্যাংক। দু' বছরের ঋণে তা দাঁড়িয়েছে ৮.১০ শতাংশ, তিন বছরে ৮.১৫ শতাংশ। এর আগে ৩১ ডিসেম্বরই সুদের হার ৬০ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত কমায় আইডিবিআই ব্যাংক এবং তার আগের সপ্তাহে স্টেট ব্যাংক অব ত্রিবাঙ্কুর। আবাসন শিল্পে এখন যে মন্দা চলছে, এর ফলে তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার হতে পারে।

নোট-বন্দির ফলে যে টাকা ব্যাংকগুলিতে জমা পড়েছে, তা সরকারি ঋণপত্রে রাখতে বাধ্য হয়েছে তারা। সেখানে আয় তুলনায় কম। এখন মানুষকে ঋণ নিতে উৎসাহ দিয়ে নিজেদের আয় বাড়ানোর পথই নিতে চাইছে ব্যাংকগুলি। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাংকগুলি ঋণের পরিমাণ কতটা বাড়াতে পারবে, তা নির্ভর করবে শিল্পে ঋণের চাহিদার উপর।

বিনোদন

➢ সফল অভিনেতা তিনি। ঝুলিতে অসংখ্য পুরস্কার-উপাধি। নামের সঙ্গে আগেই বেশ কয়েকবার যুক্ত হয়েছে ডক্টরেট। এবার তাকে ডক্টরেট উপাধি দিল হায়দরাবাদের জাতীয় উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়। গত ২৬ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর হাত থেকেই এই সম্মান নেন শাহরুখ খান।

● **অস্কার পেলেন খড়্গপুর আইআইটি-র প্রাক্তনী :**

ইমেজ-কে জীবন্ত করার কারিকুরির জোরে অস্কার পেলেন পরাগ হাভলদার। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানে পরাগের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন অস্কার কমিটির সদস্যরা। অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর তরফে জানানো হয়েছে, এক্সপ্রেশন বেসড ফেসিয়াল পারফরম্যান্স টেকনোলজিতে তার অবদানের জন্য এই শিরোপা পরাগের।

ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা পরাগের কারিগরি শিক্ষার শুরুটা হয়েছিল খড়্গপুরের আইআইটি-তে। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি. টেক করেছিলেন ১৯৯১-এ। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি। ১৯৯৬-এ সার্দান ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ভিশন অ্যান্ড গ্রাফিক্সে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ। এর পর থেকে কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়েই মেতে রয়েছেন তিনি। মুখের ভাব অনুযায়ী ইমেজ নড়াচড়া করানোয় অভূতপূর্ব উন্নতি করে দেখিয়েছেন ইন্দো-মার্কিন পরাগ ও তার গবেষক দলের সদস্যরা। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের মূল অনুষ্ঠানের আগে বেভারলি হিলসে এই টেকনিক্যাল অস্কার পাচ্ছেন পরাগ-সহ আরও ১১ জন। পরাগের কাজের নমুনা মিলেছে অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, মনস্টার হাউস, হ্যানকক, দ্য আমেজিং স্পাইডারম্যান, গ্রিন ল্যান্টার্ন-এর মতো সিনেমায়।

● **অসম পর্যটনের দূর প্রিয়ঙ্কা চোপড়া :**

গত ২৫ ডিসেম্বর সরকারিভাবে গুয়াহাটির একটি পাঁচতারা হোটেলে অসম পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর হিসেবে প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার নাম ঘোষণা করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসমে আসা দেশ-বিদেশের পর্যটন সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন প্রিয়ঙ্কা। হিমন্ত ঘোষণা করেন, পরের বছর পর্যটন বিকাশে ৪৬০ কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য। বিশেষ জোর দেওয়া হবে গ্রামীণ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন এবং হোম স্টে-র বিকাশে। পর্যটনকে অন্য স্তরে নিয়ে যেতে নেওয়া হচ্ছে নতুন পর্যটন নীতি। বাড়িতে অতিথি রাখার প্রথা জনপ্রিয় করতে রাজ্য সরকার 'আমার আলহি' নামে প্রকল্পও হাতে নিচ্ছে। আর এই সব কিছু দেশ ও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে 'কোয়ান্টিকো'-'বেওয়াচ'-এর পর্দা দাপানো প্রিয়ঙ্কাকেই বেছে নেয় রাজ্য সরকার। দিসপুর সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়া।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

➢ পৃথিবীর ঘড়ির সঙ্গে সৌর-নজরদারের ঘড়ি মেলাল নাসা। পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি খুব ধীরে ধীরে কমছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্দিষ্ট বছরে অন্তর ঘড়িতে সামান্য বদল আনা হয়। সেই অনুযায়ী গত পয়লা জানুয়ারি, নতুন বছরের প্রথম দিনটি থেকেই পৃথিবীর ১ সেকেন্ড ঢিমে হয়েছে। নাসার বক্তব্য, সূর্যের চারপাশে পাক খেয়ে চলা তাদের নজরদার মহাকাশযানের ক্ষেত্রে এই সামান্য সময়ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সামান্য ফারাকেও একই কক্ষপথে থাকা অন্য মহাকাশযানের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে। ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটার ঠিক আগেই তাই এই মহাকাশযানের ঘড়ির সময় শোধরানো হয়েছে।

➢ মানুষের শরীরে নতুন আবিষ্কৃত অঙ্গ। নাম মেসেনটারি। মেসেনটারি হল পেরিটোনিয়ামের জোড়া ভাঁজের অংশ বা পাতলা আস্তরণ, যেটি ক্ষুদ্রান্ত্রকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। এত দিন একে পৌষ্টিক তন্ত্রের কিছু আলাদা আলাদা ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে ভাবা হ'ত। নতুন গবেষণার ফল নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করল, এটি একটি গোটা অঙ্গ। যদিও অঙ্গটির কাজ কী, তা এখনও স্পষ্ট নয় বিজ্ঞানীদের কাছে। আয়ারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি হসপিটাল লিমারিকের বিশেষজ্ঞ জে. ক্যালভিন কফি এটির আবিষ্কারক। মেসেনটারি আবিষ্কারের পর আমাদের শরীরে এখন অঙ্গ দাঁড়াল ৭৯-টি। দ্য ল্যানসেট মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে জে. ক্যালভিন কফির এই আবিষ্কারের গবেষণাপত্র। বিশ্বের জনপ্রিয় মেডিক্যাল বই গ্রেস অ্যানাটমিতেও মেসেনটারিকে নতুনভাবে আপডেট করা হয়েছে।

- **আন্টার্কটিকার হিমবাহের ফাটল বেড়েই চলেছে উত্তরোত্তর :**

হিমবাহ মোড়া আন্টার্কটিকার সবচেয়ে বড়ো আর পুরু যে বরফের চাদর, সেই 'লারসেন-সি' আইস-শেল্ফে ফাটল ধরেছে ১০০ মাইল দীর্ঘ এলাকা জুড়ে। জানুয়ারির প্রথম দু' সপ্তাহেই ফাটল আরও ৬ মাইল বেড়ে গিয়েছে। গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে বেড়েছিল ১১ মাইল। অর্থাৎ, এক মাসেরও কম সময়ে আন্টার্কটিকার সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে পুরু বরফের চাদরে ফাটল কম করে ১৭ মাইল বেড়ে গিয়েছে। এখন এই ফাঁক গলে ঢুকতে থাকবে সূর্যালোক; প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। ফলে, গলতে শুরু করবে জমাট বরফ। আন্টার্কটিকার ভূগোলে ঘটাবে এক বড়োসড়ো পালাবদল! পৃথিবীর মহাসাগরগুলির জলস্তর করে আরও ৪ ইঞ্চি ওপরে তুলে দেবে। সংলগ্ন বহু এলাকা, দেশ অদূর ভবিষ্যতে চলে যেতে পারে জলের তলায়।

সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আদ্রিয়ান লুকমানের নেতৃত্বে এক ব্রিটিশ গবেষক দলের গবেষণায় আন্টার্কটিকার 'বরফ-সাম্রাজ্য'-অপ্রত্যাশিত গতিতে ফাটল বেড়ে চলার তথ্যটি প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করেছিলেন মহাকাশে পাঠানো নাসার বিভিন্ন উপগ্রহের মাধ্যমে। তবে সৌভাগ্যের কথা, ফাটল ধরায় ওই বরফ গললেও মহাসাগরগুলিতে এখনই সেই জল মেশার সম্ভাবনা কিছুটা কম। কারণ, 'লারসেন-সি আইস-শেল্ফে'-র সামনেই রয়েছে ১২ মাইল লম্বা একটা শক্তপোক্ত বরফের প্লেট; যা বরফ গলা জলকে মহাসাগরগুলিতে মিশতে দিচ্ছে না। তাই আশু বিপদটা হয়তো নেই। কিন্তু প্লেটটাও যদি অদূর ভবিষ্যতে গলতে শুরু করে দেয়, তা হলে বিপদ হতে পারে।

- **আমেরিকার সেরা 'পেকাসে' পুরস্কার পাচ্ছেন কৌশিক চৌধুরী :**

বিজ্ঞানী-জীবনের প্রাথমিক পর্বের কাজকর্মের জন্য আমেরিকার সেরা পুরস্কার—'প্রেসিডেন্টস্ আর্লি কেরিয়ার অ্যাওয়ার্ড ইন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' ('পিইসিএএসই' বা, 'পেকাসে') পাচ্ছেন কলকাতার কৌশিক চৌধুরী। হোয়াইট হাউস তার নাম ঘোষণা করেছে, ওই পুরস্কারের জন্য মনোনীত আরও ১০১ জনের সঙ্গে। সম্ভবত মার্চ বা এপ্রিলে পদক আর সার্টিফিকেট তুলে দেবেন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তার কাজের জগৎ বেতার যোগাযোগ, অর্থাৎ 'ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক'। বস্টনের বাসিন্দা আমেরিকার নর্থ-ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কৌশিকের গবেষণার মূল ক্ষেত্র—'কগনিটিভ রেডিও'। যেভাবে গোটা বিশ্বে উত্তরোত্তর বাড়ছে সেল ফোনের বিক্রি, ব্যবহার, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে গ্রাহকের সংখ্যা, তাতে ওয়্যালেস রেডিও যোগাযোগটা চলে যে 'হাইওয়ে' ধরে, সেই 'মহা-সড়কে'-ই এখন ভয়ঙ্কর 'ট্র্যাফিক-জ্যাম'! 'টাওয়ার'-কে মাঝখানে রেখে যিনি মোবাইলে ফোন করছেন আর যিনি সেই ফোনটা ধরছেন (এন্ড-টু-এন্ড), সেই দুই প্রান্তের মধ্যে রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন ঘন ঘন থমকে যাচ্ছে। বিশ্বের সব ক'টি দেশেই অন্যতম প্রধান সমস্যা তা। রেডিও যোগাযোগের রথের গতি থমকে যাচ্ছে অসম্ভব জ্যাম-জটে। বদলে যাচ্ছে সিগন্যালের চরিত্র, গতি ও গুণাগুণ। তীক্ষ্ণতা। কম্পাঙ্কও। তা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় ট্র্যাফিক-জ্যাম কমাতে যেমন এখন বিশ্বের সব দেশেই ফ্লাইওভার আর মাল্টি-স্টোরিড ফ্লাইওভার (বহুতল ফ্লাইওভার) বানানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে, চলছে কর্মযজ্ঞ রেডিও যোগাযোগের 'মহা-সড়ক'-এও তেমনই ট্র্যাফিক-জ্যাম কমাতে রয়েছে অনেকগুলি 'বহুতল ফ্লাইওভার'। প্রযুক্তির পরিভাষায় যার নাম—'নেটওয়ার্ক প্রেটোকল স্ট্যাক' (এনপিএস)। সেই ট্র্যাফিক-জ্যাম কমাতেই একটি সাড়া জাগানো উপায় বাতলেছেন কৌশিক ও তার সহযোগী গবেষকরা। তাদের প্রকল্পটির নাম—'এন্ড-টু-এন্ড প্রোটোকল ডিজাইন ফর ডাইনামিক স্পেকট্রাম অ্যাকসেস নেটওয়ার্ক'। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে তিনটি আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি-জার্নাল—'আইইইই ট্রান্সাকশন্স অন মোবাইল কম্পিউটিং', 'আইইইই ট্রান্সাকশন্স অন ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন্স' এবং 'আইইইই ট্রান্সাকশন্স অন ভেহিক্যুলার টেকনোলজিতে। গবেষণায় অর্থ সাহায্য করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর।

- **ইবোলার টিকা :**

বাজারে আসছে ভয়ঙ্কর ইবোলা ভাইরাসের টিকা—'আরভিএসভি ঝেবোভ'। যুগান্তকারী আবিষ্কারটি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ('হু') নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল। পুরোভাগে রয়েছেন ভারতীয় মহিলা ভাইরোলজিস্ট, ভাবনা চাওলাও। তিনি 'হু'-র অধীনে থাকা 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডার'-এর অন্যতম সক্রিয় সদস্য। ইবোলার টিকা সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'দ্য ল্যান্সেট'-এ। যার 'লিড অথর' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হেল্থ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনোভেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-জেনারেল বিশিষ্ট চিকিৎসক মেরি-পাউলি কিনি। 'হু'-র তত্ত্বাবধানে টিকাটি বানিয়েছে মার্ক শাপ ও ডোহমে সংস্থা। এখন লাইসেন্স পাওয়ার অপেক্ষা। আশা করা হচ্ছে আগামী বছরেই ওই টিকা এসে যাবে বিশ্ব বাজারে।

গিনি সরকারের সহযোগিতায় গত বছরের শেষ থেকে ওই টিকাটির পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল গিনির উপকূলবর্তী বাসে-গিনি এলাকায়। যার নাম—'রিং ভ্যাকসিনেশন'। এই পদ্ধতিতে স্মল পক্সের (গুটিবসন্ত) টিকাও এক সময় পরীক্ষা করা হয়েছিল। টিকা দেওয়ার জন্য গড়ে ৮০ জনকে নিয়ে এক-একটি 'ক্লাস্টার' বা 'রিং' বানানো হয়েছিল। মোট 'রিং' বা 'ক্লাস্টার'-এর সংখ্যা ছিল ১১৭-টি। পুরুষ ও মহিলা-সহ ৫ হাজার ৮৩৭ জনকে, ১৮ বছর বয়সের বেশি যাদের বয়স, দেওয়া হয়েছিল ওই টিকা—'আরভিএসভি-ঝেবোভ'। গিনির যেসব এলাকায় ইবোলা কার্যত মহামারীর আকার নিয়েছে, সেখানে যাদের ওই টিকা দেওয়া হয়েছিল, তারা ১০ থেকে ৩০ দিন পরেও ইবোলায় আক্রান্ত হয়নি। আর সেই একই এলাকায় যাদের ওই টিকা দেওয়া হয়নি, তাদের মধ্যে ২৩ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন ইবোলা ভাইরাসের হানাদারিতে।

১৯৭৬ সালে ইবোলা ভাইরাসের হানাদারির প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল আফ্রিকায়। গত তিন বছরে শুধু গিনিতেই ইবোলায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর কঙ্গো, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, সুদান, গ্যাবন, উগান্ডা, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও নাইজেরিয়া-সহ মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে ইবোলায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা গত তিন বছরে পৌঁছেছে প্রায় ২ লক্ষে। ভারতে সরকারি হিসেবেই কম করে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০১১ সালে আমেদাবাদে প্রথম ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এখন দেশের প্রায় সব রাজ্যেই ওই ভাইরাসের হানাদারির ঘটনা ঘটেছে অল্প-বিস্তর। তার মধ্যে হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থান ও ওড়িশাতেই সবচেয়ে বেশি। প্রসঙ্গত, ইবোলা ভাইরাসের নামটি এসেছিল গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ইবোলা নদীর নামে। ওই নদীর জলেই প্রথম হদিশ মিলেছিল ভাইরাসটির। এর মোট পাঁচটি প্রজাতি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি অত্যন্ত মারাত্মক। আক্রান্তের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

- **মার্কিন ব্রহ্মাস্ত্র—'এম্পাস' :**

ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র বানানোর জোর তোড়জোড় করছে আমেরিকা। নাম—'ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পাল্স আর্টিলারি শেল' (ইএমপিএএস বা, 'এম্পাস')। যা ছোঁড়া যাবে হাউইৎজারের মতো কোনও শক্তিশালী কামান থেকে। ২০১৭-র শেষে বা ২০১৮-র মাঝামাঝি পরীক্ষামূলকভাবে ওই ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী অস্ত্র প্রয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছে পেন্টাগন। এ ব্যাপারে সরকারিভাবে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে আমেরিকার বেসরকারি বিমান সংস্থা 'বোয়িং'-এর গবেষণা ও উন্নয়ন (রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা, আরঅ্যান্ডডি) বিভাগের। পেন্টাগনের একটি রিপোর্টে সম্প্রতি ওই প্রস্তুতির সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টটির নাম—'উইনিং দ্য এয়ারওয়েভস : রিগেইনিং আমেরিকা'স ডমিন্যান্স ইন দ্য ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম'। সমরাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োগের পর একেবারেই নিঃশব্দে এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন ঘটিয়ে, কোনও একটি দেশ বা কোনও একটি বিশাল এলাকার যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থাকে একেবারে তছনছ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেবে। শেষ করে দেবে সেই দেশ বা সেই বিশেষ এলাকার কম্পিউটার-নির্ভর যাবতীয় সিস্টেম এবং ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে। সমরাস্ত্রের গোত্রে এই ধরনের শক্তিশালী অস্ত্রকে বলে—'নন-কাইনেটিক ওয়েপ্‌ন' (এনকেডব্লিউ)। এই নন-কাইনেটিক ওয়েপ্‌নটি বসানো থাকবে হাউইৎজারের মতো কামানের ১৫৫ মিলিমিটার ব্যাসার্ধের গোলার মধ্যে। ওই ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওপর ভরসা করেই চালু রয়েছে পৃথিবীর সব প্রান্তের যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা। তাই অনেক দূর থেকে আসার পথে পৃথিবীর অনেক বেশি এলাকার ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে যাতে ঘেঁটেঘুঁটে দিতে না পারে 'ব্রহ্মাস্ত্র'-টি, তাই সেটিকে এমনভাবে বানানো হচ্ছে, যাতে অল্প দূরত্ব থেকেই আঘাত হানতে পারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। চেষ্টা চলছে অস্ত্র বানানোর খরচ আরও কমানোরও। এই বছরের মধ্যেই ওই অস্ত্রের একটি 'প্রোটো-টাইপ' বানিয়ে ফেলার আশা করছে পেন্টাগন। ইতোমধ্যেই ওই 'ব্রহ্মাস্ত্র' বানানোর প্রস্তুতি-তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে রাশিয়া, ইরান ও চিনেও। বেসরকারি স্তরে 'বোয়িং' ইতোমধ্যেই 'চ্যাম্প' নামে এমন একটি 'ব্রহ্মাস্ত্র' বানিয়েছে। ২০১২ সালে উটায় একটি মার্কিন মিলিটারি বেসে সেই 'চ্যাম্প'-এর সফল পরীক্ষাও করেছিল 'বোয়িং'। তবে তার শক্তি অনেকটাই কম।

- **৫৬-য় মহাকাশে হাঁটলেন মার্কিন মহিলা মহাকাশচারী পেগি হুইটসন :**

গত ৬ জানুয়ারি ভারতীয় সময় সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত সাড়ে ৬ ঘণ্টা ধরে মহাকাশে হাঁটলেন পেগি হুইটসন। বিশ্বের সবেচেয়ে বেশি বয়সের মহিলা মহাকাশচারী। এবার মহাকাশে থাকতে থাকতেই যিনি পা দেবেন ৫৭-য়।

৩৩৭ কিলোমিটার (প্রায় ২৫০ মাইল) ওপরের কক্ষপথে থেকে পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস),তাতে আলো জ্বালাতে, যাবতীয় যন্ত্রপাতি চালাতে 'জ্বালানি' জোগায় বহু দিনের পুরোনো ৪৮-টি নিকেল-হাইড্রোজেন ব্যাটারি! তার জায়গায় বসানো হচ্ছে ২৪-টি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। তাতে মহাকাশ স্টেশনের পাওয়ার গ্রিড হবে অনেক বেশি শক্তিশালী। ৩-টি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি নিয়ে ডিসেম্বরেই মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল জাপানের মালবাহী মহাকাশযান 'এইচটিভি-৬'। মহাকাশ স্টেশনে যে বিশাল রোবটটি রয়েছে, সেই 'ডেক্সটার' (পুরো নাম—'ডেকস্ট্রাস ম্যানিপ্যুলেটর') তার ১১ ফুট লম্বা 'হাত' বাড়িয়ে জাপানের মালবাহী মহাকাশযান থেকে সেই ৩-টি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি আর তাদের অ্যাডাপ্টারগুলিকে মহাকাশ স্টেশনের বাইরের 'লনে' নামিয়ে রেখেছিল। মহাকাশে সাড়ে ৬ ঘণ্টা ধরে হাঁটাহাঁটি করে পেগি হুইটসন সেই ৩-টি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির ধাতব প্লেটগুলিতে তার জড়ানোর কাজটা করেন। পেগির সঙ্গী ছিলেন আরও এক মার্কিন

মহাকাশচারী শেন কিমব্রাও।

গত ১৪ বছরে তিন-তিনবার পাড়ি জমিয়েছেন মহাকাশে। প্রথমবার মহাকাশে গিয়েছিলেন ২০০২-এ। 'এক্সপেডিশান-৫'-এর মহাকাশচারী হয়ে। ফের ২০০৮ সালে। 'এক্সপেডিশান-১৬'-র সওয়ার হয়ে। এবার মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিলেন গত ১৭ নভেম্বর, 'সয়ুজ-এমএস-০৩' মহাকাশযানে চেপে। 'এক্সপেডিশান-৫০/৫১'-র মহাকাশ-অভিযাত্রী হয়ে। কোনও মার্কিন মহাকাশচারীর সবচেয়ে বেশি দিন মহাকাশে কাটানোর রেকর্ড (জেফ উইলিয়ামস মহাকাশে কাটিয়েছেন ৫৩৪ দিন) ভাঙার লক্ষ্য নিয়ে। পেগি ইতোমধ্যেই মহাকাশে হেঁটেছেন ৭ বার। মোট ৪৬ ঘণ্টা ১৬ মিনিট।

● **সার্নের আলফা গবেষণাগারে অ্যান্টি ম্যাটারের খোঁজ :**

অ্যান্টি ম্যাটার যদি কোনও পদার্থ বা ম্যাটারের সংস্পর্শে আসে তাহলে এক লহমায় ধ্বংস বা অ্যানাইলেশন অনিবার্য। প্রথম যে অ্যান্টি ম্যাটারটির সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা, সেটি আসলে অ্যান্টি হাইড্রোজেন পরমাণু। ২০ বছর ধরে নিরলস তল্লাশের পর হদিশ মিলল এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম কোনও অ্যান্টি ম্যাটারের। সুইজারল্যান্ডে জেনিভার অদূরে সার্ন-এর ভূগর্ভস্থ 'আলফা' গবেষণাগারে। বিজ্ঞানীরা এই প্রথম দেখতে পেলেন কোনও অ্যান্টি ম্যাটার পরমাণুর (অ্যান্টি হাইড্রোজেন) দৃশ্যমান আলোর বর্ণালীকে (অপটিক্যাল স্পেকট্রাম)। সেই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক মাপতে পারলেন এই প্রথম। গত ২০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল 'নেচার'-এ প্রকাশিত হয়েছে এই আবিষ্কারের খবর।

পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এত দিনের ধারণা ছিল ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে আর যা কিছু আছে তার সবটাই পদার্থ বা ম্যাটার। অথচ নিয়ম মতো এই ব্রহ্মাণ্ডে পদার্থ বা ম্যাটার আর অ্যান্টি ম্যাটারের পরিমাণ থাকা উচিত সমান সমান। কিন্তু অ্যান্টি ম্যাটারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি এযাবৎ। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডে অ্যান্টি ম্যাটারের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলল। প্রতিটি পদার্থেরই নিজস্ব আলোক বর্ণালী থাকে। তেমন প্রতিটি অ্যান্টি ম্যাটারেরও আলাদা আলোক বর্ণালী থাকে। সেই বর্ণালী বিশ্লেষণ করেই বিভিন্ন পদার্থের ধর্ম ও অবস্থা বোঝা যায়। একে বলে স্পেকট্রোস্কোপি। এই স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যপ্রান্তে থাকা তারাগুলি কী দিয়ে তৈরি তা জানা ও বোঝার চেষ্টা করেন। হাইড্রোজেন ব্রহ্মাণ্ডের সরলতম পরমাণু। এতে একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন থাকে। আর তার নিউক্লিয়াসে থাকে একটি নিউট্রন। প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে হাইড্রোজেনকে বোঝা এত সহজ। কিন্তু তার অ্যান্টি ম্যাটার-অ্যান্টি হাইড্রোজেনে থাকে একটি পজিট্রন ও একটি অ্যান্টি প্রোটন। এই অ্যান্টি হাইড্রোজেনও থাকে খুব সামান্য পরিমাণে। তাই তাকে পাওয়া খুব দুষ্কর হয়। কিন্তু এবার তাকে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে ঘিরে ফেলে ধরে ফেললেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলে আগামী দিনে ব্রহ্মাণ্ডর সৃষ্টি রহস্যের জট খোলার কাজ অনেকটাই সহজ হবে।

● **ভিনগ্রহ 'হ্যাট-পি-সেভেন বি'-এর হদিস :**

সৌরমণ্ডল থেকে ১,০৪০ আলোকবর্ষ দূরে রত্ন, মণি, মাণিক্য, নীলকান্ত মণি-তে ভরা ঘন, পুরু মেঘে ঢাকা একটি ভিনগ্রহের হদিশ পেলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। কেপলার স্পেস টেলিস্কোপের নজরে পড়ে ভিন গ্রহটি। নাম—'এইচএটি (হ্যাট)-পি-সেভেন বি'। ব্রিটেনের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রথম নজর পড়ে গ্রহটির উপর। তাদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জানান 'নেচার-অ্যাস্ট্রোনমি'-তে। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম—'ভেরিয়েবিলিটি ইন দ্য অ্যাটমস্ফিয়ার অফ দ্য হট জায়েন্ট প্ল্যানেট 'এইচএটি (হ্যাট)-পি-সেভেন বি'। মূল গবেষক ব্রিটেনের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডেভিড জে. আমস্ট্রং। সহযোগী গবেষকদের অন্যতম আমেরিকার আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অনাবাসী ভারতীয় বিষ্ণু রেড্ডি।

প্রয়াণ

● **জর্জ মাইকেল (১৯৬৩-২০১৬) :**

'দ্য লাস্ট ক্রিস্টমাস'-এর স্রষ্টা, জর্জ মাইকেল মারা গেলেন এই বড়দিনে। গত ২৬ ডিসেম্বর অক্সফোর্ডশায়ারের বাড়িতে ঘুমের মধ্যে মারা গিয়েছেন এই ব্রিটিশ পপ তারকা। বয়স হয়েছিল ৫৩। অনেক দিন ধরে ভুগছিলেন ফুসফুসের নানা রোগে। আশির দশকে ব্রিটিশ পপ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা যে তুঙ্গে পৌঁছেছিল, তার অন্যতম ভাস্কর ছিলেন গ্রিক বংশোদ্ভূত জর্জিয়াস কিরিয়াকোস পানাইয়োতু।

জন্ম ১৯৬৩-র ২৫ জুন, লন্ডনে। স্কুলে ভর্তি করানোর সময়ে নামটা পাল্টে দিয়েছিলেন বাবা নিজেই। স্কুলে পড়ার সময়ে আলাপ হয় অ্যান্ড্রু রিজলে-র সঙ্গে। ১৯৮১ সালে আঠারো বছর বয়সী দু'টো ছেলে তৈরি করল পপ দল 'হোয়্যাম!'। আশির দশক জুড়ে একটার পর একটা হিটের জনক এই 'হোয়্যাম!'। 'ওয়েক মি আপ বিফোর ইউ গো গো, 'লাস্ট ক্রিস্টমাস', 'ফ্রিডম', 'কেয়ারলেস হুইসপার'—প্রতিটা গানই ব্রিটেন, আমেরিকা ও কানাডায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছয়। বেশিরভাগ গানেরই রচয়িতা জর্জ, গেয়েছেনও তিনি। আশির দশকে পৃথিবী জুড়ে গানের অনুষ্ঠান করেছে 'হোয়্যাম!'। এমনকী বেজিংয়েও। ১৯৮৫-র এপ্রিলে সেই প্রথম কোনও পশ্চিমী পপ দল মাও-এর দেশে ঢোকার ছাড়পত্র পায়।

১৯৮৭-তে ভেঙে যায় 'হোয়্যাম!'। তবে অ্যান্ড্রু-জর্জের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। দল ভেঙে যাওয়ার পরে জর্জের প্রথম গান 'ফেথ'। ৩০ অক্টোবর ব্রিটেন ও আমেরিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরে দু' দেশেই টানা ৫১ সপ্তাহ 'জনপ্রিয়তম ১০-টি গান'-এর তালিকায় ছিল 'ফেথ'।

● **ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ :**

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরুর খবরটা 'ব্রেক' করেছিলেন তিনিই। ১০৫ বছর বয়সে হংকং-এ মারা গেলেন সেই ব্রিটিশ সাংবাদিক ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ। ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড থেকে জার্মানি আসার পথে হঠাৎই দেখতে পান, সীমান্তে নাৎসি সেনার জমায়েত। হিটলার যে পোল্যান্ড আক্রমণ করছেন, সেটা সংবাদ মাধ্যম জেনেছিল তরুণী ক্লেয়ারের মুখেই। রিপোর্টার হওয়ার আগেও হিটলার জমানায় বহু মানুষকে ব্রিটিশ ভিসার ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তিনি।

● **ওম পুরী (১৯৫০-২০১৭) :**

৬৬ বছর বয়সে পুরোদমে কাজ করতে করতেই আচমকা চলে গেলেন। বন্ধু গুলজার লিখেছেন শুধু দু'টো লাইন—"ইস ওয়ক্ত কা জ্বলতে চুলহে মে/ইক দোস্ত কা উপলা অউর গয়া!" সময়ের এই জ্বলন্ত চুল্লিতে আরও এক বন্ধু ঘুঁটে হয়ে গেল। গত ৬ জানুয়ারি সকালে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে সাক্ষাৎকার দেওয়ার কথা ছিল। ভোরে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। আন্ধেরির বাড়িতেই লুটিয়ে পড়েছিলেন।

স্নাতক হওয়ার পর থিয়েটারই ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে। পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট থেকে স্নাতক হলেন। তার আগে পেরোলেন ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার হার্ডল। সেখানে তার এক অভিন্ন হৃদয় বন্ধু জুটল। ১৯৭৩-এর ব্যাচের সেই বন্ধু নাসিরুদ্দিন শাহ।

১৯৭৬ সালে মারাঠি ছবি 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' দিয়ে রুপোলি পর্দায় হাতেখড়ি। এর পর সত্তর-আশির দশক জুড়ে সমান্তরাল ছবিতে পর পর অভিনয়। কেরিয়ারে অন্যতম সেরা তিনটে চরিত্র এসেছিল গোবিন্দ নিহালনির ছবিতে। আক্রোশ, অর্ধসত্য আর তমস। পীড়িত এবং পীড়ক—ওম পুরীর ব্যাপ্তি চমকে দিয়েছিল দর্শককে। ১৯৮০ সালে 'আক্রোশ' ছবির জন্য পান ফিল্ম ফেয়ারে সেরা সহ-অভিনেতার পুরস্কার। ১৯৮২ এবং ১৯৮৩ সালে 'আরোহণ' ও 'অর্ধ সত্য'-এর জন্য সেরা অভিনেতা হিসাবে পান জাতীয় পুরস্কার। নব্বইয়ের শুরু থেকে বলিউডের মূল ধারার ছবিতেও জোরকদমে কাজ শুরু। মাণ্ডি থেকে চাচি ৪২০, জানে ভি দো ইয়ারোঁ থেকে হেরাফেরি-র মতো ছবি তার সাক্ষী। হালে সলমন খানের সঙ্গে 'বজরঙ্গী ভাইজান'-এ অভিনয় করেন। সলমনেরই পরের ছবি 'টিউবলাইট'-এও কাজ করেছিলেন। কখনও কমেডি, কখনও ভিলেন, কখনও ক্যামিও, আবার কখনও বোল্ড সিন—নিজেই একটা ইন্সটিটিউট হয়ে উঠেছিলেন ইন্ডাস্ট্রিতে।

পাশাপাশি মালয়ালম, পাঞ্জাবি, কন্নড়, উর্দু, মারাঠি, তেলেগু ভাষার ছবিতেও অভিনয় করেছেন। ব্রিটিশ, আমেরিকান ও পাকিস্তানের বেশ কিছু ছবিতেও তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। কাজ করেছিলেন হলিউডের একাধিক ছবিতেও। ছবি-টিভি সিরিজ মিলিয়ে অন্তত ১৭-টি ইংরেজি ছবি তাঁর ঝুলিতে। রিচার্ড অ্যাটেনবরো (গান্ধী) থেকে স্টিফেন স্পিলবার্গ (দ্য হ্যান্ড্রেড ফুট জার্নি) তাঁর পরিচালক। টম হ্যাঙ্কস-জুলিয়া রবার্টস (চার্লিজ উইলসন্স ওয়র) থেকে জ্যাক নিকলসন (উল্ফ), হেলেন মিরেন (দ্য হ্যান্ড্রেড ফুট জার্নি) তাঁর সহ-অভিনেতা।

কলকাতা আর বাঙালি পরিচালকদের কাছেও ওম পুরী বরাবরই প্রিয় শিল্পী। প্রেমচন্দের গল্প অবলম্বনে টিভির জন্য প্রথম ছবি করলেন সত্যজিৎ রায়। 'সদগতি'। মৃত ওমের পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন মোহন আগাসে, এই দৃশ্য সেখানেই। শুধু সত্যজিৎ-মৃণাল সেনই নয়, গৌতম ঘোষ-উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর একাধিক ছবিতেও কাজ করেছেন ওম।

২০০৯-এ ওমের বায়োগ্রাফি লেখেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী সাংবাদিক নন্দিতা পুরী। 'আনলাইকলি হিরো', সে বই বেশ জনপ্রিয়ও হয়।

● **প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা :**

শ্রী সারদা মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। গত ১৮ জানুয়ারি বাগবাজারের সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে নিউম্যাটিক সেপ্টিসেমিয়া এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫০ সালে সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে ব্রহ্মচর্য এবং ১৯৬০ সালে সন্ন্যাস নেন। সংঘের হয়ে মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন শাখাতেও কাজ করেছেন। প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা দীর্ঘ সময় ধরে বাগবাজারের সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের শিল্প বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে সেখানেই তিনি অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন।

● **গীতা সেন :**

গত ১৬ জানুয়ারি চলে গেলেন অভিনেত্রী গীতা সেন। মাস দেড়েক আগে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। বয়স হয়েছিল ছিয়াশি।

স্ত্রী গীতা প্রসঙ্গে বলতে গেলে মৃণাল সেন প্রায়ই বলতেন 'এক সোম আমাকে জীবন দিয়েছে, আর এক সোম দিয়েছে প্রতিষ্ঠা'। অর্থাৎ 'ভুবন সোম' তাঁকে যেমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তেমনই গীতা সোম (বিয়ের আগের পদবী) তাঁর জীবন! দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছরের বিবাহিত জীবন তাদের। আইপিটিএ-র দলে তখন ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য, তাপস সেনেরা। সেই নাটকের সূত্রেই প্রাথমিক পরিচয়। উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর নাটকে অভিনয় করতেন গীতা। তার পর তিনি যখন 'দুধারা' ছবিতে যখন অভিনয় করতে যান, তখন মৃণালও সবে সবে ছবির জগতে পা রেখেছেন। 'দুধারা'-র গল্পকার মৃণালই। সেই সূত্রে গভীর হয় সম্পর্ক। ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক', মৃণালের 'কলকাতা ৭১', 'কোরাস', 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে', 'খারিজ', 'খণ্ডহর', 'মহাপৃথিবী' এবং শ্যাম বেনেগালের 'আরোহণ'-এ গীতার অভিনয় চিরকাল মনে থাকবে।❑

সংকলক : রমা মন্ডল

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

ভারতে বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসিক দলিল প্রকাশন বিভাগের নতুন বই

প্রকাশন বিভাগ সম্প্রতি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ বিষয়ে একটি মূল্যবান বই প্রকাশ করেছে। সংবিধান দিবস উপলক্ষে "Courts of Indsia : Past to Present" শীর্ষক বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি টি.এস. ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন আইন ও বিচার মন্ত্রক তথ্য বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। বইটির অলংকরণ ও পরিকল্পনা করা হয়েছে 'Coffee Table Book' হিসাবে। এতে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে অমূল্য, এমন বহু আলোকচিত্র রয়েছে।

'Courts of India : Past to Present' একটি সংকলন গ্রন্থ। প্রখ্যাত বিচারপতি, আইনজীবী এবং আইনের দুনিয়ার দিগ্‌গজ প্রতিভারা কলম ধরেছেন এতে। সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া এক অভিজ্ঞ পারদর্শী সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। ভারতে বিচারালয়গুলির ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টার ঝলক মিলবে এই সংকলন গ্রন্থে। ভারতে যুগে যুগে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ বিচার/বিচারালয় ব্যবস্থার চল ছিল। সেগুলিকে চিহ্নিত করে তার ঐতিহাসিক উৎসের খোঁজ তথা বর্তমান বিচারালয় ব্যবস্থার সাথে তার যোগসূত্র—এই বইয়ের বিষয়বস্তু। ভারতে আইন এবং আইনি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের বিশদ বৃত্তান্ত মিলবে এতে। যতখানি প্রাঞ্জলভাবে ও ভাষায় সম্ভব, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে দেশের নাগরিকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বইটিতে। জাতীয় মাপকাঠিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু এবং ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত বইপত্রের এক অসাধারণ ভাণ্ডার ভারত সরকারের 'প্রকাশন বিভাগ'। গুণমানসমৃদ্ধ বই প্রকাশ ও সাধ্যায়ত্ত দামে তা বিক্রির মাধ্যমে তথ্যের প্রসারণই আমাদের উদ্দেশ্য।❑

সংবিধান দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ-এর উপস্থিতিতে 'Courst of India : Past to Present' বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এস. ঠাকুর

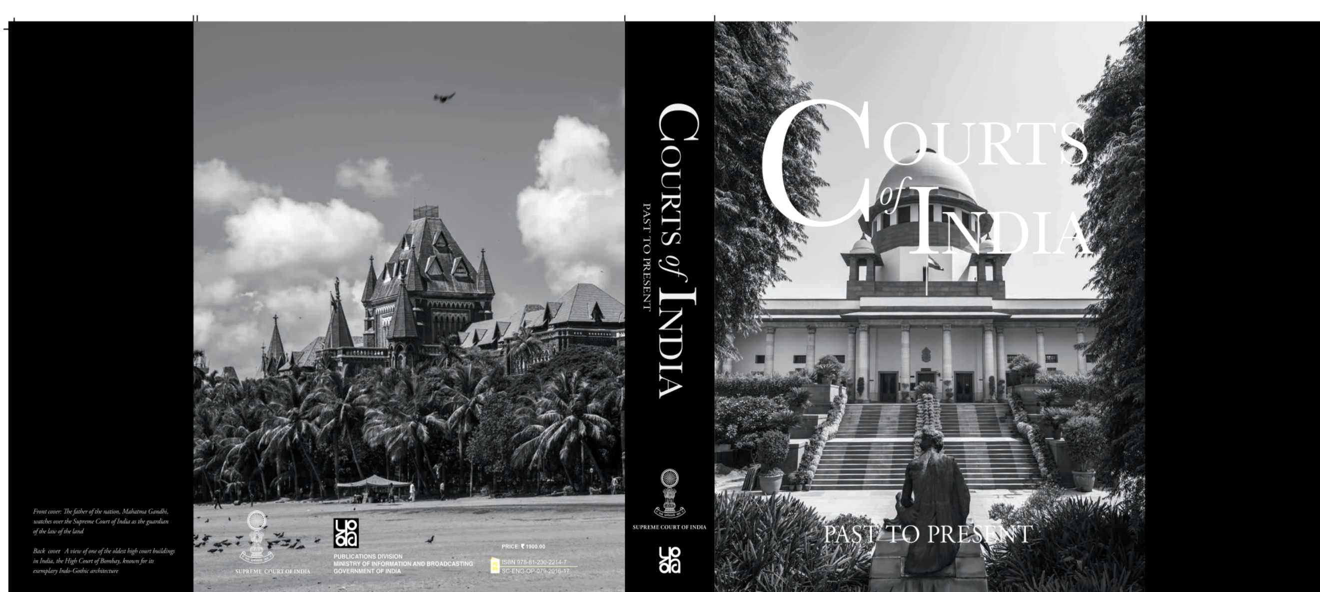

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

February, 2017
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to ____________________ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. ________________________ Date ________________

Name (in block letters) ____________________

Category Student / Academician / Institution / Others

Address ______________________

____

PIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Phone ______________________

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECIPT PORTAL),

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।